উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৩৭৩.৭৫ (-৭৭.২৬)
নিফটি : ২৪,৭১৬.৬০ (-৩৪.১০)

কেটেছেঁটে বাজেট পেশ ইউনূসের
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেটেই ভাটার টান। আওয়ামী লিগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সংকোচন শুরু হয়েছে, সোমবারের বাজেট থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে। ›› ৭

কার্লসেনকে হারালেন গুকেশ
অবিশ্বাস্য জয় ডোম্মারাজু গুকেশের। বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনকে শেষবেলায় মাত দিলেন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। হারের হতাশায় টেবিলে সজোরে ঘুসি কার্লসেনের। ›› ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

জয়েন্টে সাফল্য দেবদত্তার
জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় জয়জয়কার বাংলার পড়ুয়ার। সর্বভারতীয় স্তরে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে তাক লাগিয়ে দিলেন বর্ধমানের দেবদত্তা মাঝি। ›› ৫

শিলিগুড়ি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 3 June 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 16

কয়েকটি ওয়ার্ডে মাইকে প্রচার হয়েছিল সামান্য। তাতেই কেল্লা ফতে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা বনধ যেন সর্বাত্মকভাবে সফল হল শিলিগুড়িতে। সকাল থেকেই বন্ধ রইল দোকানপাট। বড় বাজার তো বটেই, অলিগলিতেও বন্ধ ছিল প্রায় সবকিছুই। সেভাবে চলেনি টোটো, অটো। আর তাতেই হাসি ফুটেছে সনাতনী সংগঠনের কর্মকর্তাদের।

বনধে বিক্ষিপ্ত অশান্তি

মাটিগাড়ার তুম্বাজোতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বনধ সমর্থকদের। ঝংকার মোড়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। সোমবার। ছবি দুটি তুলেছেন সঞ্জীব সূত্রধর ও সূত্রধর।

দফায় দফায় ধস্তাধস্তি

শিলিগুড়ি ব্যুরো

২ জুন : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা বনধকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হল শহর শিলিগুড়ি। কখনও পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়লেন বনধ সমর্থকরা। কখনও পুলিশকর্মীদের কথায় রাস্তা থেকে সরে গেলেও পরমুহূর্তেই আবার রাস্তা দিয়ে চলা টোটো, গাড়ি আটকালেন ওই তরুণরা। দোকান খোলার 'অপরাধে' বনধ সমর্থকদের মারে রক্ত ঝরল এক ব্যবসায়ীর। প্যানিট্যাঙ্কি মোড়ে একটি ব্যাংকের বাইরের কাচও ভাঙল বনধ সমর্থকদের ছোড়া ঢিলে। এর সঙ্গে পাড়া কাঁপিয়ে চলল বনধের সমর্থনে বাইক মিছিল। বনধের প্রভাব দেখা গিয়েছে ফুলবাড়ি আর মাটিগাড়াতেও।

বন্ধ দোকানপাট। বিধান মার্কেটে। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'রাস্তায় আজ কুইক অ্যাকশন টিম ঘুরেছে। যেখানে জোর করে দোকানপাট বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। এই কারণেই সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৭ জনকে আটক করা হয়েছে।' শিলিগুড়ির ডেপুটি কমিশনার জোন (১) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'যারা আইন হাতে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ ও সিকিম প্রান্তের সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল অবশ্য বনধের 'সাফল্য' দেখে এদিন যথেষ্টই খুশি। তাঁর কথায়, 'শহর শিলিগুড়ি ও মহকুমা পরিষদ এলাকার সাধারণ মানুষকে আমাদের তরফে প্রণাম জানাই। সর্বাত্মক বনধ সফল করার জন্য প্রত্যেককে অভিনন্দন।'

গত কয়েকদিন ধরেই গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া ও তার জেরে অভিযুক্ত একজনের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তাপ ছড়িয়েছিল মাটিগাড়ায়। এদিন সকাল থেকে তাই মাটিগাড়ার দিকে নজর ছিল পুলিশ ও প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক মহলের। সকাল থেকেই রাস্তায় নেমে যায় বনধ সমর্থনকারীরা। খাপরাইল মোড়ে একের পর এক গাড়ি, টোটো দাঁড় করাতে শুরু করে তারা। এর মধ্যে জোড়া ব্রিজ থেকে একটি বাইক মিছিল বের হয়। বাইকের ওই মিছিলটি বিশ্বাস কলোনি হয়ে মূল সড়কে ওঠে। মিছিলকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য গাড়ি নিয়ে পুলিশ নজর রেখেছিল আগাগোড়া। বাইক মিছিলে থাকা বনধ সমর্থকরা মাটিগাড়ার একটি পেট্রোল পাম্প বন্ধ করতে গেলে উত্তেজনা তৈরি হয়। মিছিলের পিছনে গাড়ি থেকে নেমে পুলিশকর্মীরা লাঠি উঁচিয়ে বনধ সমর্থকদের সরাতে শুরু করে। এরপর বনধ সমর্থকরা আইটি পার্কে গেলে ফের সেখানে আবার পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয়।

এরপর দশের পাতায়

উত্তপ্ত শহর

- খাপরাইল মোড়, এয়ারভিউ মোড়, চতুর্থ মহানন্দা সেতুতে গাড়ি আটকে যাত্রীদের নামানো হয়
- চতুর্থ মহানন্দা সেতু ও খাপরাইল মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ
- মাটিগাড়ায় পেট্রোল পাম্প ও ভক্তিনগর চেকপোস্টে শপিং মল বন্ধ করার চেষ্টা
- ঝংকার মোড়ে যাওয়ার সময় ব্যবসায়ীর উপর হামলা
- একাধিক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি, সারাদিনে আটক ২৭
- বনধের জেরে সকাল থেকেই ব্যাহত জনজীবন

সনাতনী সংগঠনেই ভরসা বিজেপির

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জুন : শিলিগুড়ি শহরে ছন্নছাড়া বিজেপি। এই মুহূর্তে শহরে যে দুই বিধায়কের দুটি পৃথক লবি আলাদাভাবে কাজ করছে তা দলের জেলা নেতাদেরও অজানা নয়। আদি এবং নব্যর দ্বন্দ্বে জর্জরিত হলেও বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি কি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের মতো সংগঠনগুলির ওপর ভর করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন পার করতে চাইছে? সোমবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা ধর্মঘট সফল করতে বিজেপি নেতাদের ময়দানে নামা দেখে এমনটাই বলছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা।

হিন্দুত্বের বার্তা দিয়ে ধর্মঘটের সমর্থনে বিজেপি নেতাদের সামনে সারিতে থাকার আড়ালে নিজেদের রাজনৈতিক জমিই শক্ত করার চেষ্টা রয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। জেলা তৃণমূল নেতা বেদব্রত দত্তর বক্তব্য, 'বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। এই সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং আন্দোলনের জন্যে কোনও উপযুক্ত ইস্যু খুঁজে না পেয়ে তারা বিভেদকামী আন্দোলন সংগঠিত করছে। সমস্ত আন্দোলনের পিছনে বিজেপির সাংসদ এবং পদাধিকারীরা রয়েছেন। এটা এই অঞ্চলের মানুষ মেনে নেবে না এবং জবাব দেবে।'

যদিও সনাতনী হিন্দু হিসেবে দলীয় কর্মীরা এদিনের ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন বিজেপি শিলিগুড়ি

এরপর দশের পাতায়

হাত ছাড়ছেন শংকর, ফুটবেন ঘাসফুলে!

তালা ঝোলালেন পার্টি অফিসে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ জুন : তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যাচ্ছেন, এমন খবর এর আগেও রটেছে। কিন্তু শেষমেশ সাঙ্গ হয়েছে পালা। 'তৃণমূলে যাওয়ার প্রশ্নই নেই' বলে সব জল্পনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শংকর মালাকার। সোমবার নতুন করে তাঁর তৃণমূল যোগের চর্চা শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। এবারের পরিস্থিতি অবশ্য খানিক আলাদা। কারণ আগের প্রত্যেকবারই তিনি সোজা ব্যাটে খেললেও এবার জল্পনা জিইয়ে রেখেছেন। দিনভর তাঁকে ফোনে পাওয়া না গেলেও রাতে তিনি বলেছেন, 'এই বিষয়ে এখনই কিছু বলব না।'

সবমিলিয়ে যা শোনা যাচ্ছে, তাতে শংকরের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া কার্যত সময়ের অপেক্ষা। তবে, এই সিদ্ধান্তে দলের কাউকে পাশে পাচ্ছেন না তিনি। এমনকি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা জীবন মজুমদারও শংকরের সিদ্ধান্তে হতবাক।

কংগ্রেস সূত্রেই খবর, রবিবার রাতে দলের কিছু নেতা-নেত্রীকে নিয়ে বৈঠক করেছেন শংকর। তাঁর সঙ্গে প্রত্যেককেই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আবেদন করেছেন। ওই বৈঠকে জীবনও গিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, 'শংকরের বক্তব্য শুনেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি।' বাকি নেতা-নেত্রীরা কেউ তাঁর সঙ্গে দলবদলে রাজি না হওয়ায় রাগ, ক্ষোভে শংকর দলের জেলা পার্টি অফিস বিধান ভবনে রবিবার রাতেই তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। তাতে ক্ষোভের আগুনে যেন ঘি পড়েছে।

সোমবারও দিনভর পার্টি অফিস খোলা হয়নি। শংকর এসব নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাইছেন না।

এরপর দশের পাতায়

জল্পনা চরমে

- রবিবার রাতে দলের নেতাদের নিয়ে বাড়িতে বৈঠক করেন শংকর
- তাঁর সঙ্গে বাকিদেরও তৃণমূলে যাওয়ার আহ্বান জানান
- প্রত্যেকেই দল ছাড়বেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন
- এরপরই কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে তালা ঝোলানো হয় বলে অভিযোগ
- এই বিষয়ে এখনই কিছু বলবেন না বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন শংকর

বিকল্প ব্যবস্থা পুরনিগমের

গোটা বর্ষাতেই জলে দুর্ভোগের শঙ্কা শহরে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জুন : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে শহরে পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে বড় ধরনের সমস্যার আশঙ্কা করে আরও ১০টি জলের ট্যাংক কেনার ফাইলে সই করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সিকিমে বৃষ্টি, ধস বন্ধ না হলে শহরে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করা যাবে না জেনে কোমর বেঁধে নামছে পুরনিগম। সোমবার বিকেল থেকেই শহরজুড়ে মাইকিং শুরু হয়েছে। পানীয় জল নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা সাধারণ মানুষকে জানান দিতে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে পুরনিগম। এদিন বিকেলে পানীয় জল নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে জরুরি বৈঠকের পরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। মেয়রের বক্তব্য, 'সিকিমে একের পর এক ড্যাম তৈরি হচ্ছে। যে কারণে তিস্তার স্বাভাবিক গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তিস্তা তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওপর থেকে এখন যে জল আসছে সব কাদামাটিযুক্ত। তিস্তার জলে টার্বিডিটির পরিমাণ ১০৩৭২ এনটিইউ। ওই জল পরিশোধন করলেও শহরবাসীকে খাওয়ানো যাবে না। তাই আমরা বিকল্প ব্যবস্থা করছি।'

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তিনটি ট্যাংক চাওয়া হয়েছে। পুরনিগমের নিজস্ব ২৫টি ট্যাংক প্রস্তুত করা হয়েছে। বাকি পিভিসি ট্যাংকে জল ভরে ম্যাটাডোরে করে শহরে ঘোরানো হবে।

এরপর দশের পাতায়

মাইকিং শুরু

- পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে বড় ধরনের সমস্যার আশঙ্কা
- জরুরিভিত্তিতে আরও ১০টি জলের ট্যাংক কেনার ফাইলে সই করলেন মেয়র
- সিকিমে বৃষ্টি, ধস বন্ধ না হলে শহরে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করা যাবে না
- সোমবার বিকেল থেকেই শহরজুড়ে মাইকিং শুরু হয়েছে

ধসে চাপায় সিকিমে মৃত ৩ জওয়ান, নিখোঁজ ৬

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ জুন : তিস্তা যেন মনে করাচ্ছে '২৩-এর দুঃস্বপ্ন। ওই বছর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে সিকিম তো বটেই, তিস্তা বিপন্ন করে তুলেছিল হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গকে। দেড় বছর পেরিয়ে সিকিমের মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পা এবং প্রবল বর্ষণ সিকিমের পাশাপাশি বিপর্যস্ত করে তুলছে কালিম্পংয়ের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সেবক থেকে জলপাইগুড়ির লাটাগুড়ির একাংশকে। যেভাবে রাতে তিস্তার জলস্ফীতি ঘটছে, তাতে প্রভাব পড়তে পারে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জেও। '২৩-এর স্মৃতি মনে করিয়ে রবিবার রাত জেগেছে কালিম্পংয়ের তিস্তাবাজার, দার্জিলিংয়ের সেবক। আতঙ্কে রাত কাটিয়েছে গজলডোবার টাকিমারিও।

'২৩-এ অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। এবারও মৃত্যুর ঘটনা এড়ানো যায়নি। ধস চাপা পড়ে মারা গেলেন তিন সেনা জওয়ান। চিকিৎসায় জখম চারজন কিছুটা সুস্থ হলেও, নিখোঁজ ছয় জওয়ানের খোঁজ মেলেনি। তাঁরা ধসে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা। এদিনই মংগন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব আর তেলাং। বৈঠক থেকে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থেকে এনডিআরএফের একটি বিশেষ দল সেনাছাউনি এলাকায় পৌঁছে নিখোঁজদের খোঁজ করবে। রবিবার রাতে প্রবল বর্ষণে একাধিক জায়গার সঙ্গে ধস নামে লাচেনের ছাতেনে।

এরপর দশের পাতায়

জখম জওয়ানদের সরিয়ে নিচ্ছে সেনা। লাচেনের ছাতেনে। সোমবার সকালে।

এডিশন স্পেশাল

বনধে সাড়া, সায় কি?
›› তিনের পাতায়

অনুব্রতর বিরুদ্ধে তৎপর সিবিআই
›› পাঁচের পাতায়

জইশ-লস্করের লক্ষ্য 'বঙ্গাল' ছাত্ররা
›› সাতের পাতায়

কথায় কথায়

পুলিশ তোমার মুখ ঢাকো লজ্জায়

আশিস ঘোষ

সেই পুলিশকর্মীটির কথা একবার ভাবুন। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে, উপরওয়ালাদের গালমন্দ সয়ে সবে ঘরে ফিরেছেন। ফিরেই টিভিতে যখন দেখছেন নেতা, তার চামচা, তস্য চামচা একেবারে তাঁর মা-মাসি তুলে কাঁচা খিস্তি দিচ্ছেন, তখন নিজের অজান্তেই তাঁর মাথাটা নেমে আসে। আত্মগ্লানিতে ভালো করে তাকাতে পারেন না সন্তানের দিকে।

একবার ভাবুন, পরের দিন ডিউটির জন্য বেরিয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের কৌতুকের লক্ষ্য হচ্ছেন তিনি। কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলবে, আর কেন, চাকরিটা ছেড়ে দিন এবার মানসম্মান থাকতে থাকতে। পুলিশের যে ইমেজ তৈরি হয়েছে বছরের পর বছর তাতে পুলিশ যে এখন বিদ্রুপের খোরাক তাতে সন্দেহ নেই। কোলের বাচ্চাও জানে পুলিশের হাতে কিছু নোট গুঁজে দিলে কিংবা বড় কোনও নেতাকে দিয়ে ফোন করালে সাত খুন মাফ হয়ে যায়। উলটে স্যালুট ঠুকে পুলিশই গারদের গেট খুলে দেয়। সাধারণ মানুষের ধারণা এটাই। সেখানে মাথা উঁচু করে কাজ করবেন কী করে ভাবতে ভাবতে রিটায়ারমেন্টের দিন গোনেন সেই পুলিশকর্মীটি।

তাঁকে কেউ বিশ্বাস করে না। আত্মীয়স্বজন, মায় নিজের গিন্নিও। সবাই জানে তাঁর যা মাইনে তার থেকে তাঁর উপরির পরিমাণ অনেক বেশি। তিনি ঘুষ খান না একথা কেউ ভাবতেই পারেন না। আর তারই সঙ্গে পুলিশ অত্যাচারী, পুলিশ নারী নির্যাতনকারী, এরপর দশের পাতায়

ওঁরা গল্প বলেন নিঃশব্দে

মন ভালো করা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২ জুন : ওঁদের গল্পটা দুনিয়াকে প্রথম বলেছিলেন বিশ্ববন্দিত জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক জেনজো মাৎসুয়ামা। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এক বধির দম্পতির সমাজে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের গল্প, ভালোবাসার গল্প। ১৮৬১ সালের তাঁর কালজয়ী সিনেমা 'হ্যাপিনেস অফ আস অ্যালোন'-এর গল্প থেকে গুলজার তৈরি করেন তাঁর অসামান্য সিনেমা 'কোশিস'।

ওঁদের কেউ কেউ কোশিস দেখেছেন। দেখেছেন সঞ্জীব কুমার-জয়া ভাদুড়ির নীরব গল্পকথা। সমাজের আর পাঁচজনের মতোই ওঁদের অনুভূতি বিনিময়ের কথা। আর সেসব গল্পই এখন ওঁরা বলেন প্রতিদিন ওঁদের আড্ডায়।

কোনও শব্দ নেই, তবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা চলছে। বর্তমান ব্যস্ততার যুগে যেখানে কথা বলার কেউ নেই, কথা শোনার কেউ নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন নিঃশব্দ গল্পে জমে বালুরঘাট শহরের এক আড্ডা। সেই আসরে সকলেই মূক ও বধির। কথা বলা ও শোনার ক্ষমতা না থাকলেও তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট। ইশারায়, ইঙ্গিতে গল্পের মধ্যে কখনও হেসে উঠছেন তাঁরা, কখনও গুরুগম্ভীর আলোচনায় ডুবে যাচ্ছেন।

ইশারায় বোনা বন্ধুত্বের গল্প। বালুরঘাটের থানা মোড়, হাইস্কুল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় সন্ধ্যা নামলেই জমে উঠছে এমন আড্ডা। শব্দ নেই, শ্রবণশক্তিও নেই কারও। তবু গল্প থেমে নেই। বরং জমজমাট। হাসি, ঠাট্টা, বিতর্ক— সবই চলছে। কেবল মুখের বদলে হাত নাড়িয়ে, চোখে চোখ রেখে ভাববিনিময় চলছে।

কথা ছাড়াই কত কথা... আড্ডায় গল্পে মশগুল।

প্রতিদিন সূর্য পশ্চিমে ঢলতেই মাঠের এক কোণে জড়ো হন প্রায় আধ ডজন মূক ও বধির বন্ধু। কেউ ছাত্র, কেউ শ্রমিক, তো কেউ দোকানের কর্মী। কিন্তু আড্ডার সময়ে পেশা বা ব্যস্ততা কোনও বাধা হয় না।

বালুরঘাটের রথতলাপাড়ায় বাড়ি সংগ্রাম বড়ুয়ার। দশম শ্রেণি পর্যন্ত সে কলকাতায় পড়াশোনা করেছে। সেখানেই তার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ কিছুটা শেখা। তার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল উত্তমাশাপাড়ার অনিরুদ্ধ সাহার। মাত্র চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও তাঁদের বন্ধুত্ব অমলিন। অনিরুদ্ধকে প্রথমে এই ভাষা শেখান সংগ্রাম। রাস্তার ধারে তাঁদের ইশারায় গল্প করতে দেখে একে একে যুক্ত হন

এরপর দশের পাতায়

অ্যালেনের সফল পড়ুয়ারা।

শীর্ষ দশে অ্যালেনের কোটার ৪ পড়ুয়া

নিউজ ব্যুরো

২ জুন : আইআইটি কানপুর জেইই অ্যাডভান্সড ২০২৫-এর ফলাফল প্রকাশ করেছে। সেখানে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট তাদের সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছে। অ্যালেনের কোটা ইনস্টিটিউট থেকে ৪ জন এআইআর দশের মধ্যে রয়েছে। রজিত গুপ্তা অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ১ হয়েছে। একইভাবে কোটা ক্লাসরুমের সক্ষম জিন্দাল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ২ হয়েছে। অক্ষত কুমার এআইআর ৬ এবং দিবেশ পঙ্কজ এআইআর ৮ হয়েছে। এছাড়া, অ্যালেনের আটজন পড়ুয়া র‍্যাংক ২০-র মধ্যে রয়েছে।

র‍্যাংক ৫০-এর মধ্যে অ্যালেনের ২১ জন পড়ুয়া নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ৪৬ জন পড়ুয়া র‍্যাংক ১০০-এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের সিইও নীতিন কুকরেজা জানিয়েছেন, আইআইটি কাউন্সেলিংয়ে অ্যালেনের বহু পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইউটিউব দেখে 'দঙ্গল' মৌসুমির

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২ জুন : রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে শরৎবাবুকে ফের বলতেন একটা মেয়ের গল্প লিখতে। তবে, এই মেয়ে কিন্তু মোটেও সাধারণ নয়, বরং সবদিক দিয়ে অসাধারণ। কেউ ওর গল্পের সঙ্গে মিল পাবেন আমির খানের 'দঙ্গল' সিনেমার। যেখানে দেখা গিয়েছিল কীভাবে মহাবীর সিং ফোগাত গোটা সমাজের সঙ্গে লড়াই করে নিজের মেয়ে গীতা আর ববিতাকে বানিয়ে তুলেছেন দেশের প্রথম সফল মহিলা কুস্তিগির। আবার কেউ কেউ ভাবেন, 'আরে এটা তো পুরো এযুগের একলব্যের কাহিনী।' এতে অবশ্য তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ যে মেয়ে রাজ্য স্তরের কুস্তি প্রতিযোগিতায় ট্রফি জেতে কেবল ইউটিউব দেখে শিখে আর কোচের থেকে ফোনে পরামর্শ নিয়ে, তাঁকে একলব্য ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। আর এই সমস্ত কারণেই আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দক্ষিণ সলসলাবাড়ি চার মাইল গ্রামের মৌসুমি রায় ওরফে টিনাকে বানিয়ে তোলে অসাধারণ।

মৌসুমির বাবা ভবতোষ ক্ষুদ্র কৃষক। অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর দশা। সে কারণে দাদা শুভঙ্কর পড়াশোনা ছেড়ে মুরগির ফার্ম খুলেছেন। আর সেই পরিবারের সন্তান মৌসুমিই আলিপুরদুয়ারের জেলার প্রথম মহিলা কুস্তিগির। রাজ্য স্তরে সাফল্যের পর এখন যাঁর একমাত্র লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা।

যদিও এই যাত্রা যে মোটেও সহজ ছিল না সেকথা জানান মৌসুমি রায় নিজেই। আর্থিক প্রতিকূলতা তো ছিলই, তার থেকেও বড় ছিল জেলায় কুস্তিচর্চার উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং প্রশিক্ষক না থাকা। আর বর্তমানে বিএসসি দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া মৌসুমিরও যে প্রথমে কুস্তিতে বিশেষ আগ্রহ ছিল এমন নয়। তিনি বরং অনেক বেশি উৎসাহী ছিলেন অ্যাথলেটিক্স নিয়ে। কিন্তু উত্তর মজিদখানা গ্রামের কুস্তিগির নন্দন দেবনাথ বর্তমানে আন্তর্জাতিক কোচ। তাঁর থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে মৌসুমিদের গ্রামের সৌরভ বর্মন কুস্তির বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। সৌরভকে দেখেই কুস্তির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় মৌসুমির।

আলিপুরদুয়ার জেলার প্রথম মহিলা কুস্তিগির মৌসুমি রায় (ডানে)।

সৌরভের থেকে কিছুটা কুস্তির কৌশল আয়ত্ত করেন। এরপর যোগাযোগ হয় নন্দনের সঙ্গে। নন্দনই মোবাইলে কুস্তির বিভিন্ন কৌশলের ভিডিও পাঠান মৌসুমিকে। সেই অনুযায়ী মৌসুমি নিয়মিত চর্চা শুরু করেন। তাঁদের গ্রামে কোনও মাঠ না থাকায় বিন্দিপাড়া গ্রামের খেলার মাঠে এখনও কুস্তির চর্চা করতে হয় তাঁকে। কলকাতা থেকে ফোনে নন্দন বলেন, 'গ্রামের ছেলেমেয়েদের কুস্তির প্রতি আগ্রহী করতে আমি নিয়মিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। ওদের মধ্যে আগ্রহ রয়েছে এবং সকলেই প্রচুর সম্ভাবনাময়। তাই পরিকাঠামো না থাকলেও নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি দূর থেকে হলেও প্রশিক্ষণ দিতে।'

মৌসুমির বাবা ভবতোষ জানান, মেয়ের খেলার প্রতি আগ্রহ দেখে সবসময় চেষ্টা করেন ওঁকে উৎসাহ দেওয়ার। তবে আর্থিক সমস্যার জন্য অনেক কিছুই মেয়েকে দিতে পারেন না।

Abridge Copy of e-Tender for EOI being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide - EOI No- 2/APD/WBSRDA/GEOSADAK/2025-26 & 3/APD/WBSRDA/DRRP/2025-26. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/ALIPURDUAR DIVISION.

গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনের সময়সূচি

অতিরিক্ত যাত্রী চাপ কমানোর জন্য ০৩০২৭/০৩০২৮ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চলাচল করবে। বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো :

ট্রেন নং. ০৩০২৭ হাওড়া থেকে তারিখ : ০৪ই, ১১ই, ১৮ই ও ২৫শে জুন, ২০২৫ = ০৪ ট্রিপ (বুধবার)			ট্রেন নং. ০৩০২৮ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে তারিখ : ০৫ই, ১২ই, ১৯ই ও ২৬শে জুন, ২০২৫=০৪ ট্রিপ (বৃহস্পতিবার)	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
---	২৩:৫৫	হাওড়া	০০:১০	---
০১:৫০	০১:৫২	নবদ্বীপ ধাম	২১:৪৩	২১:৪৫
০৬:২৫	০৬:৩০	মালদা টাউন	১৭:১০	১৭:১৫
০৭:৩৫	০৭:৩৭	বরসোই	১৪:৩৮	১৪:৪০
০৮:২৫	০৮:২৭	কিশানগঞ্জ	১৩:৫৫	১৩:৫৭
০৮:৫৩	০৮:৫৫	আলুয়াবাড়ি রোড	১৩:২৮	১৩:৩০
১০:৪৫	---	নিউ জলপাইগুড়ি	---	১২:৪৫

অন্যান্য স্টপেজ : বন্দেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড।
গঠন : এ/সি ফার্স্ট ক্লাস (এক), এ/সি ২-টায়ার (এক), এ/সি ৩-টায়ার (পাঁচ), এ/সি ৩-টায়ার ইকোনমি ক্লাস (এক), স্লিপার ক্লাস (সাত), সেকেন্ড ক্লাস (চার), ব্রেক, ল্যাগেজ জেনারেটর কার (এক), এলএসএলআরডি (এক) = ২১টি বগি।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং ৫০, ৫১, ৫৫-৫৯-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ২৭.০৫.২০২৫ (পি. ওয়ে এবং সিভিল ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ৫০-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/জামালপুর-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/জামালপুর-I-এর অধীনে গঠনের যথাযথ আনুপূর্বিক ব্যবস্থা এবং মোট ০.৯ কিমি খারাপ পাড়ের পুনর্বাসনের কাজ করার ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ১,৩৩,৫২,৬৩৭.২৬ টাকা। ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ৫১-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/জামালপুরের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ জামালপুর-II-এর অধীনে গঠনের যথাযথ আনুপূর্বিক ব্যবস্থা এবং মোট ১.৮ কিমি খারাপ পাড়ের পুনর্বাসনের কাজ করার ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,৬৮,১৬,৫৭৭.১১ টাকা। ৩. টেন্ডার নং ৫৫-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবগঞ্জের আওতাধীনে কিমি (ডাউন লাইন) ২৭০-২৭০.৩, ২৬৬.৩-২৬৬, ২৬২-২৬২.৬, ২৫৭.৩-২৫৭.৪, ২৫৭.৮-২৫৮, ২৫৮.২-২৫৮.৩, ২৫৮.৮-২৫৯.৩, ২৫১.১-২৫১.২, ২৪৫.৭-২৪৭.২, (আপ লাইন) ২২৫.৭- ২২৬.১, ২৩৩-২৩৩.৪, ২৩৪.৭-২৩৫, ২৭০.২-২৭০.৯, ২৪৮.৮-২৪৯.২, ২৪৭.৩-২৪৭.৭, ২৪৪-২৪৪.৬, ২৪৪.৮-২৪৫.১, ২৪২.৮-২৪৩.৬, ২৬২.৩-২৬২.৯ পর্যন্ত সেস মেরামতির কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ১,১১,৩৫,৪৮৫.৩৪ টাকা। ৪. টেন্ডার নং ৫৬-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের আওতাধীনে ভাগলপুর-বারাহাট শাখায় কিমি ২৭.৫-২৮, ২১.৫-২২, ১-১.৮, ৫.১-৬.৪, ৭-৮.৪, ১০.৪-১০.৯, ১৩.৮-১৪.৩২, ১৬.৮-১৭.৪, ২৫.৩-২৬.৩, ২৮-২৮.৫, ২৯.৫-৩০.৬-এ কাহালগাঁও-ভাগলপুর শাখায় কিমি (ডাউন লাইন) ২৭৩-২৭৪.৪, ৩০০-৩০০.৭, ৩০১-৩০২.৭ (আপ লাইন) ২৮১.৪-২৮২.১-এর মন্দারহিল দুমকা শাখার মধ্যে কিমি ৫০.৪-৫১.৩, ৬৬-৬৬.৩, ৬৬.৫-৬৬.৯, ৭০.৮-৭১.৭, ৮০.৬-৮১.৫, ৮৩.৮-৮৪.২, ৯৬.৬-৯৭.৯ ১০৫.৭-১০৬.৯, ১০৯.৬-১১০.৩-এ এবং বারাহাট-বাঁকা শাখায় কিমি ৩৯.৪-৩৯.৯, ৪০.৬-৪১.২, ৪৪.৯-৪৫.৮ পর্যন্ত সেস মেরামতির কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,৬৪,৫৩,৯৫২.২১ টাকা। ৫. টেন্ডার নং ৫৭-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের অধীনে আনুষঙ্গিক কাজ সমেত সাহেবগঞ্জ স্টেশনে বিদ্যমান ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর বর্তমান দৈর্ঘ্যের সম্প্রসারণ এবং আইআরটিএমএম ২০১৯-এর অনুচ্ছেদ ৮০৯ (৫) এবং পরিশিষ্ট ৮.১১ অনুসারে মীর্জাচৌকি এবং পীরপৈন্তি স্টেশনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য ট্র্যাক সাইডিং-এর ব্যবস্থার ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,৫২,২৯,৯৩৭.৮০ টাকা। ৬. টেন্ডার নং ৫৮- এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/মালদার আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ ভাগলপুর- ১-এর অধীনে আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ভাগলপুর স্টেশনে বিদ্যমান ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর বর্তমান দৈর্ঘ্যের সম্প্রসারণ এবং আইআরটিএমএম ২০১৯-এর অনুচ্ছেদ ৮০৯ (৫) এবং পরিশিষ্ট ৮.১১ অনুসারে কাহালগাঁও এবং সাবৌর স্টেশনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য ট্র্যাক সাইডিং-এর ব্যবস্থার ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,১৩,৪৮,২৮৭.২৫ টাকা। ৭. টেন্ডার নং ৫৯-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/মালদার আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/জামালপুর-I-এর অধীনে আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর আইআরটিএমএম ২০১৯-এর অনুচ্ছেদ ৮০৯ (৫) এবং পরিশিষ্ট ৮.১১ অনুসারে কল্যাণপুর রোড, আকবরনগর এবং সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য ট্র্যাক সাইডিং-এর ব্যবস্থার ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,৭৬,২৪,৬৩৪.২১ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৮.০৬.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে (প্রতিক্ষেত্রে)। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in / ডিআরএম কার্যালয়/মালদা টাউন (প্রতিক্ষেত্রে)। MLD-73/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বাতাবাড়ি চা বাগানের ভিতর চিতাবাঘ। সোমবার।

চিতাবাঘের উঁকি

চালসা, ২ জুন : চা বাগান থেকে উঁকি মারছে চিতাবাঘ। ঘটনাটি মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানের। সেই দৃশ্যের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হল। সোমবার ভোরে এলাকার বাসিন্দা পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পম্পা কর তামাং বাড়ির থেকে রাস্তায় বের হতেই সামনের চা বাগানে একটি চিতাবাঘকে দেখতে পান। হাতে থাকা মোবাইল ফোনে সেই ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতেই মুহূর্তে ভাইরাল হয়। জনবহুল এলাকার পাশে চা বাগানে চিতাবাঘের উপস্থিতিতে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বাগানের ১৩ নম্বর সেকশনে চিতাবাঘটিকে এদিন দেখা যায়।

মানসি জংশনে সহরসা-শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেসের সংশোধিত সময়সূচী

মানসি জংশনে ১৩১৬৪ সহরসা জংশন-শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেসের সময়সূচী নিম্নলিখিতমতো সংশোধিত হবে, যা যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর হবে : • সংশোধিত সময়সূচী : পৌঁ. ১৫.২৮ ঘ./ ছা. ১৬.০০ ঘ.। উপরোক্ত ট্রেনটির অন্যান্য সকল স্টেশনে সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কেন্দ্রীয় ভাষা সংস্থান
(শিক্ষা মন্ত্রণালয়, উচ্চশিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার)
মানসগঙ্গোত্রী, মাইশুরু-570006
ভাষা প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা (জুলাই ২০২৫- এপ্রিল ২০২৬)
(The last date for receipt of duly filled-in application at Central Institute of Indian Languages, Manasagangotri, Mysuru is 30th June 2025)

আধুনিক ভারতীয় ভাষার যে কোনও একটি যেমন অসমিয়া, বাংলা, বোড়ো, ডোগরী, গুজরাটি, কানাড়া কাশ্মীরি, কোঙ্কণী, মৈথিলী, মালায়ালম, মণিপুরী, মারাঠি, নেপালি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সাঁওতালি, সিন্ধী, তামিল, তেলুগু এবং উর্দুভাষায় ভাষা প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা-এর জন্য সাতটি আঞ্চলিক ভাষা কেন্দ্র যথা-মাইশুরু, ভুবনেশ্বর, পুনে, পাতিয়ালা, সোলান, লখনউ এবং গুয়াহাটির পক্ষ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

কর্মরত শিক্ষক, সম্ভাব্য শিক্ষক, গবেষক ও সাধারণ জনগণ তাঁদের আবেদনপত্র উল্লিখিত তারিখের মধ্যে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়- অধিকর্তা, ভারতীয় ভাষা সংস্থান, মানসগঙ্গোত্রী, মাইশুরু- 570006. বিস্তারিতভাবে জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ciil.org/langtarining.php ওয়েবসাইটটি দেখুন।

https://ciil.org.admission থেকে আবেদনপত্র অনলাইন অথবা অফলাইনে পূরণ করতে পারেন। যাঁরা অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করবেন তাঁদের এবং যদি আবেদনকারী অফলাইনে আবেদন করতে চান তবে ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে সর্বশেষ তারিখের পূর্বে স্পিডপোস্টের মাধ্যমে পূরণকৃত আবেদনপত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়- **অধিকর্তা, ভারতীয় ভাষা সংস্থান, মানসগঙ্গোত্রী, মাইশুরু-** 570006। আবেদনপত্রের মূল্য QR code অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক দ্বারা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে জমা করতে পারেন।

Sd/-
Director
Central Institute of Indian Languages
Manasagangotri, Mysuru
cbc21248/12/0001/2526

ABRIDGED E-TENDER NOTICE
Tender are hereby invited vide Tender Reference e-NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-002/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board for further details.
Block Development Officer
Dhupguri Development Block

রঙিয়া ডিভিশনে নিরাপত্তা বৃদ্ধির কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএন-এসটি-০৬-২০২৫-২৬, তারিখ : ২৮-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : আরএন-এসটি-০৬-২০২৫-২৬; কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে প্রদান করা এএফডিএএস (অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন এন্ড ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম) মেরামত, পুনরুদ্ধার, বর্ধিতকরণ/পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরাপত্তা বৃদ্ধির কাজ। টেন্ডার মূল্য : ২,৩৫,৪৪,০০০/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৬৭,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসি মুখে সেবা

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital
e-Tender Notice
Tender is invited for Supply of Medical Consumable Items at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/1263/2025, Dated 02/06/2025. Details are available from the following sites:
www.wbtender.gov.in,
www.coochbehar.gov.in,
www.mjnmch.ac.in
Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

আজ টিভিতে

বুলেট সরোজিনী বিকেল ৫.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ ভালোবাসি তোমাকে, দুপুর ২.০০ মঙ্গলদীপ, বিকেল ৫.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১০.৩০ মেজবউ, ১.০০ অ্যাবি সেন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.২০ অচেনা অতিথি, রাত ১১.০০ শক্তি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আপন হলো পর, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ রাখে হরি মারে কে, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ আক্রোশ, ১.০০ অমানুষ-২

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সূর্যতপা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক - দ্য রিয়েল হিরো

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১.০৪ ম্যায় হুঁ দণ্ডাধিকারী, বিকেল ৩.৩৩ দৃশ্যম-টু, সন্ধে ৬.০০ গ্যাংস অফ গোদাবরী, রাত ১০.১৯ দ্য রিটার্ন অফ লায়ন

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.৩০ রক্ষা বন্ধন, ২.১২ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৮ ক্র্যাক, সন্ধে ৭.৫৫ কে থ্রি - কালী কা করিশমা, রাত ১০.৪৭ মিশন রানিগঞ্জ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৮ পরদেশ, বিকেল ৫.২০ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, রাত ৮.০০ অপরিচিত - দ্য স্ট্রেঞ্জার, ১০.৪৮ দবং-টু

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.০১ ফোন ভূত, বিকেল ৪.১৮ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.৫৬ বেয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ ভিকি ডোনার, ১১.১০ ওমেরতা

সূর্যতপা
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

চন্দু চ্যাম্পিয়ন
বিকেল ৫.২০ অ্যান্ড পিকচার্স

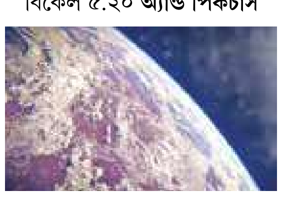
আর্থ ফ্রম স্পেস বিকেল ৩.৩০
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কিডনি চাই

AB+ কিডনিদাতা চাই। বয়স : 28-40, ID আধার সহ যোগাযোগ করুন - 9434423567. (C/116388)

•

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে o+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।(M) 6291577838.(C/116732)

সভা/সমিতি

AGM of Dada Bhai Sporting Club will be held on 10.6.2025, Tuesday 8P.M. at club premises. Members are requested to attend the meeting. -Secretary. (C/116734)

অ্যাফিডেভিট

আমি JAYANTA NARAYAN CHOWDHURY পিতা ATULENDRA NARAYAN CHOWDHURY, জলপাইগুড়ি। আমার মাধ্যমিক পরিক্ষার সমস্ত নথিতে পদবি ভুল থাকায় গত 30/08/2024 তারিখে EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে JAYANTA NARAYAN CHOWDHURY পিতা ATULENDRA NARAYAN CHOWDHURY এবং JAYANTA NARAYAN CHOUDHURI পিতা ATULENDRA NARAN CHOUDHURI এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।(C/115896)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ - জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে ২/৩ ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9064723261/8637846475. (K)

•

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াতে বাড়িতে রান্নার জন্য মহিলা পরিচারিকা প্রয়োজন। ওয়াক- ইন- ইন্টারভিউ। যোগাযোগ- 8759187453.(C/116387)

•

Gangtok Hotel, Mall & Dist. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/116388)

•

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস-এর কাজ করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/-। ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময় - সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph :- 8250106017. (C/116388)

Delhi Public School

(DPS - Dooars) (under the aegis of Delhi Public School Society, New Delhi) ETHELBARI - ALIPURDUAR, W.B - 735204 (Affiliated to CBSE - New Delhi / Affliation No. 2430291). Walk in Interview for the post : PGT : English & Economics , TGT : English & Mathematics, MP Ed., PRT : English & Math, Date : 8.06.2025, Time : 10 A.M. to 1.30 P.M., Venue : DPS Dooars Campus, Ethelbari, Alipurduar. You are required to bring along a hand-written application, complete bio-data and photocopies of all marksheets. -Principle. (C/116385)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Central Bank of India
REGIONAL OFFICE: COOCH BEHAR
NOTIFICATION INVITING APPLICATION FOR EMPANELMENT OF ADVOCATE
Central bank of India, Regional office COOCHBEHAR invites application to engage Panel advocates/Counsel(s) to repesent the bank before Courts of law. Practicing Advocates having practice of 5 years (junior counsel), 10 years (senior counsel) registered with Bar council (State/District Council) are eligible for Empanelment. Qualification, experience, schedule of fees, other terms and condition in the prescribed format along with supporting documents should be reached to following address on or before 18.06.2025.
Full Address: Central Bank of India, Regional Office, Coochbehar, B.S Road, Coochbehar, West Bengal, 736101.
Sd/- Regional Manager

AUCTION NOTICE
A public auction will be held at 34th Battalion SSB Hindustan More (WB) Distt. Cooch Behar, under authority of the Commandant, 34th Battalion SSB Alipurduar camp at Hindustan More, for disposal of un-serviceable scrap/ miscellaneous stores amounting to Rs. 35,54,363/- approx on the date & time mentioned below.
Venue :- SSB Camp Hindustan More, Distt. Cooch Behar
Date & Time :- 10/06/2025 at 11.00 hrs.
All bidders interested parties are therefore requested to attend the auction, as per terms and condition of auction notice which is available on SSB website www.ssb.gov.in. Contact No of Control Room 34th Bn SSB Hindustan More. 9434756353.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। নিজের ভুলে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। প্রেমে শুভ। **বৃষ** : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মেটার সম্ভাবনা কম। দাম্পত্যে শান্তি বিঘ্নিত হবে। **মিথুন** : কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগম। **কর্কট** : আপনার ব্যবহারে সামাজিক সম্মান আরও বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ** : প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় আর্থিক মন্দা কাটবে। রাগ সংবরণ করুন। **কন্যা** : বহুদিনের কোনও হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফেরত পেয়ে খুশি হবেন। সাংসারিক সমস্যা কাটবে। **তুলা** : সামান্য কথার ভুলে পারিবারিক অশান্তি বাড়বে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করবেন না। **বৃশ্চিক** : প্রেমের বিষয়ে বন্ধুকে কোনও কথা বলবেন না। আর্থিক সংকট কাটবে। **ধনু** : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কোনও কর্তার সঙ্গে তর্কবিতর্কে সমস্যা বাড়বে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। **মকর** : সপরিবারে ভ্রমণে আনন্দ। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য। **কুম্ভ** : বেহিসেবি খরচে আর্থিক সংকট বাড়বে। বাড়িতে অহেতুক অশান্তির সম্ভাবনা। **মীন** : পারিবারিক কারণে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন ২০২৫, ১৯ জেঠ, সংবৎ ৮ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৬ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৫। মঙ্গলবার, অষ্টমী রাত্রি ১২।৪৯। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।১। হর্ষণযোগ দিবা ১১। ৫৪। বিষ্টিকরণ দিবা ১২। ৩১ গতে ববকরণ রাত্রি ১২। ৪৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, শেষরাত্রি ৪।১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।১ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১২।৪৯ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৬। ৩৬ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।৫৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১১।১৯ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে নিষেধ, দিবা ১১। ৫৪ গতে পুণঃ যাত্রা নাই,দিবা ৩।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৯।১৩ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১২। ৪৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার তিরোধাম দিবস ও পুজো। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৩৮ মধ্যে ও ৯। ২৫ গতে ১২। ৬ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৪। ৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ১২।১ গতে ২। ৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ২। ৪৮ গতে ৩। ৪১ মধ্যে ও ৪। ৩৫ গতে ৫। ২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৯ গতে ৯। ৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বনধে সাড়া, সায় কি?

বনধের দুই ছবি। যানজটে অভ্যস্ত এয়ারভিউ মোড় খাঁখাঁ করছে (বাঁদিকে)। পানিট্যাঙ্কি মোড়ে পথ আটকে বনধ সমর্থনকারীরা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত বনধ দেখল শিলিগুড়ি। দোকানের ঝাঁপ রইল বন্ধ, চাকা গড়াল না বেসরকারি যানবাহনের। গরমের ছুটির পর স্কুল খোলার প্রথম দিনই উপস্থিতির হার তলানিতে। একদল ইস্যুকে সমর্থন জানিয়ে বাড়িতে রইলেন, বাকিরা ঝামেলা এড়ানোর ভয়ে বাইরে বেরোলেন না। সমর্থনকারীদের দাবি, বনধ সাধারণের স্বার্থে হয়। প্রতিবাদের হাজারো পন্থা রয়েছে। এধরনের কর্মসূচিতে কি সত্যিই প্রতিটি মানুষের সায় থাকে? খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

লোকাল বাস কিংবা ম্যাক্সিক্যাব, কোনও কিছুর দেখা নেই। পরিবার নিয়ে কী করব, কোথায় যাব, কতক্ষণ থাকতে হবে- মাথা কাজ করছে না। চিন্তা হচ্ছে।

-মহেন্দ্র দাস

শিলিগুড়ি জংশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষারত ব্যক্তি

দু'পক্ষের ঝামেলার মধ্যে বিপদে পড়ি আমরা। সাধারণ মানুষরা। অফিসে ঠিক সময়ে ঢুকতে না পারলে মাইনে কাটা যাবে। সেই ক্ষতিপূরণ দেবে কে?

-সুরজিৎ দাস

মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী

গরমের ছুটির পর প্রথম দিন, তাই অনেকে আসেনি। তাছাড়া বনধ থাকায় যানবাহন কম, যাতায়াতের সমস্যা হবে। চারটে ক্লাস নিয়ে মিড-ডে মিল খাইয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

-অত্যুহা বাগচী

প্রধান শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল

হ্যালো গাইজ, বনধ দেখুন...

শিলিগুড়ি, ২ জুন : লাইফস্টাইল, ফুড আর ট্র্যাভেলের পর ব্লগারদের কনটেন্টের তালিকায় নয়া সংযোজন বনধ। সোমবার শিলিগুড়িতে এমন দৃশ্য দেখে ভিরমি খেলেন অনেকে। বনধ যদি সর্বাত্মক হয়, তবে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বেরোতে চান না সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই ঝামেলা এড়ানোর জন্য। অথচ এদিন রাস্তায় রাস্তায় দেখা গেল কিছু তরুণ মুখকে, যাঁরা স্কুটারের পেছনে চেপে ক্যামেরাবন্দি করলেন বনধের নানা মুহূর্ত। বনধ সমর্থনকারীদের মিছিলের ভিডিও করলেন। কথা বললেন তাঁদের সঙ্গে।

এই যেমন, শ্রীলেখা দাস সকালেই বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গী বন্ধু, হাতে স্মার্টফোন। চতুর্থ মহানন্দা সেতুর কাছে মিছিল দেখে এগিয়ে গেলেন শ্রীলেখা। মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে তখন। স্কুটারে বসেই ভিডিও করছিলেন শ্রীলেখা। আপনি সাংবাদিক? উত্তরে না বলার পর ব্যাখ্যা দিলেন, 'আসলে বনধ কেমন হচ্ছে, সেটা দেখতে বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছি। এমন একটি মিছিল সামনে পড়ে গেলে ভিডিও করে আপলোড করব ভেবেছিলাম, ভাগ্যের জোরে পেয়েও গেলাম।' প্রধাননগরে দেখা হল বনধের সমর্থনে বের হওয়া মিছিলের ভিডিও করতে ব্যস্ত বছর ছাব্বিশের বিপ্লব দাসের সঙ্গে। রাস্তার একপাশে স্কুটার দাঁড় করিয়ে মিছিলের শেষভাগ অবধি ক্যামেরাবন্দি করলেন তিনি। তারপর চোখে চোখ পড়তেই একগাল হেসে বললেন, 'মিছিল খুঁজতেই বেরিয়েছি। এই ভিডিও বন্ধুদের দেখাব।'

বিপ্লব ও শ্রীলেখাদের উদ্দেশ্য একটাই- ছবি বা ভিডিও তুলে আপলোড করা সমাজমাধ্যমে, যা সকলের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। কনটেন্টের অংশ হল বন্ধ দোকানপাট, জনশূন্য রাস্তাঘাট, মিছিল থেকে ওঠা স্লোগান, পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি।

চেকপোস্টের কাছে আলাপ হল অসীমা দাস নামের এক তরুণীর সঙ্গে। জানালেন, দুই বান্ধবী মিলে বেরিয়েছেন।

-ঝামেলার মাঝে পড়ে গেলে কী করবেন?

অসীমার জবাব, 'ওঁদের কর্মসূচির ভিডিও করব। এতে ওঁদের প্রচার হবে। আমাদের মারতে যাবে কেন?'

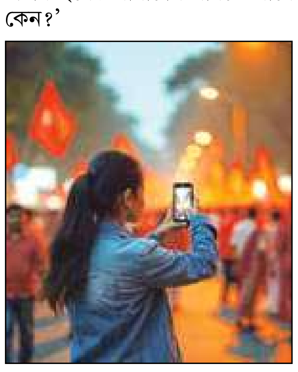

খাপরাইল রোডে চারচাকা, দু'চাকা আটকানোর সময় একজনকে কাছে গিয়ে ভিডিও করতে দেখে অবাক হয়ে যান মানবীর রায়। ওই বনধ সমর্থনকারীর কথায়, 'কাউকে তো আর ভিডিও শুট করা থেকে আটকানো যাবে না।' বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডলের মতে, 'আসলে নতুন প্রজন্মের একাংশের কাছে সবকিছুই কনটেন্ট। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকে রিলস আপলোড করে জনপ্রিয় হওয়া ট্রেন্ড।'

মিছিল বা বিক্ষোভের ছবি, ভিডিও তোলা নিয়ে তাঁর অবশ্য আপত্তি নেই। যুক্তি দিলেন, 'বনধ নিয়ে ভয় কেটে যাওয়াই ভালো। কারণ যে কোনও বনধ হয় সাধারণ মানুষের স্বার্থে।'

ঝামেলার ভয়ে সন্তানদের ছাড়তে নারাজ

মিড-ডে মিল খাইয়ে ছুটি স্কুলে

তমালিকা দে ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জুন : লম্বা ছুটি শেষে খুলল পাঠশালা। অথচ প্রথম পদেই হোঁচট শিলিগুড়িতে। সোমবার বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল অনেকটাই কম।

মর্নিং শিফটে চলে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় (প্রাথমিক)। এদিন সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে গড়ে সাত থেকে দশজন পড়ুয়া বসে। ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক। সবমিলিয়ে ৩৫ জন পড়ুয়া এলেও রুটিন মেনে সব ক্লাস নেওয়া হয়েছে, দাবি প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডলের। বলছিলেন, 'এমনিতেই যে কোনও লম্বা ছুটি শেষে প্রথমদিন উপস্থিতি কম থাকে। এদিন অবশ্য বনধের প্রভাবে সংখ্যা আরও কমেছে।'

একই অবস্থা নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের। সেখানে সকাল আটটা নাগাদ মাঠে ৫০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে ব্রতচারী ক্লাস নিচ্ছিলেন এক শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষে আরও প্রায় ১০০ জন খুদে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস জানালেন, স্কুলে প্রায় ৬৫০ জন পড়ুয়া রয়েছে, তাদের মধ্যে এদিন ১৫০ জনের মতো উপস্থিত ছিল।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা বনধে শিলিগুড়িতে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। পথে বা প্রতিষ্ঠানে যাতে ঝামেলায় পড়তে না হয়, সেজন্য স্কুল ও কলেজে উপস্থিতির হার কম ছিল, স্বীকার করছেন শিক্ষকরা। তাঁদের মতে, বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনার খবর শুনে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে সাহস পাননি। এই যেমন, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে ২৬০০ জন পড়ুয়ার মধ্যে এসেছিল ৩০০ জন, জানালেন প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ।

হাইস্কুলের মতো প্রাথমিকেও কম পড়ুয়া নিয়ে ক্লাস হয়েছে। মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করেছিলেন প্রধান শিক্ষকরা। লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুলের ছবিতে বনধের প্রভাব স্পষ্ট। নথিভুক্ত ১৮০০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উপস্থিত ছিল মাত্র ৩৫ জন। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক অশোককুমার ঝা-এর বক্তব্য, 'আসলে অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ঝুঁকি নেননি। যানবাহন কম, রাস্তায় লোকজনও নেই। বিভিন্ন শ্রেণি মিলিয়ে যারা এসেছিল, তাদের একটি ঘরে বসিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়।'

চারটি ক্লাস হয়ে ছুটি হয়ে যায় শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে। ২৯০০ জনের মধ্যে এদিন ৩০০ জনের কাছাকাছি ছাত্রী উপস্থিত ছিল। প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বললেন, 'গরমের ছুটির পর প্রথম দিন, তাই অনেকে আসেনি। তাছাড়াও বনধ থাকায় যানবাহন কম, যাতায়াতের সমস্যা হবে। পরে চারটে ক্লাস নিয়ে মেয়েদের মিড-ডে মিল খাইয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছে।'

উপস্থিতি কম থাকায় সামার প্রোজেক্ট জমা নেওয়া হয়নি অধিকাংশ স্কুলে। এদিনের পর থেকে যেন আর উপস্থিতি কম না হয়, তা নিশ্চিত করতে স্কুলগুলিকে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। বিদ্যালয়ের মতো মহাবিদ্যালয়েও উপস্থিতির হার কম ছিল। শিলিগুড়ি কলেজ, মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ, মহিলা ও সূর্য সেন কলেজে প্রায় এক ছবি চোখে পড়ে এদিন।

কোথায় কতজন

- নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুল- ৬৫০ জনের মধ্যে উপস্থিত ১৫০ জন
- তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়- ২৬০০ জনের মধ্যে ৩০০ জন
- লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুল- ১৮০০ জনের মধ্যে ৩৫ জন
- শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল- ২৯০০ জনের মধ্যে ৩০০ জন
- সামার প্রোজেক্ট জমা নেওয়া হয়নি, উপস্থিতি নিয়ে নজরদারির নির্দেশ

গড়াল না বেসরকারি গাড়ির চাকা, ভোগান্তি চরমে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ জুন : গরমের ছুটি শেষে স্কুলের প্রথমদিন। খোলা ছিল সরকারি কার্যালয়। বহু বেসরকারি অফিস সকালে খুলেছিল বটে, তবে পরে গিয়ে বন্ধ করে দেন বনধ সমর্থনকারীরা। কাজে যেতেই হবে, এদিকে রাজপথে গাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। বাইক-স্কুটার নিয়ে বের হতেও মনে দোটানা, যদি ঝামেলা হয় মাঝপথে।

দুইয়ের মাঝে পড়ে নাজেহাল হলেন সাধারণ মানুষ। রবিবার জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে স্থানীয়দের অনেকেই গিয়েছিলেন ভিনজেলায় শ্বশুরবাড়িতে। একইরকমভাবে বাইরে থেকে অনেকে আসেন শিলিগুড়ি। বাড়ি ফিরতে দুর্ভোগ পোহাতে হল তাঁদের আর সুযোগ নিয়ে ফায়দা লুটলেন গাড়িচালকদের একাংশ।

সকাল দশটায় শিলিগুড়ি জংশনে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মহেন্দ্র দাস। হাতে ব্যাগপত্র। সঙ্গে দুই সন্তান। দিনহাটা থেকে বাসে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে এসেছেন। এরপর গন্তব্য মাটিগাড়া। টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে তাঁর মাথায় হাত। বলছিলেন, 'লোকাল বাস কিংবা ম্যাক্সিক্যাব, কোনও কিছুর দেখা নেই। পরিবার নিয়ে কী করব, কোথায় যাব, কতক্ষণ থাকতে হবে- মাথা কাজ করছে না। চিন্তা হচ্ছে।'

প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়ানোর পর চারচাকার মাঝারি আকারের একটি যাত্রীবাহী গাড়ি পেলেন বটে, তবে ভাড়া শুনে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ড্রাইভার বললেন, 'মাটিগাড়া পৌঁছে দেব। যাত্রী প্রতি দুশো টাকা লাগবে।' ট্যাক্সিতে ওঠার সময় মহেন্দ্রকে বলতে শোনা গেল, 'কী আর করব, গাড়িটা হাতছাড়া করলে হয়তো আজ ফিরতেই পারতাম না।' একই অভিজ্ঞতা বাসন্তী রায়ের। আলিপুরদুয়ার থেকে টার্মিনাসে নামার পর তাঁকে যেতে হত নকশালবাড়ি। ঘণ্টাদেড়েক অপেক্ষা শেষে তিনিও একটি ট্যাক্সিতে চাপলেন। ভাড়া যাত্রী প্রতি ৪০০ টাকা। টাকার অঙ্ক নিয়ে অবশ্য আপত্তি শোনা গেল না বাসন্তীর মুখে। শুধু চাইলেন, 'নিরাপদভাবে নকশালবাড়ি পৌঁছাতে পারলে শান্তি।'

বনধ সফলের আহ্বান জানিয়ে কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়িতে মাইকিং হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার চালিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। রাস্তায় গাড়ি বের করে ঝামেলায় পড়তে নারাজ বেসরকারি বাস ও ম্যাক্সিক্যাব চালকরা। এই পরিস্থিতিতে অসহায় অবস্থা ছিল সাধারণের। গুটিকয়েক যাত্রীবাহী গাড়ি পথে নেমেছিল। সেই চালকদের একাংশের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় অপেক্ষারত যাত্রীদের কাছে ইচ্ছেমতো ভাড়া চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

কালিম্পংয়ে পরিবার নিয়ে ঘুরতে এসেছেন অসীম বিশ্বাস। শিলিগুড়িতে বনধের কথা জানা ছিল না তাঁর। এদিক-ওদিক হন্যে হয়ে গাড়ি খুঁজে বেড়ানোর ফাঁকে বললেন, 'এখন কী করব, বুঝতে পারছি না।' শেষঅবধি পাহাড়ি রুটের একটিও গাড়ি না পেয়ে অসীম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শিলিগুড়িতে হোটেলের ঘর বুক করেন। বাড়তি খরচের কারণে বিরক্তির সুর শোনা গেল তাঁর মতো অনেকের গলায়।

মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী সুরজিৎ দাস। অফিসে যাওয়ার গাড়ি পাননি তখনও। ক্ষোভ উগরে দিলেন, 'দু'পক্ষের ঝামেলার মধ্যে বিপদে পড়ি আমরা। সাধারণ মানুষরা। অফিসে ঠিক সময়ে ঢুকতে না পারলে মাইনে কাটা যাবে। সেই ক্ষতিপূরণ দেবে কে?'

এর আগেও নানা পক্ষের ডাকা বনধে এমন ভোগান্তির ছবি ধরা পড়েছে। সেবারও সাধারণ মানুষের 'ক্ষতি' নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ।

গাড়ির দেখা নাই রে... সারি দিয়ে অপেক্ষারত রাস্তার ধারে। শিলিগুড়িতে সোমবার। ছবি : সূত্রধর

বনধের পথ-চিত্র

- সরকারি অফিসে হাজিরা নিয়ে কড়াকড়ি, বেসরকারি অফিস খুললেও অধিকাংশ পরে বন্ধ করেন বনধ সমর্থনকারীরা
- কাজে না গেলে ছুটি বা মাইনেতে কোপ, রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ি না পেয়ে দুর্ভোগ
- গাড়িচালকদের একাংশ সুযোগের অসৎ ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো ভাড়া হেঁকেছেন
- শিলিগুড়িতে নেমে ফাঁপরে পর্যটকরা, শহরেই হোটেলে রাত কাটালেন অনেক

ঝড়ে লন্ডভন্ড খড়িবাড়ি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২ জুন : মাত্র ২০ মিনিটের ঝড়বৃষ্টি। আর তাতেই খড়িবাড়ির মালাকার পাড়া ও পশ্চিম হাওদাভিটা গ্রাম রীতিমতো লন্ডভন্ড হল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে অনেকেই অসহায় হয়ে পড়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারি সহায়তার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ দ্রুত সরকারি সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

রবিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আচমকা ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড়ের দাপটে মালাকার পাড়ার দুটি শতাব্দীপ্রাচীন বট গাছ গোড়া থেকে উপড়ে রাস্তায় পড়ে যায়। গাছের ডাল ভেঙে প্রায় ২৫টি বাড়ি ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশকিছু বাড়ির টিন উড়ে গিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকে গৃহস্থালির সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়।

একাধিক জায়গায় বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে যাওয়ায় গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। সোমবার সন্ধে পর্যন্ত বহু জায়গায় বিদ্যুৎ আসেনি। এর জেরে বাসিন্দারা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। বেশ কিছু জায়য়ায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বুলবুলি মালাকার বলেন, 'আমার বাড়ির ওপর গাছ ভেঙে পড়ে। কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছি। বৃষ্টির জলে ঘরের সমস্ত জিনিস নষ্ট হয়েছে। আমরা গরিব মানুষ। কীভাবে এখন মেরামত করব বুঝতে পারছি না।' একই অবস্থা সুভাষ মালাকারেরও। তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ। এরই মধ্যে বড়সড়ো ক্ষতি হয়ে গেল।'

সমস্যা মেটাতে প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শক্তিজয় বাড়ই রবিবার রাতেই এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করে সাহায্যের জন্য খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে আবেদন করা হয়েছে। অতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি বাড়িতে জরুরিভিত্তিতে ত্রিপলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।' প্রধান বলেন, 'বিডিওকে বিষয়টি জানানো হবে। রাস্তার ওপর পড়ে যাওয়া গাছগুলি কাটা হয়েছে। দ্রুত অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রটি সংস্কার করা হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবাও স্বাভাবিক হবে।' প্রশাসনের আশ্বাস কবে বাস্তবায়িত হবে, সেদিকে তাকিয়ে বাসিন্দারা। কত দ্রুত পরিস্থিতি ঠিক হয়, সেই অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।

ক্ষতচিহ্ন

- দুটি শতাব্দীপ্রাচীন বট গাছ গোড়া থেকে উপড়ে পড়ে রাস্তার ওপর
- ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ২৫টি বাড়ি ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র
- বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে যাওয়ায় গোটা এলাকায় লোডশেডিং
- সরকারি সহায়তার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামবাসীরা

ঝড়ে গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ খড়িবাড়িতে। সোমবার।

একই ট্রাক টার্মিনাস তিনবার উদ্বোধন

ধূপগুড়ি ট্রাক টার্মিনাসের নতুন রূপ।

ধূপগুড়ি, ২ জুন : একই ট্রাক টার্মিনাসের উদ্বোধন হল তিনবার। ধূপগুড়ি পুরসভার এমন 'কীর্তি' নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরে যেমন হাসির রোল উঠেছে, তেমনই সমালোচনা শুরু হয়েছে ঘরে-বাইরে। খোদ শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও এ নিয়ে বিতর্ক এবং প্রশ্ন দানা বেঁধেছে।

আগে একবার উদ্বোধন হওয়া ট্রাক টার্মিনাস ফের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করানোয় দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা 'অতিসক্রিয়' হয়ে ফের তা উদ্বোধন করায় বিতর্কের আগুনে ঘি পড়েছে। সূত্রের খবর, বিতর্ক এড়াতে রবিবার তৃতীয় দফার উদ্বোধনে গরহাজির ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের অনেকেই। রবিবার ট্রাক টার্মিনাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকা প্রসঙ্গে তৃণমূলের টাউন ব্লক সভাপতি সাগ্নিক দাস বলেন, 'ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কারণে ব্যস্ত রয়েছি। তাই এবিষয়ে কিছু বলতে পারব না।' ২০০২ সালে পুরসভা হওয়ার পর ধূপগুড়ি রেলস্টেশন মোড়ে জাতীয় সড়কের পাশে দুই একর জমি কিনে ট্রাক টার্মিনাস তৈরি করে ধূপগুড়ি পুরসভা। ২০০৯ সালের ২১ ডিসেম্বর টার্মিনাসের উদ্বোধন করেন তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। এক দশকের মধ্যেই ট্রাক টার্মিনাস বেহাল হয়ে পড়ে। এর মাঝে রাজ্য এবং ধূপগুড়ি পুরসভায় ক্ষমতা হাতবদল হয়ে যায়।

টার্মিনাসের বেহাল দশায় সেখানে গাড়ি রাখতে অনীহা দেখান লরি মালিক ও চালকরা। টার্মিনাসের সংস্কারের জন্য তহবিল জোগাড়ে পুর কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হয়। ২০১৯ সালে ট্রাক টার্মিনাসের সংস্কারে মন্ত্রীর উদ্যোগে এক কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে পরিবহণ দপ্তর। তবে, শুভেন্দু দলবদল করায় সেই অনুমোদন অথই জলে চলে যায়। অতিমারি পর্বের পর ২০২১ সালে তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী ববি হাকিমের হস্তক্ষেপে অনুমোদিত সংস্কার প্রকল্পে অর্ধেক বরাদ্দ পায় পুরসভা। মাঝে কেটে যায় আরও দুই বছর। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকল্পের বাকি টাকা পায় পুরসভা। চলতি বছর ২০ মে জেলার ফুলবাড়ি ফুটবল ময়দানের সভা থেকে সংস্কার হওয়া ট্রাক টার্মিনাসের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। গত রবিবার প্রশাসনিক আধিকারিক, পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য এবং শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের একাংশের উপস্থিতিতে ফিতে কেটে এই টার্মিনাসের ফের উদ্বোধন করেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। এদিকে, সংস্কারের ফাঁকে উধাও হয়েছে ট্রাক টার্মিনাসের প্রথম উদ্বোধনী ফলকটিও। এ নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে অনেকের।

ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংয়ের কথায়, 'বাম আমলে টার্মিনাসটি ভালো মানে তৈরি না হওয়ায় অচিরেই অকেজো হয়ে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় তার পুনরুজ্জীবন হল। তিনিই এর উদ্বোধন করেছেন। রবিবার শুধু পরিষেবা চালু হল।'

নদী রসদও জোগায়

ফুলবাড়ির মহানন্দা ক্যানাল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করছেন এক মহিলা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

মাটিগাড়ার শিসাবাড়িতে জমির বেআইনি কারবার

দখলদারদের সরতে দু'দিন

শিলিগুড়ি, ২ জুন : সরকারি জমি দখলকারীদের সরে যাওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিল মাটিগাড়ার ব্লক প্রশাসন। সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকায় গিয়ে জমি জরিপ করেন। অভিযোগ, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) হাতে থাকা জমির পাশাপাশি অন্য সরকারি জমিও প্লটিং করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ওই জায়গায় যে সমস্ত নির্মাণ এখনও পর্যন্ত হয়েছে, তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া না হলে ৫ জুন সমস্ত নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে বলে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন।

মাটিগাড়ার নিউ রঙ্গিয়ার শিসাবাড়িতে ফুটবল অ্যাকাডেমি তৈরির জন্য বাইচুং ভুটিয়াকে রাজ্য সরকার প্রায় ৮৫ একর জমি দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে কোনও ফুটবল অ্যাকাডেমি তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা জমিটির দিকে জমি মাফিয়াদের নজর পড়ে। ধাপে ধাপে প্লটিং করে সেখানে প্রায় ৩০-৩৫ একর জমি ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে জনবসতি গড়ে উঠেছে।

মাটিগাড়ার শিসাবাড়িতে এভাবেই দখল হচ্ছে সরকারি জমি।

কয়েক বছর আগে প্রশাসন সেখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরির জন্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এসজেডিএ) ২০ একর জমি দেয়। সেই সময়ও পাশে আরও প্রায় ২৫ একর জমি ফাঁকা পড়েছিল। এসজেডিএ-ও সেখানে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রকল্প গড়ে তোলেনি। ফলে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা পুরো জমিটাই প্লটিং করে বিক্রির কারবার শুরু করেছে জমি মাফিয়ারা। দেড়, দুই লক্ষ টাকা কাঠা হিসাবে বহিরাগতরা সেখানে জমি কিনে বসতি তৈরি করছেন। ইতিমধ্যেই সেখানে প্রচুর ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে।

কড়া প্রশাসন

- বাইচুংকে দেওয়া জমিতে হয়নি ফুটবল অ্যাকাডেমি
- এই জমি বিক্রি করছে তৃণমূল-বিজেপির মিলিত চক্র
- সরকারি এই জমিতে গড়ে উঠেছে জনবসতি
- দখলমুক্ত করতে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিল প্রশাসন

সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দাওয়া লামু ভুটিয়ার নেতৃত্বে একটি দল এলাকায় তদন্তে যায়। দলটি পুরো জমিটি মাপজোখ করে দেখে।

পরে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বলেন, 'পুরো সরকারি জমি দখল করে বসতি হয়ে যাচ্ছে। কে কীভাবে এখানে জমি বিক্রি করছে, তা আমাদের জানা নেই। আমরা জমিটি থেকে সমস্ত নির্মাণ তুলে নেওয়ার জন্য দুইদিন সময় দিয়েছি। তদন্ত রিপোর্ট বিডিওকে জমা দেওয়া হয়েছে।'

সূত্রের খবর, ওই জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মিলিত জমি মাফিয়াচক্র বেশ কিছুদিন ধরেই জমি বিক্রি করছে। সেখানে টিনের চাল ও টিনের বেড়া দিয়ে প্রচুর বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'সরকারি জায়গায় তৈরি বাড়িগুলি ভেঙে সরিয়ে নেওয়ার জন্য দুইদিন সময় দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাড়িগুলি সরিয়ে না নিলে আমরা ৫ জুন সমস্ত নির্মাণ ভেঙে জমিটি খালি করে দেব।'

প্রায় ৪ কোটির স্পিরিট বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২ জুন : ৯৬০০ লিটারের ওভারপ্রুফ স্পিরিট বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। সেইসঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানও আটক করা হয়েছে। সবমিলিয়ে মোট মূল্য তিন কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, ওই স্পিরিট মজুত রাখার গোপন গ্যারাজেরও হদিস পেলেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম বিমল মণ্ডল ও সঞ্জয় মণ্ডল। ধৃতদের ওই গ্যারাজ থেকেই গ্রেপ্তার করেছে আবগারি দপ্তর।

আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে চটকিয়াভিটায় ওই পিকআপ ভ্যানটিকে প্রথমে আটক করে জলপাইগুড়ি এক্সাইজ ডিভিশন। পিকআপ ভ্যান থেকে ৪০০ ড্রাম ওভারপ্রুফ স্পিরিট বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারপর একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে আরও ৬০০ ড্রাম ওভারপ্রুফ স্পিরিটের হদিস মেলে। পরে স্পেশাল এক্সাইজ কমিশনার (এনফোর্সমেন্ট, নর্থ) সুজিত দাসের নেতৃত্বে ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারার বোনিজোতে অবস্থিত ওই গ্যারাজে অভিযান চালানো হয়।

অভিযান চলাকালীন গ্যারাজের সঙ্গেই লাগানো একটি পাকা ঘরেরও হদিস মেলে। সেই ঘরে অভিযান চালিয়ে আরও ৮৬০০ লিটার ওভারপ্রুফ স্পিরিট উদ্ধার হয়। ৪৩টি ড্রামে ছিল ওই ওভারপ্রুফ স্পিরিট। ধৃত ওই দুজন ছাড়াও এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িয়ে রয়েছে কি না, কতদিন ধরে এই চক্র কাজ করছে, সেসব নিয়ে তদন্ত করছে আবগারি দপ্তর।

স্পেশাল এক্সাইজ কমিশনার (এনফোর্সমেন্ট, নর্থ) সুজিত বলেন, 'এই ধরনের স্পিরিট মূলত জাল মদ তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর সেই মদের কারবার চলে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে। সেইসঙ্গে যারা সেই মদ পান করে, তাদের নানা শারীরিক সমস্যা হয়।' সূত্রের খবর, আগে থেকেই ওই সন্দেহজনক পিকআপ ভ্যান নিয়ে আবগারি দপ্তরের কাছে খবর ছিল। সেই পিকআপ ভ্যান কোথায় যাচ্ছে, সেদিকে নজর রাখছিলেন আবগারি দপ্তরের দুজন আধিকারিকও। তার জেরেই এই সাফল্য পেল আবগারি দপ্তর।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

চিকিৎসক সংগঠনের সভা ঘিরে বিতর্ক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ জুন : সরকারি চিকিৎসক সংগঠনের সভার জন্য সকাল ১১টায় সমস্ত চিকিৎসক, নার্সকে সেমিনার হলে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন অধ্যক্ষ। আর তা নিয়ে চিকিৎসক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, বেলা ১১টায় সমস্ত অধ্যাপক, চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যরা ওই সংগঠনের ডাকা সভায় চলে এলে চিকিৎসা পরিষেবা কীভাবে চলবে? কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়াদেরই বা ক্লাস হবে কীভাবে? চিকিৎসকদের অনেকেই সরাসরি অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করেছেন, 'এটা কি সরকারি কর্মসূচি?' এসব কী হচ্ছে? মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

রাজ্যের শাসকদল প্রভাবিত প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধিদল উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে আসবেন। এই বিষয়ে সোমবার মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক করবী বড়াল।

সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, সংগঠনের রাজ্য প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে যাচ্ছেন। সেইজন্য সমস্ত অধ্যাপক, চিকিৎসক, নার্স, কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সিএইচও), কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্টদের (সিএইচএ) বেলা ১১টায় এক জায়গায় জমায়েত করবেন। সেখানে পরস্পর মতামত বিনিময় করা হবে। পাশাপাশি স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিনের উপস্থিতিতে সমস্ত ডাক্তারি পড়ুয়াকেও একটি লেকচার থিয়েটারে জমায়েত করার কথা চিঠিতে বলা হয়েছে। সোমবার রাত ১০টা ৩ মিনিটে কলেজ অধ্যক্ষ ওই চিঠি কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের গ্রুপে পোস্ট করেছেন। তার নীচে তিনি সভাস্থল ফরেন্সিক সেমিনার হল বলে লিখেছেন।

আর এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা। তাঁরা সরাসরি অধ্যক্ষকে একটা চিকিৎসক সংগঠনের কর্মসূচি কেন সরকারিভাবে আয়োজন হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ আবার চিকিৎসা ব্যবস্থায় এভাবে শাসকদলের চিকিৎসক সংগঠনের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ তুলেছেন। কেউ আবার বলছেন, সকাল ১১ টায় সমস্ত চিকিৎসক, নার্স বৈঠকে চলে এলে চিকিৎসা পরিষেবা কে দেবেন?

উঠছে প্রশ্ন

- বেলা ১১টায় সমস্ত অধ্যাপক, চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যরা ওই সংগঠনের ডাকা সভায় চলে এলে চিকিৎসা পরিষেবা কীভাবে চলবে?
- কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়াদেরই বা ক্লাস হবে কীভাবে?
- চিকিৎসকদের অনেকেই সরাসরি অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করেছেন, 'এটা কি সরকারি কর্মসূচি?'

মঙ্গলবার সমস্ত ডাক্তারি পড়ুয়া সভায় যোগ দিলে পঠনপাঠন কীভাবে হবে সেই প্রশ্নও উঠছে। কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অনেক অধ্যাপক, চিকিৎসক রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চিকিৎসকদের অনেকেই বলেছেন, তুঘলকি কাজকর্ম চলছে। এভাবে একটা চিকিৎসক সংগঠনকে প্রাধান্য দেওয়া ঠিক নয় বলে চিকিৎসকরা মনে করছেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মায়াবী।। ইসলামপুর বাইপাসে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন কৌশিক পাল।

কাস্টমস আধিকারিকের মৃত্যুতে রহস্য

বীরপাড়া ও শিলিগুড়ি, ২ জুন : বীরপাড়ায় এক কাস্টমস আধিকারিকের রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল সোমবার। নারায়ণ বর্মন নামে বছর ৪২-এর ওই ব্যক্তি বীরপাড়ার কাস্টমস অফিসে ইনস্পেকটর পদে কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার রাতে শিশুবাড়ি সংলগ্ন একটি ধাবায় খাওয়াদাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। ভাড়াবাড়ির অদূরে ঝোপঝাড় থেকে সোমবার বেলা দু'টো নাগাদ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পেছনে রহস্য রয়েছে বলে অভিযোগ পরিজনদের।

শিলিগুড়ির সুকান্তপল্লির বাসিন্দা নারায়ণ অবিবাহিত ছিলেন। বাড়িতে রয়েছেন কেবলমাত্র বৃদ্ধা মা। মৃতের মাসতুতো ভাই সুজয় রায় জানান, শুক্রবার রাত থেকে নারায়ণের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। এদিন দুপুরে নারায়ণের মা নমিতা বর্মন সহ কয়েকজন আত্মীয় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এনজেপি থানায় আসেন। যদিও পুলিশের তরফে বীরপাড়াতে গিয়ে অভিযোগ করতে বলা হয়। থানাতে দাঁড়িয়েই নমিতা বলেন, 'কাস্টমস অফিস থেকে বীরপাড়া থানায় একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে কেউ আমাদের কিছুই পরিষ্কার করে বলছেন না। আমি আমার ছেলেকে সুরক্ষিত অবস্থায় ফেরত চাই।' এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই বীরপাড়া থেকে নারায়ণের দেহ উদ্ধারের খবর আসে। বাড়ির লোকেরা তৎক্ষণাৎ বীরপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

বীরপাড়ার উত্তরদিকে আপারলাইনে একটি সুপারি বাগানের ভেতর পড়ে থাকা দেহটিতে পচন ধরেছিল। দুর্গন্ধের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা। বীরপাড়ার কাস্টমস অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সন্তোষকুমার রায় বলেন, 'শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে যান নারায়ণ। শনিবার দুপুরবেলা থেকে তাঁকে না পেয়ে বীরপাড়া থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়।'

কাস্টমস অফিসে খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের কাগজপত্র ক্লিয়ারিং সংস্থার একজন এজেন্টের সঙ্গে রাতে ধাবায় খাওয়াদাওয়া করতে গিয়েছিলেন নারায়ণ।

> শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে যান নারায়ণ। শনিবার দুপুরবেলা থেকে তাঁকে না পেয়ে বীরপাড়া থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়।
>
> **সন্তোষকুমার রায়**
> *কাস্টমস সুপারিন্টেন্ডেন্ট*

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বৃষ্টির জলে ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে নারায়ণের। শুক্রবার রাতে প্রবল বৃষ্টিতে প্লাবিত হয় বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকা। ওই সময় বিপত্তি ঘটতে পারে বলে মনে করছেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। এদিকে নারায়ণের অপর মাসতুতো ভাই অজিত রায় বলছেন, 'ভেসে গেলেও দেহটি মাঠে পড়ে থাকার কথা। অনেকগুলি ঝোপঝাড় পেরিয়ে সুপারি বাগানের মাঝখানে দেহটি পৌঁছাল কী করে?'

তদন্তের আশ্বাস ডিসিপি'র

নেতা ও পুলিশের নামে তোলাবাজি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ জুন : গ্রামেগঞ্জে সালিশি কাণ্ডে নড়েচড়ে বসল পুলিশ। পুলিশের তরফে সুয়োমোটো মামলা রুজু করে তদন্ত করা হবে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে রাজগঞ্জ ব্লকের কয়েকজনের নামের তালিকা পেয়েছে পুলিশ। দ্রুত তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। তিনি বলেছেন, 'কয়েকদিন আগে একটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। এরপর বিভিন্ন সূত্র ধরে আমরা কিছু বিষয় জানতে পেরেছি।' তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'এটা খাপ পঞ্চায়েত চালানোর জায়গা নয়। আমরা সুয়োমোটো মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছি।'

'ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল' নামে একটি সংগঠনের সদস্য পরিচয় দিয়ে গ্রামেগঞ্জে তোলাবাজি করছে একটি চক্র। জলপাইগুড়ি জেলার আদর্শপল্লি, বিন্নাগুড়ি, রাজগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সংস্থাটির বিরুদ্ধে। অনেকক্ষেত্রে আবার সংস্থার সদস্যরা নেতা ও পুলিশের নাম করেও লোকের থেকে টাকা নিয়েছে বলে অভিযোগ। রাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় জমি কেনাবেচাতেও নাম জড়িয়েছে সংস্থার সদস্যদের। মেদিনীপুর, হাওড়া, বর্ধমান সহ উত্তরবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় বিস্তৃত সংস্থার জাল। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে সংস্থার রাজ্য কনভেনার সুকুমার দাস বলেন, 'আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই পক্ষের সম্মতিতে সালিশি করে থাকি। কিন্তু এরমধ্যে কোনও লেনদেনের বিষয় নেই।' তিনি এমন বললেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সালিশিতে বসা কিংবা আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি সংস্থার সদস্য হিসেবে পরিচয় দেওয়া ধর্মনাথ রায়, সোনামনি রায়, অরূপকুমার বিশ্বাসরা আগেই স্বীকার করেছেন।

মানবাধিকার সংস্থার কালা কারবার

তবে ঘটনায় একটি প্রশ্ন বারবার উঠে আসছে, সেটা হল, বছরদুয়েক থেকে চক্রটি সক্রিয় থাকলেও পুলিশের কাছে এদের সম্পর্কে খবর ছিল না কেন? স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, নেতাদের নজর এড়িয়ে কীভাবে সংস্থাটি জাল বিস্তার করল? প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। বিন্নাগুড়ির এক বাসিন্দা বলছেন, 'নেতারা যে একেবারেই কিছু জানেন না, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।' স্থানীয় সূত্রের খবর, মাস কয়েক আগে একটি সালিশি সভায় বিন্নাগুড়ি অঞ্চল তৃণমূলের যুব সভাপতি অর্জুন রায়কে দেখা গিয়েছে। যদিও তিনি বলেছেন, 'সালিশিতে আমি গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু লেনদেনের বিষয়টি জানা নেই।'

এদিকে এমন অভিযোগও উঠেছে, অনেকক্ষেত্রে নাকি পুলিশ অভিযোগ নিতে চায় না। সেই সুযোগই কাজে লাগাচ্ছেন সংস্থার সদস্যরা। জলডুমুরপাড়ার বাসিন্দা সানু রায়ের কথায়, 'এলাকার একজন আত্মহত্যা করার পর একাধিকবার ভোরের আলো থানায় গিয়েও অভিযোগ দায়ের করা যায়নি।'

তবে সংস্থার কর্মকাণ্ড শুধু ভোরের আলো থানা এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। তারা এনজেপি-ভক্তিনগর থানা এলাকা সহ শিলিগুড়ি মহকুমাতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এক আধিকারিক সোমবার বলেছেন, 'খবর প্রকাশ হওয়ায় বিষয়টি জানতে পারছি। এই চক্রের লোকেরা পুলিশের নামেও মানুষের থেকে টাকা তুলেছে।'

এ প্রসঙ্গে বিন্নাগুড়ির প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'সংস্থার লোকেরা অফিস খুলে বসে আমজনতার নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। জনপ্রতিনিধিদের উপেক্ষা করে সালিশি করা হচ্ছে। এনিয়ে কথা বলতে থানায় যাব।'

মাদক সহ গ্রেপ্তার এক

খড়িবাড়ি, ২ জুন : মাদক বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য এসএসবির। ভারত-নেপাল সীমান্তে মাদক সহ গ্রেপ্তার এক পাচারকারী। ধৃত শিবু বর্মন পানিট্যাঙ্কির ওয়ারিশজোতের বাসিন্দা। ওই ব্যক্তি রবিবার রাতে টোটোতে মাদক নিয়ে বাতাসির দিকে যাচ্ছিল। এসএসবি জওয়ানদের একটি বিশেষ দল বাতাসি সংলগ্ন দুধগেটে অভিযুক্তকে আটক করে। রাতেই অভিযুক্তকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। ধৃতের কাছ থেকে ৮২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সোমবার দুপুরে অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, বিচারক অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চোপড়ার বিজেপি নেতাকে শোকজ

চোপড়া, ২ জুন : চোপড়ায় বিজেপির মণ্ডল কমিটির সভাপতিদের নাম ঘোষণার পর থেকে দলীয় অন্দরে নেতৃত্বের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন্দল প্রকাশ্যে আসতেই স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা দলের শিলিগুড়ি সংগঠনের জেলা সম্পাদক ভবেশ করকে ইতিমধ্যে জেলা কমিটি থেকে শোকজও করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। এই ব্যাপারে ভবেশ বলেন, 'শোকজের বিষয়টি দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ ব্যাপারে কোনওরকম মন্তব্য করব না।'

৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতির ব্যাপারে তেমন আপত্তি না থাকলেও ১ থেকে ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটিতে সভাপতি পদে নতুন মুখ আনা হয়েছে। এব্যাপারে স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে কোনওরকম মতামত চাওয়া হয়নি। মণ্ডল সভাপতির তালিকা ঘিরে স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে দলের জেলা ও রাজ্য স্তরেও নালিশ করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় জখম

খড়িবাড়ি, ২ জুন : বাতাসি দুর্গা মন্দির এলাকায় সোমবার সাইকেল ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হলেন সাইকেল আরোহী প্রদীপ বর্মন। তিনি অধিকারী কলাবাড়ির বাসিন্দা। সাইকেল নিয়ে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাড়ি ফেরার সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি জলের জারবোঝাই পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা ছুটে এসে ওই সাইকেল আরোহীকে আহত অবস্থায় বাতাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে স্থানান্তর করেন। দুর্ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানের চালক পালিয়ে যায়।

নেপালি ভাষার স্বীকৃতি দাবি

শিলিগুড়ি, ২ জুন : পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (ডব্লিউবিসিএস) এবং পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষায় নেপালি ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন অনীত থাপা। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ হিসাবে এই দাবি জানিয়ে অনীত সোমবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। রবিবারই দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এই দাবিতে সরব হয়েছিলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় নেপালি ভাষাকে মান্যতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। রাজু রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পাহাড়কে বঞ্চনার অভিযোগও তুলেছিলেন। তার পরেই অনীত সোমবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে নেপালি ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে রাখার দাবি তুলেছেন।

তিস্তার গ্রাসে লালটংবস্তি

শিলিগুড়ি, ২ জুন : গত বছর বর্ষায় তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছিল গোটা চমকডাঙ্গি। কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল লালটংবস্তির একাংশ। সিকিমে প্রবল বর্ষণের জেরে রবিবার রাতে তিস্তার জলে লালটংবস্তির আরও বেশ কিছুটা অংশ ভেসে গিয়েছে। এলাকায় থাকা পাকা রাস্তা সহ একাধিক জমি চলে গিয়েছে তিস্তার গর্ভে। একটি উঁচু এলাকায় কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নাম দেওয়া তিস্তাপল্লিতে তাদের ঘর তৈরি হচ্ছে।

অবসরের পরও ক্লাসে হাজির রতন স্যার

শিক্ষার আলো

মনজুর আলম

চোপড়া, ২ জুন : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে টালমাটাল পরিস্থিতি। নিয়োগ দুর্নীতির জেরে চাকরিচ্যুত হয়েছেন বহু শিক্ষক। সংকটে স্কুলগুলো। প্রশ্নের মুখে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ। কবে হবে নতুন নিয়োগ, স্কুলে কবে আসবেন নতুন শিক্ষক? তার উত্তর সময়ের গর্ভে। এসব দেখে অবসরের পরও শিক্ষকতা থেকে ছুটি নেননি 'রতন স্যার'।

চোপড়া হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রতন দত্ত শিক্ষক ও পড়ুয়া মহলে জনপ্রিয় 'রতন স্যার' নামে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে অবসর নিলেও তিনি নিয়মিত স্কুলে আসছেন। সোমবার স্কুল খুলতেই দেখা গেল আগের মতোই ক্লাস নিচ্ছেন স্যার। এদিন দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা পড়াচ্ছিলেন তিনি। প্রিয় মাস্টারমশাইকে দেখে খুশি পড়ুয়ারা। অবসরের পরও শুধু পড়ুয়া ও স্কুলের টানে ভলান্টারি সার্ভিস দিচ্ছেন রতন। ৬২ ছুঁইছুঁই শিক্ষকের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা। স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র তন্ময় বিশ্বাস বলে, 'স্যারকে ফের আমরা স্কুলে পাব, এটা ভাবতেই পারিনি। স্যারকে ক্লাসে দেখে আমরা খুব খুশি।'

দ্বাদশের ক্লাসে রতন স্যার। চোপড়ায়। সোমবার।

> এমনিতে স্কুলে শিক্ষকের সংকট। তাই বাড়িতে বসে না থেকে পড়ুয়াদের কথা ভেবে স্কুলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **রতন দত্ত**
> *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক*
> *চোপড়া হাইস্কুল*

সদর চোপড়া এলাকায় বাড়ি রতনের। চোপড়া হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। ৩৩ বছর চাকরি করেছেন। তিনি বলেন, 'এমনিতে স্কুলে শিক্ষকের সংকট। তাই বাড়িতে বসে না থেকে পড়ুয়াদের কথা ভেবে স্কুলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এদিকে, তাঁকে পেয়ে খুশি সহকর্মীরাও। প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত বসাক বলছেন, 'রতনবাবু বাংলার শিক্ষক। পড়ুয়াদের সুবিধার্থে ভলান্টারি সার্ভিস দিচ্ছেন। রুটিন তৈরি করে ওঁকে ক্লাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন স্কুলে আসছেন।' অভিভাবকদের বক্তব্য, 'স্যার আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে যেভাবে অবসরের পরও ক্লাস নিয়ে চলেছেন, সেজন্য ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ।'

থানায় বৈঠক

চোপড়া, ২ জুন : চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে সোমবার থানায় বৈঠক ডাকা হয়। ব্লকের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি রাহুল বর্মন, চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল, চোপড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সাইমন শেরপা প্রমুখ। পুলিশ প্রশাসনের তরফে শান্তিশৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হয়।

দুবাই যোগ

ডিজিটাল অ্যারেস্ট কাণ্ডে ১৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। এই ঘটনায় দুবাই-যোগ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিম্ন আদালতে চার্জশিট জমা দিল ইডি। চার্জশিটে ১৩ জনের নাম রয়েছে।

এনআইএ তলব

সন্ত্রাসবাদে আর্থিক সাহায্যের অভিযোগে সোমবার কলকাতার এক ট্রাভেল এজেন্সি মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করল এনআইএ। ওই এজেন্সির বিরুদ্ধে পাক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে।

রেলের উদ্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতিতে রেল পরিষেবার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট মোকাবিলা থেকে শুরু করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিষ্কার করার মতো একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিয়ালদা ডিভিশন।

বিজেপি প্রার্থী

সোমবার কালীগঞ্জের বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী আশিস ঘোষ মনোনয়নপত্র জমা করলেন। উপস্থিত ছিল দলের জেলা পর্যায়ের নেতৃত্ব।

রণে বনে জলে জঙ্গলে রক্ষা করো... সোমবার লোকনাথ তিরোধান দিবসের প্রাক্কালে নদিয়ায়। -পিটিআই

বুথ কমিটি গঠনে জোর

বনসালের নির্দেশে জেলায় যাবেন পদাধিকারীরা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুন : ছাব্বিশে রাজ্যে সরকার গড়ার লক্ষ্য বিজেপির। হিসেব মতো নির্বাচন ঘোষণা হতে বাকি সাত মাস। সাংগঠনিক ডামাডোলে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৪৩ সাংগঠনিক জেলার একটিরও কমিটি ঘোষণা করা যায়নি। এই অবস্থায় জেলার বুথ কমিটি গড়তে জেলায় গিয়ে জেলা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করতে রাজ্য পদাধিকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৪ থেকে ৬ জুনের মধ্যে রাজ্যের ৪৩টি সাংগঠনিক জেলায় এই বৈঠক শেষ করতে হবে। কিন্তু রাজ্য পদাধিকারীদের প্রশ্ন নতুন জেলা কমিটি ঘোষিত না হওয়ায় জেলার বুথ কমিটি তৈরি নিয়ে বর্তমান কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে আখেরে লাভ হবে কি?

রবিবার নেতাজি ইন্ডোরে সাংগঠনিক সভা থেকে এরাজ্যে কেন্দ্রীয় ইনচার্জ সুনীল বনসল জুনের মধ্যে দলের বুথ কমিটি চূড়ান্ত করতে বলেছেন। সব ঠিকঠাক থাকলে এবার রাজ্যে বুথের সংখ্যা প্রায় ৯৪ হাজার হবে। এর মধ্যে সংখ্যালঘু এলাকা ও সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল এলাকা বাদ দিয়ে বিজেপি অন্তত ৬৫ হাজার সক্রিয় বুথ তৈরি করতে চায়। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় মণ্ডল কমিটি ১১ সদস্যের সেই বুথ কমিটির তালিকা জমা দিয়েছিল। কিন্তু দলীয় তদন্তে দেখা গিয়েছে, এদের অধিকাংশই ভুয়ো। সংগঠনের ভাষায় ভূতুড়ে বুথ কমিটি বা জল মেশানো বুথ কমিটি। সম্প্রতি সেই রিপোর্ট যাচাই করার পর বনসল ৫ সদস্যের বিশেষ একটি কমিটি তৈরি করে দেন বুথ কমিটিগুলিকে জরিপ করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ৫ সদস্যের সেই কমিটির রিপোর্ট দলের বুথ সংগঠনের হাড়, কঙ্কালসার চেহারাটাই তুলে ধরেছে। কমিটির ওই রিপোর্টের ভিত্তিতেই জল মেশানো বুথ ও ভুয়ো বুথ কমিটি নিয়ে রাজ্যকে কড়া বার্তা শুনিয়েছেন বনসল। রবিবার বনসলের নির্দেশ পাওয়ার পরেই সোমবার বৈঠকে বসে জেলায় জেলায় গিয়ে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য রাজ্যের পাঁচ সাধারণ সম্পাদক ও নিশীথ প্রামাণিক, সুভাষ

কী নির্দেশ

- জুনের মধ্যে প্রায় ৭০ হাজার বুথ কমিটি চূড়ান্ত করা
- আগের তালিকা থেকে জল মেশানো ভুয়ো কমিটি বাছাই
- বুথ কমিটি করতে জেলা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে
- ২০ জন রাজ্য নেতাকে ৪০ জেলায় যেতে বলা হয়েছে

সরকারের মতো বাছাই করা রাজ্য পদাধিকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী চার থেকে ছয় জুনের মধ্যে জেলা স্তরে এই বৈঠক শেষ করতে হবে। এরপর ওই জেলায় নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা জেলা পদাধিকারী মণ্ডল কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। মণ্ডল কমিটি, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখদের সঙ্গে বৈঠক করে চলতি মাসের মধ্যেই বুথ কমিটি তৈরি করবেন। যে বুথ কমিটিই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বুথ ভিত্তিক দলের নির্বাচনি প্রচার থেকে সব কিছুর দায়িত্ব পালন করবে। এরই মধ্যে জুন মাসব্যাপী একাধিক জেলা ও মণ্ডল স্তরে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দল। বুথ কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত এক রাজ্য পদাধিকারীর মতে, এই কর্মসূচি করতে গিয়ে বুথ কমিটি তৈরিতে আবারও জল মেশানো হবে না তো! গোটা বিষয়টিতেই হতাশ রাজ্য নেতাদের একাংশ।

বার দুয়েক সফর বাতিল হবার পর, এবার দুদিনের সফরে এসেছিলেন অমিত শা। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে দলের কোর কমিটির সঙ্গে কোনও বৈঠকই করলেন না। ২০১৪ থেকে এপর্যন্ত রাজ্য সফরে এলে দলের কোর কমিটির সঙ্গে করাটা দস্তুর। এবারই প্রথম রাজ্য সফরে এসেও তা করলেন না অমিত।

তৃতীয় শক্তি গড়ার ডাক কনভেনশনে

রিমি শীল

কলকাতা, ২ জুন : বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বাংলার বুকে তৃতীয় শক্তি গড়ে তোলার ডাক দিলেন বিরোধীরা। দেশকে বাঁচাতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হওয়ার বার্তা দেওয়া হল। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাংলা সফর বিধানসভা নির্বাচনের আগাম বার্তা দিয়েছে। তাঁদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূলের মহিলা নেত্রীদের পালটা জবাব নির্বাচনি প্রস্তুতি আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে সংবিধান বাঁচাও, দেশ বাঁচাও নামক কনভেনশনে একত্রিত হল তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও রাজ্য

কলকাতায় কানহাইয়া কুমার।

সরকারের পদক্ষেপেরও বিরোধিতা করে তৃতীয় শক্তি গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল ওঠে। তৃণমূলের সুরেই বিরোধীদেরও বক্তব্য, অপারেশন সিঁদুরকে ব্যবহার করে আদতে ফায়দা তুলতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এদিন মৌলালি যুব কেন্দ্রের ওই কনভেনশনে সিপিএম, কংগ্রেস, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, আইএসএফ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। মূলত নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে কীভাবে সংবিধানকে অবমাননা করে দেশকে বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছে, তার অভিযোগ তোলা হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে একই মঞ্চে হাজির থাকতে দেখা যায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা কানহাইয়া কুমার, লিবারেশনের দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে। বিজেপির পাশাপাশি আক্রমণ করা হয় তৃণমূলকে। সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর দেখাল বিজেপি। অথচ এতজন পর্যটক সুরক্ষিত রইলেন না, এতে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন রইল। যুদ্ধের পথ কেউ সমর্থন করে না। এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে দরকার তৃতীয় শক্তি। নয়তো বিজেপিকে ঠেকানো যাবে না।'

একই সুরে নৌশাদের দাবি, এই রাজ্যে প্রতিবাদ করতে গেলে আদালতে যেতে হয়। ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে কী হয়েছে তা দেখেছেন। তাই বড় দলগুলি আমাদের মতো ছোট আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে একত্রিতভাবে চললে সংবিধানকে বাঁচানো যাবে।' অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধে কানহাইয়া কুমারের মন্তব্য, 'এক ফোনে আপনি ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ট্রাম্প সিজফায়ার ঘোষণা করছেন। আপনি বলছেন, পাকিস্তান ক্ষমা চাইছিল। আপনি নিজে বোকা না আমাদের বোকা বানাচ্ছেন? সাংসদরা বাইরে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের পক্ষে কথা বলছেন, আর আপনি সারা দেশ ঘুরে ঘুরে তাঁদের নামে গালি দিচ্ছেন।' একই কথা বলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও।

মমতার ছবি দিয়ে 'বাংলার বাঘিনী' পোস্ট ঘিরে জল্পনা

কলকাতা, ২ জুন : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সরাসরি নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তারপরই মমতার 'বাংলার বাঘিনী' ন্যারেটিভ তৈরি করতে মাঠে নেমেছে তৃণমূল। মোদি-শা জুটিকে পালটা আক্রমণে মমতাই যে যথেষ্ট, তা বুঝিয়ে দিতে চাইছেন তৃণমূল নেতারা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়' স্লোগান তুলেছিল তৃণমূল। আবার ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে 'জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন' স্লোগান তুলেছিল রাজ্যের শাসকদল। তাহলে কি আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতার এই ন্যারেটিভ তৈরিতেই ব্যস্ত হবে তৃণমূল?

বিধানসভার জন্য এখন থেকেই মাঠে নেমে পড়েছে আইপ্যাক। গত সপ্তাহেই নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈন। পরের দিনই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে মমতাকে তীব্র নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তারপরই পালটা আক্রমণে নামেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাগরিকা ঘোষ ও কাকলি ঘোষদস্তিদার। এরপরই সোমবার সামাজিক মাধ্যমে মমতার বিভিন্ন আন্দোলনের ছবি কোলাজ করে এই পোস্ট করা হয়েছে।

এর আগে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে মমতাকে 'অগ্নিকন্যা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু তা ছিল মূলত সংবাদমাধ্যমের তৈরি। এবার মমতার ইমেজ তৈরিতে মাঠে নামছে আইপ্যাক। তবে ২০২১ সালে আইপ্যাকের দায়িত্বে ছিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। কিন্তু এখন আইপ্যাকের দায়িত্বে রয়েছেন প্রতীক জৈন।

তাই 'বাংলার বাঘিনী' ইমেজ রাজ্যের মানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, তাও দেখে নিতে চাইছে এই সমীক্ষক সংস্থা। এই ইমেজ বাংলার মানুষের মনে দাগ কাটতে পারলে আগামী বিধানসভা ভোটে এই স্লোগানই সামনে রাখা হতে পারে। নিয়োগ দুর্নীতি, অভয়া কাণ্ড, সহ একাধিক ইস্যুতে যথেষ্ট বিব্রত শাসকদল। তাই ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে যে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে, তা সকলেই নিশ্চিত। তাই এখন থেকে মমতার ইমেজ তৈরির মরিয়া চেষ্টায় নেমেছে দল।

লক্ষ্যে ভাবমূর্তি

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবমূর্তি গড়তে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয় তৃণমূল
- ২০২১-এ স্লোগান ছিল, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়
- ২০২৪-এ স্লোগান ছিল, জনগণের গর্জন, বিরোধীদের বিসর্জন
- ২০২৫-এ নতুন স্লোগান, বাংলার বাঘিনী
- তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে নতুন ন্যারেটিভের ইঙ্গিত অত্যন্ত জোরালো
- বিভিন্ন আন্দোলনে ছবি কোলাজ করে নতুন ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা

এই পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছে জল্পনা।

কথা রাখেনি পুলিশ, ক্ষোভ চাকরিহারাদের

কলকাতা, ২ জুন : ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন চাকরিহারারা। পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ অনুরোধে সেই অভিযান স্থগিত করেছিলেন তাঁরা। দফায় দফায় লালবাজার, হাওড়া শিবপুর থানা ও ভবানী ভবনে উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হলেও পুলিশের তরফে কোনও বার্তা এখনও আসেনি 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চ'-এর কাছে। মুখ্যসচিবের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও কথা রাখেনি পুলিশ প্রশাসন। তাই সোমবার পুলিশের উচ্চ আধিকারিকদেরকে আবারও চিঠি পাঠিয়েছে মঞ্চ। এমনকি প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলে তাদের হুঁশিয়ারি, 'আগামী কর্মসূচিতে পুলিশের গুলি খেতেও প্রস্তুত।'

নবান্ন অভিযান স্থগিত রাখার পর হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট চাকরিহারাদের ১২ জন প্রতিনিধির নাম ও তাঁদের সমস্যার কথা জানতে চায়। দফায় দফায় তথ্য পাঠানো হলেও প্রতিশ্রুতিমাফিক মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেয়নি পুলিশ। এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, এডিজি জাভেদ শামিম, পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিককে চিঠি দিয়েছে মঞ্চ। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। পুলিশকে কটাক্ষ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, 'ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়। বঞ্চিত প্রতিনিধিরা দু'বার গিয়েছেন। শাসকদলের মুখপাত্র থেকে আপনাদের আমরা আলাদা করতে পারছি না। বারবার বলছেন, ওপর মহলে জানিয়েছি। বুঝতে পারছি না ওপর মহল কে? দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ও সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছি।' মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক শুভদীপ ভৌমিকের মত, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজি আছি।' অপর প্রতিনিধি দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'এবারে সর্বশক্তি দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপাব।'

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর অভাবে ভুগছে স্কুলগুলি। কুলটির বরাকর শ্রী মাড়োয়ারি বিদ্যালয় স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে একাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীদের কাজ কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, উদ্বেগে স্কুল প্রধানরা।

একটু উষ্ণতার থেকে বাঁচার জন্য... সোমবার ধর্মতলায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

তাঁকে না জানিয়ে 'মৌ', স্নেহাশিসকে ধমক মমতার

কলকাতা, ২ জুন : কয়েকদিন আগেই অতিরিক্ত ২০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হল। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরে ৪৪৮টি শূন্য পদে নিয়োগের অনুমোদন এদিনের বৈঠকে দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র, স্কুল শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য, আইন এবং কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক দপ্তরে এই শূন্য পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যের তিনটি মেডিকেল কলেজে ১১১টি অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিতে ১০৯টি পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিনের মন্ত্রীসভার বৈঠকে। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা নতুন মহকুমা হিসেবেও তৈরির সিদ্ধান্ত এদিনের মন্ত্রীসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি ১ ও ২ ব্লক নিয়ে এই নতুন মহকুমা তৈরি হচ্ছে। কয়েকদিন আগে মুর্শিদাবাদে প্রশাসনিক বৈঠকে গিয়ে এই নতুন মহকুমা তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়েই বিভিন্ন দপ্তর মউ স্বাক্ষর করছে বলে এদিন মন্ত্রীসভার বৈঠকে বলেন মমতা। এরজন্য তিনি পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে ভৎর্সনা করেন। বলেন, 'আমাকে না জানিয়েই বিভিন্ন দপ্তর মউ স্বাক্ষর করছে। আমি খবরের কাগজে পড়ে জানতে পারছি। মন্ত্রীরা অফিসারদের কথা শুনে এটা করছেন। আর মন্ত্রীরা সেইমতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এটা চলতে পারে না।' একইসঙ্গে দলের লিগ্যাল সেলের কাজকর্ম নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে এই নিয়ে মলয় ঘটকের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশও তিনি দেন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বর্ষা ঢুকে যাবে। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে তিস্তা সহ একাধিক নদীর জলস্তর অনেক বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি সেতুরও অবস্থা খারাপ। দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবন এলাকায় নদীবাঁধগুলির কয়েকটির অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওই নদীবাঁধগুলির সংস্কার করার জন্য সেচদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্ষার পরিস্থিতিতে যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিডিও অফিসগুলিকে প্রয়োজনীয় ত্রিপল মজুত রাখতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়ার আগেই কন্ট্রোল রুম চালু করে দিতে বলা হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, ফরাক্কায় যে নতুন মহকুমা হচ্ছে সেখানে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করতে চুক্তিভিত্তিতে ১০৯ জন নিয়োগ করা হবে। ফরাক্কার এসডিপিও অফিসে নতুন মহকুমা শাসক বসবেন। সেখান থেকে আপাতত প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো হবে। জঙ্গিপুর মহকুমায় ইতিমধ্যেই দুটি পুলিশ মহকুমা রয়েছে। কয়েকদিন আগেই সাম্প্রদায়িক অশান্তিতে উত্তপ্ত হয়েছিল জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই কারণে সেখানে প্রশাসনিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ জোর দিল নবান্ন।

পূর্ণমের বাড়িতে সুকান্ত

কলকাতা, ২ জুন : মুক্তি পাওয়ার পর বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউয়ের রিষড়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পূর্ণমের মুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককের ব্যক্তিগতভাবে তদ্বির করেছিলেন সুকান্ত। যদিও পূর্ণমের মুক্তির পরেই তাঁর কৃতিত্ব দাবি করে তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে টানাপোড়েন হয়েছিল। পূর্ণম ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সুকান্ত বলেন, 'আমাদের দুটো লক্ষ্যই সফল। পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসে অপারেশন সিঁদুর যেমন সফল তেমনি পাকিস্তানের হাতে বন্দি হওয়া বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকে সসম্মানে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও আমরা সফল হয়েছি। ভবিষ্যতে পূর্ণম আবার দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। রবিবার নেতাজি ইন্ডোরে শাহর সভাতেও উঠেছিল রাজ্যের এই বিএসএফ জওয়ানের প্রসঙ্গ। পাকিস্তানের হাতে বন্দি হওয়া রাজ্যের এই সেনা জওয়ানকে ফেরাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উদ্যোগের জন্য মঞ্চ থেকেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান সুকান্ত।

সর্বভারতীয় জয়েন্টে সেরা কন্যা বাংলার দেবদত্তা

কলকাতা, ২ জুন : জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় জয়জয়কার বাংলার পড়ুয়ার। সর্বভারতীয় স্তরে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে তাক লাগিয়ে দিলেন বর্ধমানের দেবদত্তা মাঝি। চলতি বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সংবাদ শিরোনামে উঠে এলেন দেবদত্তা। উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় ষষ্ঠস্থানে ছিলেন তিনি। এমনকি ২০২৩ সালের মাধ্যমিকে রাজ্যের প্রথম স্থানাধিকারী হিসেবেও উঠে এসেছিল তাঁর নাম। তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'দেশের টপার গার্ল তুমি।' জেইই কমন র‍্যাংক তালিকা অনুযায়ী, শীর্ষস্থানে রয়েছেন আইআইটি দিল্লি জোনের রজিত গুপ্ত।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র বিচার করলে দেবদত্তা সেরার সেরা তকমা পাওয়ার যোগ্য। এর আগেও জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন মেইন পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্বে ১০০-য় ১০০ পেয়ে এনটিএ স্কোর করে দেশের মধ্যে ১৬তম স্থান অর্জন করেছিলেন তিনি। এবছর জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় ১,৮০,৪২২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫৪,৩৭৮ জন। উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ৪৪,৯৭৪। ছাত্রীর সংখ্যা ৯,৪০৪। আইআইটি খড়্গপুর জোন থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন দেবদত্তা। কাটোয়ার ইন্দিরা পল্লিতে বাড়ি তাঁর। দুর্গাদাসী চৌধুরানি বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী দেবদত্তার বাবা জয়ন্ত কুমার মাঝি ফিজিক্সের অধ্যাপক। মা শেলি দাঁ ফিজিক্সের শিক্ষিকা। শিক্ষক দম্পতির একমাত্র সন্তানও কি তবে ভবিষ্যৎ হিসেবে ফিজিক্সকেই বেছে নেবেন? দেবদত্তার উত্তর, 'প্রথম দিকে আইআইটিতে পড়ার স্বপ্ন থাকলেও এখন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে পড়াশোনা করতে চাই।'

টিউশন ক্লাসের ওপর নির্ভরতার বাড়বাড়ন্তের যুগে দেবদত্তা নিজে পড়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'মাধ্যমিকের পর থেকেই রোজ ১০ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করতাম। পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে অন্যান্য বিনোদনের জায়গা সবসময় এড়িয়ে চলতাম। কোচিং সেন্টার কখনোই পড়াশোনার

পাথেয় হতে পারে না। জয়েন্টের মতো পরীক্ষার জন্য প্রায় দু'বছরের নিয়মমাফিক প্রস্তুতির পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। নিজে পড়া ছাড়া আর কোনও উপায়েই সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়।'

তবে দেবদত্তার মতে, শুধু মেধা নয়, পরীক্ষায় ভালো ফলের পিছনে মা-বাবার অবদান যথেষ্টই। তাঁর বক্তব্য, 'একসময় আমার শখ ছিল ভায়োলিন বাজানো। কিন্তু আমি শপথ নিয়েছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষা না শেষ হচ্ছে আমি ভায়োলিন স্পর্শ করব না। গত দু'বছর ধরে অবসর সময়ে মায়ের সঙ্গে বসে নিজের প্রস্তুতির গল্প করতাম।' মেয়ের কথায় সায় দিয়ে হাসিমুখে শেলি বলেন, 'আমরা এই মুহূর্তটার জন্য দু'বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম। প্রচুর ত্যাগ করেছি জীবনে। এখন খুব গর্ব হচ্ছে।'

গরমে রেহাই দিতে কিছু প্রাণী উত্তরে

কলকাতা, ২ জুন : দিন-দিন বাড়ছে কলকাতার তাপমাত্রা। তাই আলিপুর চিড়িয়াখানার শীতপ্রধান দেশের আবাসিকদের পাঠানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। প্রচণ্ড উষ্ণতার কারণে তাদেরও হাঁসফাঁস অবস্থা। এয়ারকুলার, বরফ দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছে না হিমালয়ান ভল্লুক, ক্যাঙারু, আলপাকারা। তাই আলিপুরে থাকা শীতপ্রধান দেশের অতিথিদের উত্তরবঙ্গে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় আলাপাকাকে পাঠানো হয়েছে। শীঘ্রই হিমালয়ান ভল্লুকদেরও পাঠানো হবে। বিশেষ করে শীতের দেশে যে সকল প্রাণীরা থাকতে অভ্যস্ত, তাদের এখন চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসতে চাইছেন না আলিপুর কর্তৃপক্ষ।

গরমে চিড়িয়াখানার আবাসিকদের ডায়েট চার্ট সহ যাবতীয় রুটিনে পরিবর্তন আনতে হয় কর্তৃপক্ষকে। এখন উষ্ণতা যেভাবে বেড়েছে তাতে শীতপ্রধান দেশের প্রাণীদের দেহের লোম ঝড়ে পড়া, ডিহাইড্রেশন সহ বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই এদের উত্তরবঙ্গে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, হিমালয়ান ভল্লুকদের বেঙ্গল সাফারিতে পাঠানো হচ্ছে। সেই ছাড়পত্র এসেছে। চিড়িয়াখানায় বর্তমানে ৪টি হিমালয়ান ভল্লুক রয়েছে। দুটি আপাতত পাঠানো হবে। আলপাকারা পেরুর পার্বত্য এলাকায় থাকে।

তাই এখানকার আবহাওয়া তাদের পক্ষেও অসহনীয় হয়ে উঠছে। এই কারণে এখানে থাকা প্রাণীদের উত্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর নতুন করে শীতপ্রধান দেশের অতিথিদের এখন আলিপুরে নিয়ে আসা হবে না বলে জানা গিয়েছে।

অনুব্রতর বিরুদ্ধে তৎপর সিবিআই

কলকাতা, ২ জুন : তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের হুমকি-অডিও প্রকাশ্যে আসার পরই গোরু পাচার মামলায় তৎপর সিবিআই। এই মামলার চার্জশিটে থাকা সাক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করল সিবিআই। সূত্রের খবর, এই মামলায় অন্তত ২৬ জন সাক্ষী আছেন।

তাঁদের কোনওভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে কি না তা জানতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিশেষ করে বীরভূমের সাক্ষীদের প্রতি বিশেষ নজর তদন্তকারীদের।

বর্তমানে জামিনে রয়েছেন অনুব্রত। সিবিআইয়ের আশঙ্কা, সাক্ষীদের হুমকি দিতে পারেন অনুব্রত অনুগামীরা। তাই সাক্ষীদের ফোন করছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে, অনুব্রত মণ্ডলের তরফ থেকে কাউকে কোনও ফোন করা হয়েছে কি না। তাঁদের কেউ হুমকি দিচ্ছেন কি না। হুমকি দেওয়া হলে বা তাঁদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হলে সিবিআইকে জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

ইতিমধ্যেই আইসিকে ফোন করে অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলার জন্য বিপাকে পড়েছেন অনুব্রত। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দু'বার

অসুস্থতার সার্টিফিকেটে প্রশ্ন

পুলিশের নোটিশে হাজিরা এড়িয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে গোরু পাচার মামলায় সিবিআইয়ের ফের তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই কল রেকর্ডকে হাতিয়ার করে ভবিষ্যতে আদালতে অনুব্রত মণ্ডলের জামিন খারিজের আবেদন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

দাদার খোঁজে কোর্টে বৃদ্ধা

কলকাতা, ২ জুন : মা, বাবা, দুই দিদি মারা গিয়েছেন আগেই। মেজদাও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সার্ভে পার্কের বাড়িতে একাই থাকতেন বড়দা। বহু বছর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। সম্প্রতি সেই বড়দার খোঁজ করতে সার্ভে পার্কের বাড়িতে গিয়ে হতভম্ব ছোট বোন। বড়দা বাড়িতে নেই। ওই ঠিকানায় এখন অন্য কেউ থাকেন। ৬৩ বছরের সেই বৃদ্ধা তখন ছুটলেন কলকাতা পুরসভায়। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গেও দেখা করলেন। কিন্তু মেয়রের কথা মতো সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে জানতে পারলেন, তাঁর বড়দার মৃত্যুর শংসাপত্র পুরসভার কাছে নেই। শেষে হাইকোর্টের দ্বারস্থ সেই বৃদ্ধা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ভয়ংকর পরিণাম

পরপর দু'দিন পুলিশের ডাককে উপেক্ষা করেছেন অনুব্রত মণ্ডল। জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়েছেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে থানার ইনস্পেকটর ইনচার্জ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। দলীয় নেতৃত্বের কাছে সেজন্য ক্ষমা চেয়ে সেই অভিযোগে তিনি নিজেই কার্যত সিলমোহর দিয়েছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠরা কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করে অডিও ক্লিপ তৈরির অভিযোগ তুলে অনুব্রতকে বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করছেন। ওই অভিযোগ ধোপে না টেকার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

যদিও দু'দিনই পুলিশি তলবকে অগ্রাহ্য করে এখনও বহালতবিয়তে আছেন একদা তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ, তাতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই পারত। কিন্তু করেনি। তাঁর হুমকি ও অশালীন ভাষায় গালাগালের অডিও ক্লিপটি নিয়ে পুলিশি তদন্ত এগিয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভাইরাল ওই ক্লিপে তিনি যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, তা ছাপার অযোগ্য তো বটেই। পুলিশের মর্যাদার ওপর বড় আঘাতও বৈকি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পুলিশমন্ত্রী। তাঁর বাহিনীর একজন আধিকারিককে অপমান করার পর তৃণমূল নেতৃত্ব চুপ করে থাকলে মর্যাদাহানি হত মুখ্যমন্ত্রীরই। প্রশ্নও উঠত অনুব্রতের এক্তিয়ার নিয়ে। দলদাস হয়ে গিয়েছে বলে পুলিশ পদক্ষেপ করল না বলে সমালোচনা হতে পারত। শুধু বিরোধী নয়, নাগরিকরা নিন্দায় সরব হতেন হয়তো। বিয়ের প্রথম রাতে বিড়াল মারার প্রবাদ মেনে তৃণমূল নেতৃত্ব প্রথমেই অনুব্রতের বক্তব্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে।

শুধু তাই নয়, নেতৃত্ব তাঁকে দিয়ে ক্ষমা চাইয়ে নিয়েছে। অনুব্রত কিছুটা অজুহাত ও অভিযোগ তোলার চেষ্টা করলেও তৃণমূল তাঁকে বাধ্য করেছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে। পুলিশও নিশ্চয়ই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সংকেত পেয়েই। নাহলে পুলিশের সেই সাহস হত কি না সন্দেহ। কিন্তু অনুব্রত সেই তলবকে যেভাবে অগ্রাহ্য করলেন, সেটাও পুলিশের পক্ষে অবমাননাকর। কিন্তু পুলিশ এখনও হাত গুটিয়ে বসে। অন্য কেউ এরকম অন্যায় করলে পুলিশ এমন নিষ্ক্রিয় থাকত বলে মনে হয় না।

সমাজমাধ্যমে লেখার পর ক্ষমা চেয়ে একটি পোস্ট মুছে দিয়েও কিন্তু রেহাই পাননি পুনের এক আইনের ছাত্রী। কলকাতা পুলিশ তাঁকে ধরে এনে জেলে বন্দি করে রেখেছে আদালতের নির্দেশ নিয়ে। অনুব্রতের ক্ষেত্রে সেই সক্রিয়তা দেখা না যাওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

মনে হতেই পারে যে, দলের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পর আর কোনও পদক্ষেপ হয়তো তাঁর বিরুদ্ধে করা হবে না। অথবা আদালতের থেকে আগাম জামিন নেওয়ার জন্য সময় দিয়ে পুলিশ হয়তো সুযোগ করে দিচ্ছে। যেটা প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের সবুজ সংকেত ছাড়া হবে, বিশ্বাস করা কঠিন। যদি শেষপর্যন্ত পুলিশ অনুব্রতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে, তার প্রভাব পড়বে গোটা বাহিনীর ওপর।

পরিণতিতে এরপর শাসকদলের আর কোনও নেতা আবার পুলিশকে হুমকি বা গালাগাল দিলেও পুলিশ নিশ্চিতভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। অন্যদিকে, পুলিশবাহিনীর মনোবল আরও তলানিতে ঠেকবে। শাসকদলের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে আরও বেশি করে আত্মসমর্পণ করবে পুলিশ। তাছাড়া ভয়ংকর নজির হয়ে থাকবে ঘটনাটি। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত শীর্ষপদে আসীন নেতাদের মুখের ভাষা যদি এমন হয়, নতুন প্রজন্মের পক্ষে তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এই ধরনের লোককে নেতৃত্বে রেখে দিলে সেই দলের রুচি-সংস্কৃতি কেমন, তা স্পষ্ট হয়। অনুব্রত প্রথম এমন কাজ করেছেন তা নয়। এর আগেও পুলিশকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু এবার যে ভাষায় এক পুলিশ আধিকারিককে গালাগাল করেছেন, তাতে পুলিশের সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত। এরপরেও চুপ করে থাকলে প্রমাণ হবে দক্ষতা হারিয়ে পুলিশ পরিণত হয়েছে নপুংসকে।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড়জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যাস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথাও জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

গোবিন্দভোগ চাল আর চা পাতার গন্ধ

বিশ্ব উষ্ণায়ন আমাদের আটপৌরে জীবনে প্রভাব ফেলেছে নানাভাবে। উষ্ণায়ন এখন এক বিশ্বজোড়া ফাঁদ।

অর্চিষ্মান বাগচী

সেদিন আমার এক আত্মীয় "বড্ড গরম, বড্ড গরম" করছিল। গ্রীষ্মকালে এটা করাটা একধরনের ছেলেমানুষি। কেন, কী আশা করেছিলে? আকাশ থেকে মে-জুনে কুলফির ঠান্ডা ঠান্ডা দিলখোস টুকরো পড়বে, লুচির আলস্যে? এটা ছেলেমানুষি এবং অনেক সময়, ওই গরমের মতোই– এটা বিরক্তিকর।

কিন্তু বিরক্ত হইনি।

আমি যেহেতু তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি– গরমে হাঁসফাঁস করতে আগে দেখেছি, একদম ঘেমেনেয়ে- তাই জানি যে এটা সত্যি। গরমে ভীষণ অসুবিধে হয় প্রিয় মানুষটির।

বিরক্ত হতে পারিনি... শুধু মিছে সান্ত্বনা না দিয়ে এটাও বলেছি, কিস্যু করার নেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখন এটাই বহাল থাকবে। গরম আরও বাড়বে। অনেক কিছুর মতোই, এটাও সহ্য করতে হবে।

কী রকম বাড়বে? ছোট্ট পরিসংখ্যান দিই। আমি পৃথিবীর উলটো প্রান্তে বসে। নিউজ দেখছিলাম, বছরের এই সময়ের গড়পড়তা তাপমানের তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে ইদানীং যাচ্ছে এবং দেশেও ঠিক তাই। এটা স্রেফ মনের ভুল বা আমাদের গরম সহ্য না করতে পারার ন্যাকামি তো নয়। এই উষ্ণায়ন যে এক বিশ্বজোড়া ফাঁদ। একে কেমনে ফাঁকি দেবে?

এবার দেশে ক'দিনের জন্য গিয়ে আমার প্রিয় গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে সেদ্ধভাত খেলাম একদিন। বেশি জল রেখে। গরম গরম গাওয়া ঘি, সঙ্গে আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, কাঁচা লংকা, নুন। আমার আর দাদাদের কাছে– এটা রাজভোগ। সত্যি অপূর্ব লাগল। শুধু, একটা বিষয়ে মনটা পুরো ভরল না– গোবিন্দভোগের সেই অনুপম স্বাদ যেন একটু ফিকে, আর সুগন্ধ অনেকটা কম। শতকরা দশ পার্সেন্টও হবে কি না সন্দেহ। চাল কিনেছি কিন্তু কলকাতার লেক মার্কেটের পুরোনো ও চেনা দোকান থেকে।

পরের দিন ফিরে গিয়ে সেই বিখ্যাত দুই ভাইয়ের দোকানে মৃদু অনুযোগ জানালাম। আমাকে তাঁরা পছন্দ করেন, আমিও তাঁদের। মাথা নীচু করে আমার কথা শুনলেন। ছোট ভাই বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই দাদাকে ঠিক চালটা দেওয়া হয়েছিল কি না। তিনি ঘাড় নেড়ে নিষ্প্রভ হ্যাঁ সূচক ভঙ্গি করলেন।

এটা খুব হয়েছে দেখছি আজকাল। ভাতে চেনা সুগন্ধ নেই। শুধু কি ভাতে? চায়ে সেই স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ অনুপস্থিত। ভবানীপুরপাড়ার ওড়িয়া দোকানে ডালবড়ার স্বাদ ফিকে। সামুরের পাশের চপ-কাটলেটের দোকানে মাংসের গন্ধে মৌতাত জাগানো ব্রেসড কাটলেট গায়েব। ফ্লুরিজের হার্ট শেপের কেকটি তো একদম উধাও। বিজলি গ্রিলের ফুলের পাপড়ির মতো ভঙ্গুর গরম ধোঁয়া জড়ানো অতুলনীয় ফিশফ্রাই– সেই ভেটকি কোথায় গেল? আরও, আরও...। কত বলব! চেনা পৃথিবীতে নিত্যনতুনের ভিড়ে অজস্র পুরোনো স্বাদ-গন্ধ ও ভালোলাগা– সব সেলুলয়েডের পর্দা থেকে উত্তমকুমারের অভিনয়ের মতোই উবে যাচ্ছে।

কী বললেন? নিজেরই সব যন্ত্র অকেজো হয়ে পড়ছে? দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ, মন? দাঁড়ান, দাঁড়ান- বিহঙ্গের পাখা মুড়ে ফেলার সময় এখনও আসেনি। নিজের বুকে আতরগন্ধী এই ধরিত্রীর অনেক নড়াচড়া এখনও রীতিমতো অনুভব করি। "জীবনের এই সব নিভৃত কুহক" এখনও তো কিছু কিছু বুঝি।

কিছুদিন গুগল আর সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষজনের– মানে 'আমআদমি' গোবিন্দভোগ ক্রেতাদের– মতামত লক্ষ করলাম। কাস্টমার ফিডব্যাক। দেখি বেশিরভাগই গত দুই বছর ধরে প্রায় একই অনুযোগ করে চলেছেন। আমারই মতো আফসোস সবথেকে বেশি গন্ধ নিয়ে। একটা জায়গায় দেখলাম, একজন অনলাইন চাল বিক্রেতা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তার লম্বা উত্তর করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এটা ঠিকই, মানের তারতম্য ঘটেছে। তিনি দুজন চাষির কাছ থেকে তাঁর সংবৎসরের গোটা রসদটা হোলসেলে জোগাড় করেন। তাঁরা জৈব সার দিয়ে নিষ্ঠাভরে নাকি চাষ করে চলেছেন, কিন্তু ওই। গন্ধ বিরাট কমের দিকে। ফলনও পড়েছে। আবহাওয়া যে প্রতিকূল, মাটিও আর পারছে না। কতদিন এত বাড়তি মুখকে খাওয়াবে?

> গুগল ও সোশ্যাল মিডিয়াতে 'আমআদমি' গোবিন্দভোগ ক্রেতাদের– মতামত লক্ষ করলাম। দেখি বেশিরভাগই দুই বছর ধরে অনুযোগ করে চলেছেন। ...আদত সমস্যা কিন্তু যেখানকার সেখানেই– বড্ড চাপ। আর পারছে না পৃথিবী। চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুনের দোতলা বাসের ছবি মনে পড়ে? বাসের পেট ফুলে আছে মানুষের চাপে? গা বেয়ে ঝুলছে অসংখ্য মানুষ... পৃথিবীর অবস্থা যে অনেকটা ওইরকম।

আমরা যে আট বিলিয়ন ছুঁয়ে ফেলেছি। ম্যাক্রো ইকনমিক্স, মাইক্রো ইকনমিক্স, কনজিউমার ইকনমিক্স, সাপ্লাই সাইড ইকনমিক্স– কত বুলি কপচাতে শিখলাম। আদত সমস্যা কিন্তু যেখানকার সেখানেই– বড্ড চাপ। আর পারছে না পৃথিবী। চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুনের দোতলা বাসের ছবি মনে পড়ে? বাসের পেট ফুলে আছে মানুষের চাপে? গা বেয়ে ঝুলছে অসংখ্য বাড়তি মানুষ... পৃথিবীর অবস্থা যে অনেকটা ওইরকম।

সেদিন ফোনে কথা বলছিলাম এক ভাইয়ের সঙ্গে। সে তার পারিবারিক একটি চা বাগান চালায়। বলছিল যে– দাদা, খুব সমস্যা। এমনিতে চা গাছ বহুদিন বাঁচে এবং পাতা দিয়ে যায়। একটু মাটি, ঢাল, জল, তাপমাত্রা, সূর্যের সরাসরি আলোর থেকে ছায়া, ব্যাস। ওই, শেড ট্রি লাগানো। আজকাল তাপমাত্রা নিয়ে যত সমস্যা, তার অনেক বেশি কিন্তু শুকনো আবহাওয়ার জন্য। বাতাসে জলীয় বাষ্প এত কম। গাছের ফলন দ্রুত নেমে আসছে। সেটা রুখতে নানান কৃত্রিম রসায়নও বেশি প্রয়োগ করা যাবে না। তাহলে পাতায় সেটার অবশিষ্ট পরিমাণ বেড়ে যাবে। বিশ্ববাজারে সেটা তখন চলবে না, অকশনে দাম পড়বে। এইসব সামলে বাগান চালানো সম্প্রতি খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে।

শুনে মনে শুধু কবিতার লাইন ঘুরপাক খাচ্ছিল : অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়/ আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/ আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/ খেলা করে;/ আমাদের ক্লান্ত করে/...

আচ্ছা, এসব না হয় সব বোঝা গেল। এখন উপায়? একটা উপায় নিঃশব্দে তৈরি হয়ে চলেছে, কারণ সারা পৃথিবীর নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণী বিবাহে অনিচ্ছুক হয়ে উঠছে। আর সেই বিয়ে কোনওক্রমে হলেও, তাদের বাচ্চাদের সংখ্যা একের বেশি ছাড়াচ্ছে না। এটা রিপ্লেসমেন্ট রেট পরিবার পিছু ২.১-এর তুলনায় অনেকটা কম। আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া– যেদিকেই তাকাও, ঘটনাটি এক। ফলে সামনের একশো পঁচিশ বছরে বিশ্বের লোকসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাবে বলেই বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর ধারণা। এবং কিছু কিছু সিমুলেশনের তথ্য আরও নাটকীয় লোকসংখ্যার হ্রাস নির্দেশ করছে।

এই সূত্রে একটা একদম নতুন কথাও বলি। আমার একটি প্রিয় বিষয় হল 'থট এক্সপেরিমেন্ট', নির্ভেজাল চিন্তার স্তরে পরীক্ষা। সত্যের অন্বেষণ। ধরা যাক, হঠাৎ করে আমার ভগবানের সঙ্গে দেখা হল, আর তিনি আমায় বললেন : বৎস, এত দুশ্চিন্তা কেন? কোনটা ঠিক করে দিলে তোমার মন নির্ভার হয়? আমি একটুও না ভেবে বলতাম : মানুষে মানুষে সম্পর্ক, বুকের সম্পর্ক, আপনি একটু আগের মতো করে দিন। সাধারণ। চাকচিক্যহীন। শুধু একে অন্যের দুঃখে-সুখে পাশে থাকা। হাসা, কাঁদা। মনের থেকে খুশি হওয়া অন্যের ভালো হলে। আপনি একটু ওইরকম করে দিন, প্লিজ।

আর সব ঠিক আছে। আর সব খুঁত আমাদের পিঠে সইবে। শুধু ওইটা করে দিন স্যর।

... কেন জানি, শুধু এটুকু ভাবতে গিয়েই বাইরের উষ্ণ আবহাওয়া তুচ্ছ করে মনটা বেমালুম ভিজে আসে।

(লেখক আমেরিকার সান হোসের বাসিন্দা। গবেষক ও অধ্যাপক)

আজ

১৯৮৬

টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালের জন্ম আজকের দিনে।

১৯১৯

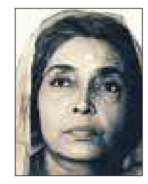

অভিনেত্রী ছায়া দেবীর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কার্লসেনের বিরুদ্ধে ক্লাসিক্যাল ম্যাচে প্রথম জয়! একেবারে ভাগ্যের দিন ছিল আমার। শেষ দিকে যা অবস্থা ছিল, তাতে ১০০ বার এই ম্যাচটা হলে আমি ৯৯ বার হারতাম। শুধু প্রতিপক্ষের ভুলের অপেক্ষা করে যাচ্ছিলাম। জানি না, এখনও যেন ওই ম্যাচটা নিয়ে ঘোরের মধ্যে আছি!

- গুকেশ ডোম্মারাজু

ভাইরাল/১

বৃষ্টিতে বানভাসি অরুণাচলপ্রদেশ। গ্রামের ঝুলন্ত সেতু দিয়ে নদী পার হচ্ছেন একজন। বাঁশের সেতুটি যে দড়িতে ঝুলছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে বিপজ্জনকভাবে পার হচ্ছেন। জলের ঢেউয়ে সেতুটি দুলকি চালে দুলছে। হাড়হিম ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

অটোচালককে জুতোপেটা। বেঙ্গালুরুর রাস্তা দিয়ে স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। একটি অটোর সঙ্গে স্কুটির ধাক্কা লাগে। মহিলার পায়ে আঘাত লাগে বলে অভিযোগ। শুরু হয় ঝামেলা। মহিলা চপ্পল খুলে চালককে মারতে থাকেন। পরে অবশ্য ক্ষমা চান 'লেডি সিংহম'।

জনমন জনমত

সুপারস্পেশালিটিতে প্রতীক্ষালয়ের দুরবস্থা

জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ গোটা উত্তরবঙ্গের বহু মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল। এখানে রোগীর পরিজনের অপেক্ষা ও বিশ্রামের জন্য প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে রোগীর পরিজনের আশ্রয়ের একমাত্র জায়গাটির অবস্থা খুবই খারাপ। এই ঘরটি দীর্ঘদিন ধরে ঝাড় দেওয়া হয় না। চারদিকে আবর্জনা জমে আছে। লাইট জ্বলে না। ফ্যানের জায়গায় ফ্যান নেই। যদিও বা একটা ফ্যান আছে, কিন্তু তা চলে না। এছাড়া রাতে মশা আর দিনে মাছির উপদ্রব। শান্তিতে বসে থাকা যায় না, ঘুমোনো তো দূর অস্ত।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে রোগীর পরিজনেরও রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ঘরে থাকা সাইনবোর্ড দেখে জানা যায়, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এই কাজটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে করা হয়েছে, যার উদ্বোধন হয়েছে ২০১৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর। কিন্তু অল্প সময়ে এত বিশাল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তৈরি করা এই প্রতীক্ষালয়টির এমন দুর্দশা সত্যিই লজ্জার। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তপন রায়, সাতভেন্ডি, ময়নাগুড়ি।

বিধান মার্কেটে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান বাজার বিধান মার্কেট। শিলিগুড়ি তো বটেই, আশপাশের বিভিন্ন এলাকা, পার্বত্য অঞ্চল, সিকিম এমনকি নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ থেকেও ক্রেতারা এখানে আসেন। কিন্তু এখানে গাড়ি রাখার জন্য পার্কিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। নিকটবর্তী এলাকায় আগুন নেভানোর জন্য দমকলের সুবিধা নেই। জল মজুতেরও সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধু বিধান মার্কেটেই নয়, আশপাশে ঘন জনবসতি এলাকায় একই ধরনের অসুবিধা রয়েছে। এখন যদি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মেলা মাঠ থেকে কিছু জায়গা নিয়ে এই পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে বিধান মার্কেট এবং আশপাশের ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা উপকৃত হবেন।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে উদাসীনতা

২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজ্যের হাজার হাজার পূর্ণ প্রশিক্ষিত ও মেধাবী তরুণ-তরুণী প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি একদিকে যেমন শিক্ষিত বেকার তরুণদের মানসিক ও আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করছে, তেমনই অন্যদিকে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থারও মারাত্মক ক্ষতি করছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, রাজ্যের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ দিয়ে মুক্তি দিন।

মিন্টু দাস
উছলপুকুরি, কোচবিহার।

বিজ্ঞানকে আজও অস্বীকার করা হয় কীভাবে

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আগে আমেরিকার মতো দেশে পরিবেশ নিয়ে সচেতনতার অভাব হতবাক করে। বাংলা বা ভারতেও এক ছবি।

তাপস চট্টোপাধ্যায়

ক'দিন আগে, আমেরিকার ২২ জন তরুণ-তরুণী সে দেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে, তাঁর জারি করা 'ন্যাশনাল এনার্জি এমার্জেন্সি' নামক বিভিন্ন নির্দেশের বিরুদ্ধে, ফেডেরাল কোর্টে মামলা ঠুকেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ক্ষমতাসীন হবার পরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এনার্জির জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য উৎসের, যেমন জলবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল, পারমাণবিক বিদ্যুতের উপরে নির্ভরশীলতা কমিয়ে চিরাচরিত জীবাশ্ম জ্বালানির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব বৃদ্ধির পক্ষে নিদান দিয়ে চলেছেন। যাতে বায়ু দূষণ অনিবার্য। গ্রিনহাউস গ্যাসের বিপদ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়াকে রক্ষার আন্দোলনকে ট্রাম্প বিজ্ঞানীদের অপচেষ্টা মনে করেন। মামলাকারীরা রাষ্ট্রের এমন সব অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

আমেরিকার মতো বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্রের, পরিবেশ দূষণের পক্ষে কার্যকর, এমনতর বিজ্ঞান-বিরোধী পদক্ষেপ ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেও আমরা দেখেছি। এবার তিনি আরও তেড়েফুঁড়ে বিশ্বমঞ্চে অবতীর্ণ। পরিবেশ যেহেতু বিশ্বায়ত, সমগ্র বিশ্ববাসী বায়ুমণ্ডল, জল ও মাটি অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের আশ্রিত, তাই বিশ্বের সচেতন মানুষ আজ আতঙ্কিত।

আমাদের রাজ্যের দেউচা পাঁচামি এলাকার বিস্তীর্ণ কয়লাখনি থেকেও লক্ষ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন হতে চলেছে। এইসব খনি থেকে উত্তোলনের সময় দূষিত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে যাবে। পরবর্তী ধাপে প্রধানত তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লার ব্যবহার হবে। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এটা বিরাট সাফল্য বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু জীবাশ্ম বা ফসিল জ্বালানির এই উৎসকে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করায় নির্গত হবে কোটি কোটি টন গ্রিনহাউস গ্যাস যা বায়ুমণ্ডলকে করে তুলবে দূষিত ও বিষাক্ত। অথচ এই বিপদের বিষয়ে রাজ্যের প্রশাসন নির্বিকার। পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য প্রতিটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা ও অঙ্গীকার সত্ত্বেও বহুবিধ ক্ষতিকারক নীতির দৃষ্টান্ত কার্যকর হতে দেখছি বিভিন্ন রাজ্যে।

মনে পড়ল ১৯৯৫ সালে কেমিস্ট্রির নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তিনজন বিজ্ঞানীকে শুধুমাত্র একটা ছোট্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য। ওজোন গ্যাস আর ক্লোরিনের মধ্যে একটা বিক্রিয়া, যার প্রাথমিক আলোচনা এখন বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতেই আছে। এটা জেনে অনেকে ভাবতেই পারেন, এই সামান্য একটা বিক্রিয়ার জন্য নোবেল কেন? পল ক্রুজেন, মারিও মোলিনা এবং ফ্রাঙ্ক শেরড-- এই তিন বিজ্ঞানী দেখালেন যে ওজোন গ্যাস আর ক্লোরিনের মধ্যে বিক্রিয়ায় বের হওয়া ক্লোরিন রেডিক্যাল একটা একটা করে বায়ুমণ্ডলের প্রাকৃতিক ওজোন অণুকে ভেঙে ফেলছে। শুধু ভাঙেই না- একটা ক্লোরিন অণু হাজার হাজার ওজোন অণু ধ্বংস করতে পারে চেন বিক্রিয়ার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'গ্রিনহাউস প্রভাব'। এটি প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে, কিন্তু মানবসৃষ্ট অতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে জমে গিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণ হচ্ছে।

এই আবিষ্কারের ফলশ্রুতি, বিশ্ব উষ্ণায়ন বা ও তার ক্ষতিকর বিপদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম ঘোষণা। তখনও কেউ জানত না সুগন্ধ ছড়ানোর স্প্রে ক্যান এবং রেফ্রিজারেটারের ভেতর থাকা গ্যাস ক্লোরোফ্লুরোকার্বন বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে। কিন্তু এই তিনজন সেই অদৃশ্য বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন।

কী আশ্চর্য, আজ ৫০ বছর পরেও দূষিত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানেরই বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত আরোপের জন্য দমনপীড়ন করছে অধিকাংশ মানদণ্ডে সবচেয়ে উন্নত দেশ আমেরিকা।

(লেখক শিক্ষাবিদ। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৫৬

পাশাপাশি : ১। জামাইষষ্ঠীর নিয়ম পালন করতে যে পাখা লাগে ৩। সবজি হিসেবে খাওয়া হয় এই লম্বা ফল ৫। নিজের কৃতকর্মের জন্য অশেষ দুঃখভোগ ৬। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া ৭। প্রসাধন বা সাজানো ৯। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণে কাল্পনিক বৃত্ত ১২। সোনা বা রুপোর পাতলা আবরণ ১৩। শারীরিক গঠন সুন্দর নয়।

উপর-নীচ : ১। এই ফুল পুজোয় লাগে এবং জলে ফোটে ২। বিনা কারণে বা অহেতুক ৩। যিনি ঘোড়ার দেখাশোনা এবং যত্ন করেন ৪। ভারতের প্রতিবেশী একটি দেশ ৫। গলার আওয়াজ ৭। খুবই আনন্দিত বা আবেগপ্রবণ ৮। নস্যি রাখার ডিবে ৯। আগুনের শিখা ১০। জাহাজ চালান ১১। রাশিচক্রের একটি।

সমাধান ■ ৪১৫৫

পাশাপাশি : ১। গাবর ৪। সুবল ৫। যম ৭। চাতাল ৮। নামঞ্জুর ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। ক্ষার ১৪। নহর ১৫। দশন।

উপর-নীচ : ১। গালিচা ২। রসুল ৩। মালখানা ৬। মকর ৯। সমীক্ষা ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আমার মা কোথায়, আর্জি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২ জুন : অসম সরকার ন্যায়সংগত শুনানি ছাড়াই তাঁর মা মনোয়ারা বেওয়াকে আটকে রেখেছে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা সরকারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগই করেছেন মনোয়ারার ছেলে ইউনূস। ইউনূসের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ মামলার আবেদন জানান বিশিষ্ট আইনবিদ কপিল সিবাল। সোমবার সর্বোচ্চ আদালতে ইউনূসের করুণ আর্তনাদ শোনা গিয়েছে, 'আমার মা কোথায়?' শীর্ষ আদালত ইউনূসের আবেদন গ্রহণ করেছে।

এনআরসি ইস্যুতে বাংলাদেশি সন্দেহে অসম সরকার বহু ব্যক্তিকে আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখে। মনোয়ারা বেওয়াকেও রাখা হয়। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেয়। তার আগে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, বিদেশি হিসেবে যাঁদের ফরেনার্স ক্যাম্পে তিন বছরের বেশি আটক রাখা হয়েছে, তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। ইউনূসের দাবি, তাঁর মা শীর্ষ আদালত নির্ধারিত শর্ত পূরণ করেছেন। তারপরেও ২৪ মে মায়ের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে স্থানীয় থানায় তাঁকে যেতে বলা হয়। সেই থেকে তিনি আটক হয়ে রয়েছেন। তাঁকে ছাড়া হয়নি। ইউনূস জানিয়েছেন, তিনি পুলিশকে বলেছেন যে, তাঁর মায়ের মামলা এখনও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তিনি জামিনে আছেন। তাঁর অভিযোগ, এরপরেও তাঁর মাকে পুলিশ ছাড়েনি।

আত্মসমর্পণ ১৬ মাওবাদীর

রায়পুর, ২ জুন : সোমবার ছত্তিশগড়ের সুকমায় ১৬ মাওবাদী আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। ছ'জনের মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। ন'জন কারলাপেন্দার বাসিন্দা। রাজ্য সরকারের নয়া প্রকল্প অনুযায়ী কারলাপেন্দা গ্রাম এবার এক কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প পাবে।

সুকমার এসপি কিরণ চবন জানিয়েছেন, ধরা দেওয়া ১৬ জন মাওবাদীর প্রত্যেকে ৫০ হাজার করে টাকা পাবেন। তারপরেও তাঁরা সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের সমস্ত সুযোগসুবিধা পাবেন। চাকরি ও আইনি সুরক্ষাও দেওয়া হবে। সরকারের নয়া পুনর্বাসন নীতিতে মাওবাদীদের পদ অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

অসমের মেয়ের নাচে মুগ্ধ ব্রিটেন

লন্ডন, ২ জুন : অডিশনে নয় বছরের ছোট্ট মেয়েটা বলেছিল, 'জিতলে একটা পিঙ্ক ডল হাউস কিনব।' ব্রিটেনের জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো 'ব্রিটেন গট ট্যালেন্ট'-এর মঞ্চে তৃতীয় স্থানাধিকারী হিসাবে অসমের বিনীতা ছেত্রীর নাম ঘোষণার পর ডল হাউসের কথা ঘুরেফিরে আসছিল দর্শকদের মধ্যে। ৩১ মে প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী ব্রিটিশ ম্যাজিশিয়ান হ্যারি মোল্ডিং। ভারতীয় হিসাবে বিনীতাই প্রথম

'ব্রিটেন গট ট্যালেন্ট'-এর ফাইনালে পৌঁছেছিল। তৃতীয় হিসাবে নাম ঘোষণার পর সঞ্চালকের প্রশ্নে বিনীতা বলেছে, 'আমি খুব খুশি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞতা।' এক্স হ্যান্ডেলে বিনীতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

বিনীতার বাবা অমর ছেত্রী একটি মুরগি খামারের মালিক। বাবার উদ্যোগেই গুয়াহাটি ও জয়পুরে নাচ শিখেছে বিনীতা। ব্রিটেন থেকে অসমে নিজের গ্রামে ফিরে এসেছে ছোট্ট মেয়েটি। তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ভিড় করেন অগুনতি মানুষ।

নিষ্ক্রিয় রাশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধবিমান

পুতিনের দুর্গে হানার ছক দেড় বছর আগে

অপারেশন স্পাইডার ওয়েভ

- ১১৭টি ড্রোনকে নিয়ে যাওয়া হয় রাশিয়ায়
- সেগুলিকে ট্রাকে বিশেষভাবে তৈরি কাঠের বাক্সে রাখা হয়েছিল
- রিমোট দিয়ে ড্রোনগুলিকে রুশ বিমানঘাঁটি ধ্বংস করতে পাঠানো হয়
- হামলা দেশের ভিতর থেকে হওয়ায় রুশ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজে আসেনি

৩ বছরে ইউক্রেনের সাফল্য

- কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার নৌবহরের প্রধান জাহাজ মস্কভা ডুবিয়ে দেওয়া
- কার্চ সেতুতে বিস্ফোরণ
- সেভাস্তোপোল বন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
- রুশ ভূখণ্ডের প্রায় ১,২০০ বর্গকিলোমিটার দখল
- ড্রোন হামলায় ৪১ যুদ্ধবিমান ধ্বংস

কিভ, ২ জুন : হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির বাগযুদ্ধের স্মৃতি এখনও টাটকা। জেলেনস্কিকে উদ্দেশ করে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমরা বাদে আপনার হাতে কোনও তাস নেই।' হোয়াইট হাউস ছাড়ার দু'মাস বাদে হাতের গোপন তাসটি খেললেন জেলেনস্কি।

সোমবার তুরস্কের ইস্তানবুলে শান্তি বৈঠকে বসেছেন রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিরা। তার ঠিক ঘণ্টাকয়েক আগে রবিবার সীমান্তের ৫০০ থেকে সাড়ে ৫ হাজার কিলোমিটার দূরে অন্তত ৫টি রুশ বিমানঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনীয় এফপিভি ড্রোন। তাদের হামলায় রুশ বায়ুসেনার অন্তত ৪১টি যুদ্ধবিমান হয় পুরোপুরি ধ্বংস নয়তো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্ল হারবারে জাপানের হামলায় মার্কিন নৌবহর ধ্বংসের পর বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে কোনও হামলায় এত বড় সামরিক সাফল্যের নজির মেলে না। 'অপারেশন স্পাইডার ওয়েভ' নামের এই দুঃসাহসী অভিযানের যে নীলনকশা সামনে এসেছে, তা গোটা বিশ্বের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের চমকে দিয়েছে।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, স্পাইডার ওয়েভের প্রস্তুতির জন্য ১৮ মাস সময় লেগেছে। এবারের হামলা ইউক্রেন থেকে রাশিয়ায় হয়নি, হয়েছে রাশিয়া থেকে রাশিয়ায়। ইউক্রেনীয় সেনার ১১৭টি ড্রোনকে প্রথমে গোপনে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর সেগুলিকে একাধিক ট্রাকে বিশেষভাবে তৈরি কাঠের বাক্সে লুকিয়ে রাখা হয়। রবিবার গভীর রাতে দূর নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সক্রিয় করে ড্রোনগুলিকে রুশ বিমানঘাঁটি ধ্বংস করতে পাঠানো হয়েছিল। হামলা রাশিয়ার ভিতর থেকে হওয়ায় সীমান্তে মোতায়েন পুতিন বাহিনীর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজে আসেনি। রাশিয়ার যেসব বিমান ধ্বংস হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে, টিইউ ৯৫, টিইউ ২২-এর মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। এছাড়া পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে সক্ষম একাধিক ফাইটারজেটও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেডার শনাক্তকরণ এবং কমান্ডসেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত ২টি এ-৫০ বিমান।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সেরহি কুজান বলেন, 'ওই বিমানগুলি বহু দূর থেকে আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারত। ওদের কাছে এধরনের মাত্র ১২০টি বিমান রয়েছে। আমরা তার মধ্যে অন্তত ৪০টিকে আঘাত করেছি। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭০০ কোটি ডলার। এটা সত্যিই এক দুর্দান্ত সাফল্য।' ইউক্রেনের সামরিক ব্লগার ওলেকসান্দর কোভালেনকোর বক্তব্য, 'ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে রাশিয়ার বর্তমান সামরিক পরিকাঠামোয় এই ঘাটতি দ্রুত পূরণ করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।' ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করলেও রাশিয়ার তরফে অবশ্য সোমবারও ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'মুরমানস্ক, ইরকুটস্ক, ইভানোভো, রিয়াজান এবং আমুর অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের বিমানঘাঁটিগুলিতে ড্রোনের সাহায্যে হামলা করা হয়েছিল। এতে বেশ কয়েকটি বিমানে আগুন ধরে গিয়েছে।'

অপারেশন স্পাইডার ওয়েভ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরিকল্পনার রূপকার ইউক্রেনীয় সেনাকর্তা ভাসিল মালিউককের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির হাসিমুখে হাত মেলানোর ছবি পোস্ট করেছে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রক। আমেরিকায় পালাবদলের পর ইউক্রেন যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে নিজেদের হাতে নিচ্ছিল রুশ সেনা। জেলেনস্কির দেশের প্রায় ২০ শতাংশ বর্তমানে রাশিয়ার দখলে। ইউক্রেনকে সাহায্যের বদলে আত্মসমর্পণের জন্য চাপ দিচ্ছে ট্রাম্প সরকার। এই পরিস্থিতিতে রুশ বিমানবহর ধ্বংস করতে জেলেনস্কি যে সন্ধিক্ষণকে বেছে নিয়েছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। এর ফলে ইস্তানবুলে দরকষাকষির নিরিখে কিছুটা হলেও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে ইউক্রেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের ফলাফল যে এখনও অমীমাংসিত বিশ্বকে সেই বার্তা দিয়েছেন জেলেনস্কি। ইউরোপের যেসব দেশ এতদিন ইউক্রেনকে সাহায্য করেছে রবিবারের পর তারাও নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকার ব্যাপারে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হবে। অস্বস্তিতে পড়বে ট্রাম্পের আমেরিকা। নাম না করলেও এদিন ট্রাম্প, পুতিন দু'জনকেই বার্তা দিয়েছেন জেলেনস্কি। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'এটা একমাত্র ইউক্রেনের দ্বারা অর্জিত ফলাফল।' গত মার্চে ক্যামেরার সামনে বসে জেলেনস্কিকে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমেরিকার সমর্থন না পেলে ইউক্রেনের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য পাওয়া অসম্ভব।' অপর একটি পোস্টে জেলেনস্কি লিখেছেন, 'আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ এবং নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রেখেছি। রুশদের কাছে আমরা যে প্রস্তাব পেশ করেছি, তা যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত।' বল এখন পুতিনের কোর্টে।

পার করিয়া দাও... *সোমবার অসমের নগাঁও-তে।*

হাসপাতালে বেড না পেয়ে মৃত্যু নাবালিকার

পাটনা, ২ জুন : ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ঠিক সময়ে ভর্তি হতে না পেরে বেঘোরে মৃত্যু হল দলিত সম্প্রদায়ের বছর দশেকের এক নাবালিকার। রবিবার সকালে পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (পিএমসিএইচ) তার মৃত্যু হয়। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা এবং হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগ তুলে উত্তাল বিহার রাজনীতি।

মুজফফরপুর জেলার তুরকি এলাকায় গত ২৭ মে ওই দলিত মেয়েটিকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে বাড়ির কাছে ভুট্টা খেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এক ব্যক্তি। ধর্ষণের পর তার গলা কেটে খুনের চেষ্টাও করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃতার গলায় এবং বুকে ধারালো অস্ত্রের একাধিক কোপের চিহ্ন ছিল। গলার স্বরযন্ত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে কথা বলতে পারছিল না।

মুজফফরপুরের এসএসপি সুশীল কুমার বলেন, 'অভিযুক্ত পেশায় মাছ বিক্রেতা। সে পাশের গ্রামে থাকত। মৃতাকেও চিনত। তাকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছেন। ১৫ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করা হবে। দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া চালিয়ে দোষীকে শাস্তি দিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটমুখী বিহারে বিজেপি-জেডিইউ জোট সরকারের

ধর্ষণের পর কাটা হল গলাও

বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এই ঘটনাকে 'দলিত নাবালিকার ওপর বর্বরতা' এবং 'দ্বৈত ইঞ্জিন সরকারের নিষ্ক্রিয়তা' বলে উল্লেখ করে এক্স-এ লেখেন, 'সময়মতো চিকিৎসা পেলে হয়তো মেয়েটি বাঁচত। কিন্তু এই সরকার নিরাপত্তা তো দিতেই পারেনি, চিকিৎসাও দিতে ব্যর্থ।' তিনি দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বলেন, 'আমরা চুপ করে বসে থাকব না, যতক্ষণ না মেয়েটির পরিবার ন্যায়বিচার পাচ্ছে।'

প্রথমে মেয়েটিকে মুজফফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয় পাটনা মেডিকেল কলেজে। অভিযোগ, হাসপাতালে নাম নথিভুক্ত করার পরও পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত তাকে ভর্তি করা হয়নি। প্রায় দু'ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্সেই অপেক্ষা করতে হয় গুরুতর আহত ও অসুস্থ নাবালিকাটিকে। শনিবার রাতে আইসিইউ'তে ভর্তি করা হলেও রবিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

মৃতার কাকা বীরেন্দ্র পাসোয়ান বলেন, 'সময়মতো ভর্তি করা গেলে হয়তো ওকে এভাবে মরতে হত না। কিন্তু হাসপাতালে কেউ আমাদের কথাই শুনল না।'

যৌন হেনস্তায় ৩০ বছরের জেল দোষীকে

চেন্নাই, ২ জুন : তামিলনাড়ুর আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় অভিযুক্ত জ্ঞানশেখরনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত। অন্তত ৩০ বছর জেলে থাকতে হবে তাকে। ৩০ বছরের কারাদণ্ড পূরণ হওয়ার আগে তার সাজা মকুব করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে চেন্নাইয়ের এক মহিলা আদালত। আসামিকে ৯০ হাজার টাকা জরিমানাও করেছে আদালত।

ঘটনাটি ঘটে গত বছর ২৩ ডিসেম্বর। ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকে অভিযুক্ত প্রথমে ১৯ বছরের এক ছাত্রী ও তাঁর এক বন্ধুর ওপর হামলা চালায়। পরে সে ছাত্রীটিকে যৌন হেনস্তা করে

এবং সেই ঘটনার ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করে। ঘটনার দিনই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আদালত জানায়, জ্ঞানশেখরনকে ধর্ষণ, অপহরণ, ভয় দেখানো সহ মোট ১১টি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। মামলায় মোট ২৯ জন সাক্ষী জবানবন্দি দেন। ১০০ পাতার চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। দোষী জ্ঞানশেখরন জানিয়েছিল, তার বৃদ্ধা মা ও আট বছরের মেয়ের দেখভালের জন্য তাকে যেন ন্যূনতম সাজা দেওয়া হয়। কিন্তু বিচারক এম রাজলক্ষ্মী জানান, সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সর্বোচ্চ সাজাই তার প্রাপ্য। এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বলেন, নারীর সুরক্ষা নিয়ে যারা 'নাটক' করে, তাদের জন্যই পুলিশের এই পদক্ষেপ এক ধরনের জবাব।

কেটেছেঁটে বাজেট পেশ ইউনূস সরকারের

ঢাকা, ২ জুন : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেটেই ভাটার টান। আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সংকোচন শুরু হয়েছে, সোমবারের বাজেট থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও বাজেটের আয়তন তার আগের বাজেটের চেয়ে কমেছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার সময় গতবছর যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল, তার পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। এবার তা কমে হয়েছে ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে কিছু পণ্যের দাম কমানো হলেও মূলগতভাবে জোর দেওয়া হয়েছে রাজস্ব আদায়ে। যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সব পণ্য ও পরিষেবায় করের পরিমাণ বেড়েছে। অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে আয়কর কাঠামো। বিপরীতে হাসিনাবিরোধী ছাত্র-জনতাকে সন্তুষ্ট রাখতে প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তাতে বরাদ্দের পরিমাণও নেহাত কম নয়।

বাজেট পেশ করতে গিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'শীঘ্রই জুলাই গণ অভ্যুত্থানের শহিদদের পরিবার এবং আহতদের জন্য ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০২৫-'২৬ অর্থবছরে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবার এবং আহতদের জন্য ৪০৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।'

বরাদ্দে গুরুত্ব ছাত্র-জনতাকে

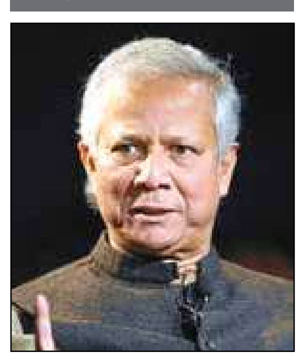

এদিন পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে যেসব বর্ধিত কর চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেগুলির মেয়াদ ২০২৮ বা ২০৩০ সাল পর্যন্ত। কোনও অন্তর্বর্তী সরকার এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি না সেই প্রশ্ন উঠছে। রাজনৈতিক দলগুলির বড় অংশের দাবি মেনে ইউনূস সরকার ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন করতে কতটা আগ্রহী, এদিনের বাজেট তা নিয়ে জল্পনা উসকে দিয়েছে। সংসদ না থাকায় সোমবার টেলিভিশন ও রেডিও-র মাধ্যমে বাজেট পেশ করেন অর্থ উপদেষ্টা। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। যা দেশের মোট জিডিপির ৯ শতাংশ। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ২ লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি টাকা। প্লাস্টিক পণ্য, মোবাইল, গ্যাস সিলিন্ডার, সিগারেট, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন, বিদেশি চকোলেট, অনলাইন পণ্য, নির্মাণ ক্ষেত্র, সুতো, সাবান, শ্যাম্পু, ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ওপর বাড়তি কর চাপানো হয়েছে। কর কমেছে এসি, ফ্রিজ, ই-বাইকের মতো কিছু বিলাস দ্রব্যে।

ইউনূস সরকারের ওপর আমেরিকার প্রভাব নিয়ে তর্ক আরও জোরালো হয়েছে এবারের বাজেটে। সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক নিয়ে আলোচনায় বসবে বাংলাদেশ। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ১০টি পণ্যে আমদানি শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার, ৬৫টি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানো, ৯টি পণ্যে সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার এবং ৪৪২টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। আমদানি পণ্যে শুল্ক কমানো আগেই হয়ে গেলে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় কীভাবে দর কষাকষি করবে বাংলাদেশ, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনীতিবিদরা।

এদিন ৩০টি রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতিতে ঢাকায় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সবার আলোচনার ভিত্তিতে আমরা জুলাই সনদ করব। এটাই আমাদের লক্ষ্য। এখানে আমাদের সবার ঐকমত্য তুলে ধরব।' তিনি আরও বলেন, 'ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে অনেকগুলো বিষয়ে আমরা কাছাকাছি এসে গিয়েছি। আরেকটু চেষ্টা করলে আমাদের তালিকায় আরেকটা সুপারিশ যুক্ত হতে পারে। এই সুযোগ যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি।'

বিশেষ অধিবেশন চায় বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ জুন : অপারেশন সিঁদুর, পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ এবং কাশ্মীরের জ্বলন্ত পরিস্থিতি,এই সমস্ত বিষয়ে দেশের সামনে স্বচ্ছ বার্তা তুলে ধরতে চায় বিরোধী শিবির। আর সেই লক্ষ্যেই জুনে সংসদের বিশেষ অধিবেশন চেয়ে এবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠাতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট। জোটের আওতায় থাকা প্রায় সব দল ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছে। সেই মর্মে মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বৈঠকে বসছে।

তৃণমূল সূত্রে দাবি, কংগ্রেস, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়ে এই দাবিতে সহমত পোষণ করেছে। ব্যতিক্রম এনসিপির শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী।

তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'জুনে সংসদের বিশেষ অধিবেশন জরুরি। কারণ, অপারেশন সিঁদুর, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ, জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা-সব কিছু নিয়েই দেশের মানুষের জানার অধিকার আছে।

সিঁদুরের পর প্রথম মন্ত্রীসভা বসছে কাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ জুন : পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটিতে ভারতের প্রত্যাঘাতের প্রায় একমাস পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার বৈঠক হতে চলেছে বুধবার। অপারেশন 'সিঁদুর'-এর পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভার বৈঠক হবে এটি। খবর, বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একটি বিশদ উপস্থাপনা দেবেন। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এই উপস্থাপনা দেশের কৌশলগত অবস্থান, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নীতির দিকনির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭ মে ভোরে অপারেশন সিঁদুরের সূচনা হয়। ওই রাতেই প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর মন্ত্রীসভার ঘনিষ্ঠদের নিয়ে বৈঠক করেন। তার একমাস পর মন্ত্রীসভার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। পহলগাম হামলার পর নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে মোদি সরকার একাধিক কড়া পদক্ষেপ নেয়। এর মধ্যে ছিল সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত, অমৃতসর সীমান্তে অবস্থিত আটারি ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট বন্ধ করা, পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেন বাতিল এবং পাকিস্তানি বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে গঠিত হয় সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল, যারা নানা দেশে গিয়ে অপারেশন সিঁদুর এবং ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়েছে।

তবে সরকারের এই জয়ের দাবির মধ্যেই ছায়া ফেলেছে এক বিতর্ক। দিনকয়েক আগে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান জানান, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। এরপরই বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেন, কেন এই তথ্য এতদিন চাপা রাখা হয়েছিল?

৪ জুনের মন্ত্রীসভা বৈঠক তাই শুধুই কোনও প্রশাসনিক পর্যালোচনা নয়। অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষাপটে এটি হতে চলেছে এক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক টার্নিং পয়েন্ট। বৈঠকের মূল আকর্ষণ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বিস্তারিত উপস্থাপনা।

জইশ-লস্করের লক্ষ্য এবার 'বঙ্গাল' ছাত্ররা

নয়াদিল্লি, ২ জুন : পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদ এবার বাংলাদেশে সক্রিয় কিছু উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতীয় তরুণদের নিশানা করে উগ্রবাদ ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সম্প্রতি লাহোরের কাসুরে সইফুল্লা কাসুরির মতো লস্কর নেতারা 'বঙ্গাল' অঞ্চল ও তার বিভাজনের প্রসঙ্গ তুলে উসকানিমূলক বার্তা ছড়িয়েছে। ওই বক্তব্য এখন উগ্রপন্থী চক্রগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের নিশানা করেছে জইশ এবং লস্কর। এ কাজে তারা জামায়াত-এ-ইসলামি এবং এর ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরের সহযোগিতা পাচ্ছে। ওইসব ক্যাম্পাসে ধর্মীয় আলোচনার ছলে লস্করের প্রচারমূলক ভিডিও দেখানো হচ্ছে শুধু তা-ই নয়, কাশ্মীরে নিহত জঙ্গিদের 'শহিদ' বলে মহিমামণ্ডিত করে প্রচারও চলছে।

ছাত্র শিবিরের মাধ্যমে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠী ছাত্রাবাস, ইসলামি স্টাডি সার্কেল এবং আর্থিকভাবে দুর্বল ভারতীয় ছাত্রদের কাছে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে বলে খবর। বন্যা বা দুর্যোগের পর ত্রাণ সরবরাহের নাম করে উগ্র মতাদর্শ ছড়াচ্ছে তারা। গরিব ভারতীয় পড়ুয়াদের দলে টানা হচ্ছে স্কলারশিপের মাধ্যমে টাকাকড়ি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দিয়ে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, লস্কর ও তাদের তল্পিবাহক গোষ্ঠীগুলি ঢাকার আশপাশে মাদ্রাসাগুলির মাধ্যমে ছাত্রদের কট্টরপন্থী ওয়াহাবি-সালাফি মতাদর্শে দীক্ষিত করছে। ব্রিটেন সহ বিদেশি নানা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ওইসব মাদ্রাসা চলছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে 'জেহাদ' হিসাবেই তারা তুলে ধরছে।

ভারতবিরোধী বার্তা ছড়িয়ে দিতে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি কাজে লাগাচ্ছে উন্নততর প্রযুক্তিকে। লস্কর সমর্থকরা ভারতে মুসলিমদের ওপর 'অত্যাচারের' গল্প নানা আখ্যানের আকারে ছড়িয়ে দিচ্ছে, যাতে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ), দাঙ্গা, মন্দির ভাঙচুর ইত্যাদি ঘটনাকে তুলে ধরে ভারতকে 'শত্রু' হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে নানা ধরনের প্রচার কর্মসূচিতে। নানা ঘটনার ভিডিও, বিশেষ করে পহলগামের হামলার মতো ঘটনার ফুটেজ, টেলিগ্রাম ও সিগনালের মতো এনক্রিপ্টেড অ্যাপে শেয়ার করে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে।

জেহাদি প্রচারের ফাঁদে পা দিয়ে যেসব ছাত্র উগ্রপন্থাকে বরণ করে নিচ্ছে, তাদের আবার 'শিক্ষা সফর'-এর অছিলায় মায়ানমার বা নেপাল হয়ে পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে 'উচ্চতর প্রশিক্ষণ' নিতে।

ইতিমধ্যে ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে কিছু ছাত্রকে তথাকথিত শিক্ষা সফরে পাঠানোও হয়েছে বলে খবর। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, এই ধরনের সফরে বাংলাদেশকে এখন নিরাপদ ট্রানজিট হাব হিসাবে ব্যবহার করছে পাক জঙ্গি দলগুলির মাথারা।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে হিজবুত তাহরির, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)-র মতো উগ্র মৌলবাদী দলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে কাজ করছে।

বাংলাদেশে ইদানীংকালে এনজিওর সক্রিয়তা অনেকটা কমে যাওয়ায় সুবিধা হয়ে গিয়েছে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির। এরসঙ্গে হুন্ডি ও অন্যান্য বেআইনি লেনদেনের সুযোগে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা অর্থ লস্করের লোকজন তাদের কাজে লাগাচ্ছে। এসব অর্থ 'ইসলামি ঐতিহ্য রক্ষা' বা 'ক্যাম্পাস জনসেবা'র নামে ঢুকছে।

অন্যদিকে ভারতে সক্রিয় করা হচ্ছে স্লিপার সেলকে। উগ্রপন্থায় প্রশিক্ষিত ভারতীয় ছাত্রদের মাধ্যমে অসম ও নাগাল্যান্ডে প্রায় ৪০টি স্লিপার সেল ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। গত এপ্রিলে পহলগাম হামলায় এক লস্কর সদস্য জড়িত ছিল। সে হামলার আগে বাংলাদেশের এক কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল।

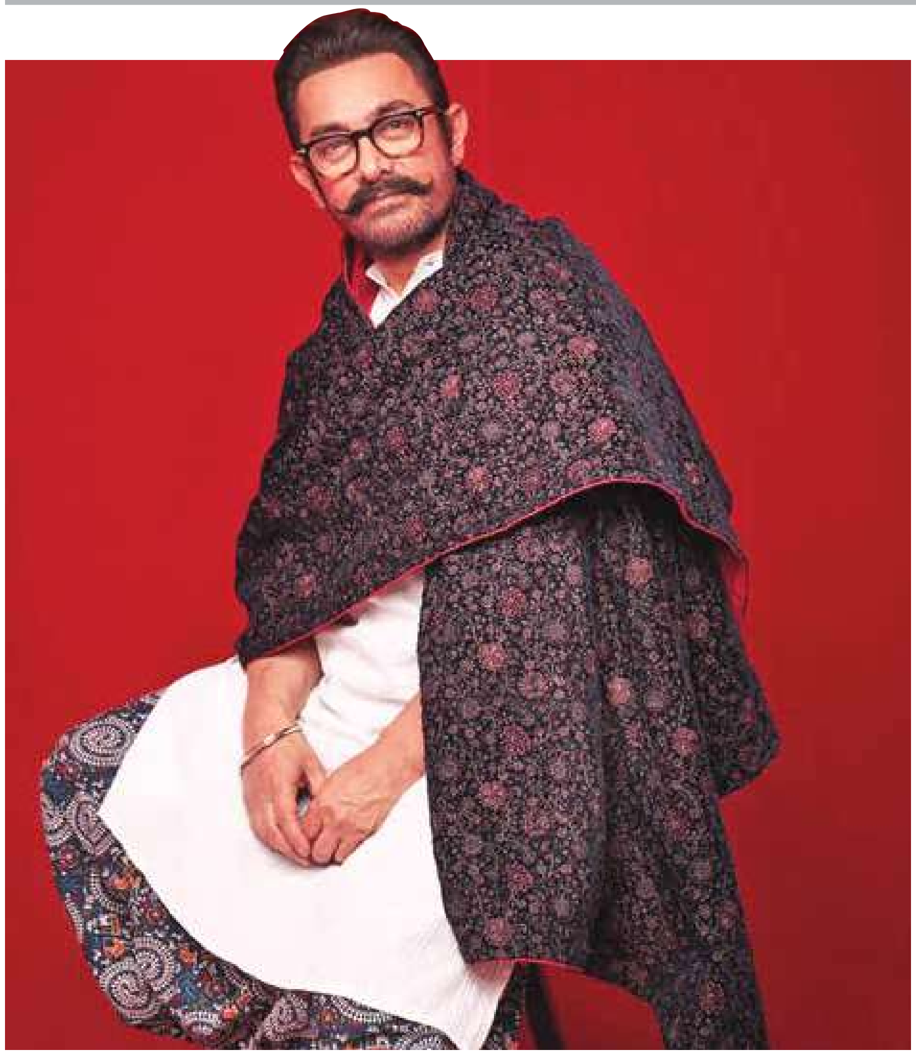

গৌরীর কথায় আমির

কিছুদিন আগে পর্যন্ত পারফেকশনিস্ট আমির খান ধরেই নিয়েছিলেন তিনি 'বুড়ো' হয়ে গিয়েছেন, রীনা দত্ত ও কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও তাঁরা এখনও তাঁর খুব কাছের। তাঁর পরিবারের অংশ। তাঁর ছেলেমেয়ে আছে। তিনি একা নন। সুতরাং তাঁর আর 'ভালোবাসার লোক'-এর দরকার নেই।

কিন্তু বছরখানেক আগে গৌরী প্রাট তঁর সব ধারণাই বদলে দিলেন। এইরকম মন্তব্য করেছেন আমির এক পডকাস্টে সাক্ষাৎকারে দিতে এসে। তাঁর কথায়, 'গৌরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি ভাবতাম, এই বয়সে আমি আর কাকে খুঁজে পাব। তখন আমার থেরাপি শুরু হয়। থেরাপিটা খুব কাজ দিয়েছে। এখন ভাবি, মাত্র চার মাসের আলাপে রীনাকে যেভাবে বিয়ে করেছিলাম, এখন পারব? পারব না। এখন নিজেকে বুঝি, জানি তার সঙ্গে আমাকে সারাজীবন থাকতে হবে। ফলে আরও বুঝে কাজ করতে হবে। এই বোঝার কাজটা আগের থেকে এখন আরও ভালো পারি আমি।'

আমির বলেন, 'সেই থেরাপির পর আমি বুঝলাম আমার নিজেকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করার সময় এসেছে। আমি সেই কাজটাই শুরু করলাম। বন্ধুদের বলেওছিলাম রীনা, কিরণের সঙ্গে এত ভালো সম্পর্ক, তাহলে আর কাউকে কি দরকার আমার! তখনো ভাবিনি গৌরীর সঙ্গে দেখা হবে এবং আমি এভাবে আবার সম্পর্কের বাঁধনে ধরা পড়ব। একটা ভুল থেকেই গৌরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তারপর আমাদের আলাপ, বন্ধুত্ব তারপর ভালোবাসলাম... গত এক বছর ধরে তো একসঙ্গে আছি। তো, সম্পর্কটা হয়ে গেল এভাবে।'

তবে তিনি জানিয়েছেন, দুই স্ত্রী তাঁর পরিবারের অংশ হয়েই থাকবেন। তাঁর আর এক ভালোবাসার নাম সিনেমা। এখন তিনি তৈরি হচ্ছেন সিতারে জমিন পর ছবি নিয়ে। ছবি মুক্তি পাচ্ছে ২০ জুন। ছবিতে তাঁর সঙ্গে আছেন জেনেলিয়া দেশমুখ।

হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার কথায় গওহর

গওহর খান। এক হৃদয়বিদারক যন্ত্রণার কথা বলছেন তিনি। এই প্রথম তাঁর সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা সামনে নিয়ে এলেন। তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর প্রথম সন্তান জেহানের জন্মের আগে তাঁকে গর্ভপাতের মুখোমুখি হতে হয়। এনিয়ে কথা বলতে গিয়ে বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গওহর খান। গওহর বলেন, এই বিষয়টি তিনি প্রথমবার গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরছেন। তিনি বলেন, এই অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

গওহর বলেন, তিনি প্রথমবার বিশ্বের সামনে তুলে ধরছেন কারণ তিনি মহিলাদের বলতে চান যে গর্ভপাত হলেই জীবন শেষ হয়ে যায় না। স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'জেহানের জন্মের আগে আমার গর্ভপাত হয়েছিল। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এমন নয় যে গর্ভধারণের পরপরই আমি আমার সন্তানকে হারিয়েছি। আমি ওকে ৯ সপ্তাহ পরে হারিয়েছি, যা দুই মাসেরও বেশি। সেই হারানোর দুঃখ ভীষণই কঠিন ছিল।'

না, সব শেষ হয়ে যায়নি। আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখেছেন গওহর। কোলে এসেছে জেহান। আরও একটি সন্তান আসতে চলেছে তাঁর। সব মিলিয়ে সুখে আছেন গওহর।

কিং লুকে শাহরুখ?

শাহরুখ খানের আগামী ছবি কিং-এ তাঁর লুক দেখা গেল। এটাই ছবির আসল লুক কিনা, সে বিষয়ে সঠিক না জানা গেলেও, অনুমান তেমনই। একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে, শাহরুখ পরে আছেন একটি গেঞ্জি, তাঁর হাতে ট্যাটু, হাতের মাসলস স্পষ্ট, মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা। শাহরুখের এক ফ্যানপেজ থেকে এটি শেয়ার করা হয়েছে। সকলেই মুগ্ধ তাঁর এই চেহারায়। আবার অন্য একটি ফ্যানপেজ থেকে আবেদন করা হয়েছে, এই লুক প্রকাশ না করতে। তাতে সময়ের আগে ম্যাজিক দেখা হয়ে যাবে, যা ঠিক নয়।

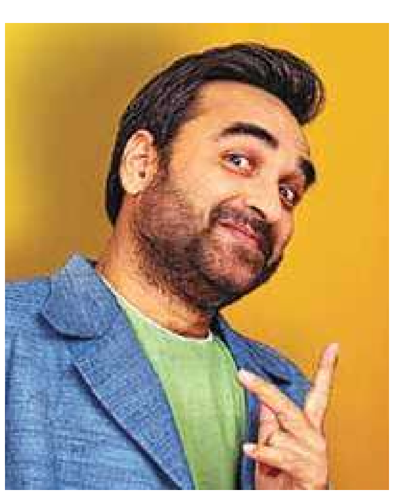

পাত্তাই দিলেন না পঙ্কজ

পঙ্কজ ত্রিপাঠী কি বাবুরাও? পরেশ রাওয়াল সরে যাওয়ার পরে বাবুরাও হিসেবে পঙ্কজ ত্রিপাঠীর ছবি ছড়িয়ে পড়েছে মিডিয়াজুড়ে। একেবারে একই লুকে, একই পোশাকে। কিন্তু এ ছবি কোনও ফটোশুট নয়। এ ছবি এআই দিয়ে বানানো। এই ছবিকে দেখেই আসল ছবি হিসেবে ভেবে নিচ্ছেন অনুরাগীরা।

তবে না। পঙ্কজ ত্রিপাঠী বাবুরাওয়ের ভূমিকায় কোনও ছবি তোলেননি, সেকথা সামনে আসামাত্র তাঁর কাছে একের পর এক প্রশ্ন। অবশ্য তিনি নিজে এই কীর্তি দেখেননি। দেখলেও তাঁর কিছু যায় আসে না, নিজেই জানিয়েছেন। এই এআই নির্মাণকে একেবারেই গুরুত্ব দেন না পঙ্কজ ত্রিপাঠী। তিনি সোজা বলে দিয়েছেন, কে কী ছবি বানাল, তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। এগুলো তিনি দেখেন না, পাত্তাও দেন না।

একনজরে সেরা ৫

আবার উমরাও জান

মুজাফফর আলি পরিচালিত, রেখা অভিনীত উমরাও জান-এর ৪ কে পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ভার্সান মুক্তি পাচ্ছে ২৭ জুন, মুম্বইয়ে। সংরক্ষণের কাজ করেছে এনএফডিসি ও এনএফএআই। ছবির সঙ্গে পরিচালক কফি টেবল বুক প্রকাশ করবেন, যেখানে থাকবে ছবি নির্মাণের পিছনের নানা গল্প ও ছবি। এই ছবির জন্য রেখা পেয়েছিলেন সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার।

কোর্টে কমল

কর্ণাটকে নিরাপদে তাঁর আগামী ছবি থাগ লাইফ-এর মুক্তির জন্য অভিনেতা কমল হাসান কর্ণাটক হাইকোর্টে গিয়েছেন। ছবির অডিও লঞ্চে কমল বলেছিলেন, তামিল থেকে কন্নড় ভাষার জন্ম। এরপর সেখানে কমল-বিরোধিতার শুরু এবং কর্ণাটক চেম্বার অফ কমার্স জানায়, কমল ক্ষমা না চাইলে ছবিটি সে রাজ্যে মুক্তি পাবে না। কমল ক্ষমা চাননি।

মহাভারতেই শেষ

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমির খান বলেছেন, মহাভারত এমন এক বিষয় যার প্রতি স্তরে আবেগ, যা দর্শকদের অবশ্যই ভালো লাগবে। এই ছবি করতে পারলে জীবনে কোনও আক্ষেপ থাকবে না। তারপর হয়তো আমার কিছু করারও থাকবে না। এরপরই জল্পনা, তাহলে মহাভারতই কি তাঁর শেষ ছবি?

মোহিতই মহাদেব

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ ছবিতে শিব বা মহাদেব-এর ভূমিকায় আসছেন মোহিত রায়না। এখন তাঁর পারিশ্রমিক নিয়ে নির্মাতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ অবশ্য কোনও তথ্য দেননি এ বিষয়ে। মোহিত দেবোঁ কে দেব মহাদেব ধারাবাহিকে মহাদেবই হয়েছেন, ফলে তাঁর নির্বাচন ছবিকে আকর্ষণীয় করবে নিঃসন্দেহে।

ফিরছেন স্মৃতি

অভিনেত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ স্মৃতি ইরানি কিঁউ কি সাস ভি কভি বহু থি-র দ্বিতীয় ভাগে অভিনয় করছেন। পোস্টারের শুটিং শেষ, প্রোমোর শুটিং হবে শিগগির। স্মৃতি ১৫০টি পর্বে অভিনয় করবেন। তাই প্রযোজক একতা কাপুর কোনও টিভি চ্যানেলের জন্যই এটি বানাচ্ছেন, যদিও প্রথমে ওটিটির কথাই তিনি ভেবেছিলেন। চ্যানেলের নাম জানা যায়নি।

শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় এই মুখ কখনও ভেবেছেন?

গৌরাঙ্গ বলতে সামনে ভাসে যিশু সেনগুপ্ত। মানে সেই নব্বই দশকের গৌরাঙ্গ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কথা বলছি। যাঁরা দেখেননি, পরে অনস্ক্রিন দেখেছেন... তাঁদের কাছেও যিশু। তাই সৃজিত মুখার্জি যখন গৌরাঙ্গ করবেন বলে জানালেন, দর্শকরা ব্যঙ্গও করেছিলেন, যিশু এখন মাঝবয়সে গৌরাঙ্গ সাজবেন আবার!

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে যে এভাবে চমক দেবেন সৃজিত, তা তখনো কেউ জানতেন না। 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবিতে দিব্যজ্যোতি দত্তর মুখ কেউ ভাবতেও পারেননি। দিব্যজ্যোতি তাই বেশ কিছুদিন ধরে নিজেকে তৈরি করছেন বলেই হয়তো মিডিয়ার সামনে সেভাবে আসেননি। অনেকখানি ওজন ঝরিয়েছেন দিব্যজ্যোতি। বলছেন–আরও ঝরাতে হবে। তবু এখনই তাঁকে বেশ ছিপছিপে দেখাচ্ছে। তা দিব্যজ্যোতি অবধি তাও না হয় বোঝা গেল। তা বলে শুভশ্রী? হ্যাঁ, গৌরাঙ্গের লুকে তিনি ধরা দিয়েছেন। নটী বিনোদিনী গৌরাঙ্গ সেজেছিলেন না? তাই মঞ্চে শুভশ্রী গৌরাঙ্গ। তিনটে সময়কাল, মানে তিনটে টাইমলাইন এখানে ধরা দিচ্ছে। সেই জন্যে বিনোদিনীও রয়েছেন। তাঁকে চৈতন্যলীলায় দেখানো হবে মানে, তিনি নটী বিনোদিনীর চরিত্রে।এর আগে বিনোদিনীর চরিত্রে রুক্মিনী মৈত্রকে দেখেছেন দর্শকরা। তার আগে মঞ্চে সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে দেখেছেন। এবার তৈরি হচ্ছেন শুভশ্রী। সৃজিতের চৈতন্য নিয়ে টালিগঞ্জের উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।

মা ও মেয়ের গল্প নিয়ে মানসীর নতুন

মানসী সিনহা মা ও মেয়ের গল্প নিয়ে শুরু করছেন তাঁর তৃতীয় ছবি, নাম 'বেগনি রঙের আলো'। পথচলতি গল্প-এই ব্যানারে নির্মীয়মান এই ছবিতে অভিনয় করছেন বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, সোহিনী সরকার, শুভম রায়, অলোক সান্যাল, চন্দন সেন প্রমুখ। প্রযোজক বিশ্বরূপ চক্রবর্তী ও পৌলমী রায়।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 0353-3569195

KOSMODEN Dental Clinic
West Bengal 1st QCI Accredited Dental Clinic
Implants and Braces Center
On Panel with Various Govt. Schemes & Dept.
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONTACT : 7076790267

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে পুতুলের সম্ভার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ছেলেমেয়েদের পুতুলের সাম্রাজ্যে পালাবদল

এখন মন্ত্র নমো যন্ত্র

খেলনা বস্তুটিকে আমরা যত হালকাভাবে দেখি না কেন, বিষয়টা কিন্তু ততটা হালকা নয়। এই খেলনাই শিশুর মানসিক বিকাশে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে এবং তাদের পরবর্তী জীবন পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে। গবেষণা বলছে, মেয়েদের পুতুল জাতীয় খেলনা দিয়ে আমরা তার মস্তিষ্ককে বুঝিয়ে দিই যে, তোমার কাজ ঘরকন্না সামলানো বা সৌন্দর্যচর্চা করা। ছেলেদের গাড়ি জাতীয় খেলনা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, বড় হয়ে তুমি গাড়ি চালাবে, প্রকৌশলী হবে বা নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে। আমাদের সমাজে শৈশবেই মেয়েদের পুতুল খেলার মধ্যে দিয়েই সংসার সম্পর্কে সাধারণ ধারণার জন্ম হয়, আলোকপাত করলেন তমালিকা দে।

শিলিগুড়ি, ২ জুন : যুগের সঙ্গে বদলেছে পুতুলের ধরনও। একসময় মাটির পুতুল, কাপড়ের তৈরি পুতুল দিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুতুলের বিয়ে দিয়ে কাটিয়ে দিত খুদেরা। কয়েক বছর আগেও বাঁশি লাগানো প্লাস্টিকের পুতুলের জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু এখন ক্রেতাদের 'ডিমান্ড' রয়েছে ইলেক্ট্রনিক পুতুলের। একঝলক দেখলে মনে হবে মানব শিশু।

রিমোট দিয়ে চালু করলেই হাঁটবে, চোখ টিপটিপ করবে। এগুলোর দামও চিরাচরিত পুতুলের থেকে অনেকটাই বেশি। হংকং মার্কেটের পাশাপাশি বিভিন্ন খেলনা দোকানে রাখা রয়েছে এধরনের পুতুল।

মোবাইলে ভিডিও গেম চলে আসায় পুতুল খেলা এখন অনেকটাই কোণঠাসা। যে শিশুদের আগ্রহ রয়েছে তারা আর আদ্যিকালের মাটির পুতুল, কাপড়ের পুতুল দিয়ে খেলতে চায় না। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে তাদের পছন্দে। এখন রিমোট পুতুলই প্রথম পছন্দ খুদেদের।

দোকানদাররা জানালেন, এখনকার শিশুরা ইলেক্ট্রনিক জিনিসের দিকে বেশি আকৃষ্ট। তাই আগেকার দিনের পুতুল তাদের আকর্ষণ করবে না। তাই রোবটের মতো এই পুতুল আনা হয়েছে। যা দেখে তারা আকৃষ্ট হতে পারে। এই পুতুল দেখলে তাদের মনে হবে সত্যিকারের মানুষ।

একসময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুতুল খেলে কাটিয়ে দিত বাচ্চারা। বিশেষ করে মেয়েদের এই খেলার প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকত। পুতুল খেলার সঙ্গে যে শিশুর মানসিক বিকাশের সম্পর্ক রয়েছে তা অবশ্য জানিয়েছেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয় চৌধুরী। তাই তিনি সবসময় অভিভাবকদের মোবাইলের পরিবর্তে বাচ্চাদের হাতে খেলনা দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

কোণঠাসা

মোবাইলে ভিডিও গেম চলে আসায় পুতুলখেলা এখন কোণঠাসা

শিশুরা এখন আর আদ্যিকালের মাটির পুতুল, কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলতে চায় না

আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে তাদের পছন্দে, এখন রিমোট পুতুলই প্রথম পছন্দ খুদেদের

এখনকার দিনে সিংহভাগ বাচ্চা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাড়িতে মোবাইল দেখে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আগেকার দিনে ছিল পুতুল খেলা। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল সুভাষপল্লির বাসিন্দা ষাট বছরের রত্না করের। তিনি বলেন, 'ছোটবেলা পুতুল খেলার জন্য যে মায়ের কাছে কত বকা খেয়েছি তার ঠিক নেই। কাপড় দিয়ে পুতুল বানিয়ে তা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাইবোনেরা মিলে খেলতাম।' কিন্তু এখনকার বাচ্চাদের সেই আগ্রহ কোথায়? হংকং মার্কেটে পনেরো বছরের উপরে খেলনা বিক্রি করা দোকানদার অজিত কুণ্ডু জানান, খেলনা গাড়ির চাহিদা এখনও থাকলে পুতুল অনেকটাই কম বিক্রি হয়।

তবে ইলেক্ট্রনিক পুতুলগুলো ইউনিক হওয়ার জন্য অনেক বাচ্চারা এটা পছন্দ করে। এধরনের মিউজিক্যাল পুতুলগুলোর দাম পাঁচশো টাকা থেকে শুরু হয়। মেয়ের জন্য খেলনা কিনতে এসে শান্তিপাড়ার বাসিন্দা ছবি দে বলেন, 'আমরা যে ধরনের পুতুল দিয়ে খেলেছি তা আর এখনকার বাচ্চারা পছন্দ করে না। কিন্তু মেয়ে এই ইলেক্ট্রনিক পুতুল দেখে সত্যি কোনও মানুষ ভেবে কিনে দেওয়ার জন্য বায়না করেছে।'

রাস্তা খুঁড়ে বসছে পাইপ

পানীয় জল নিয়ে জেরবার শিলিগুড়ি পুরনিগম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জুন : খুব বেশি দু'মাস হয়েছে পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে আবার সেই পেভার্স ব্লক বসানো রাস্তা খুঁড়ে শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডে পাইপ বসানো শুরু হয়েছে। আর এতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। কেন পেভার্স ব্লক বসানোর আগে পাইপ বসানো গেল না? এই ক্ষেত্রে কি সরকারি দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে, সেই প্রশ্ন অনেকে তুলতে শুরু করেছেন। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ হওয়ার পর থেকে এসএফ রোডের পাশে থাকা বেশ কয়েকটি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। সেই কারণে নতুন করে পাইপ পাতা হচ্ছে। ৬০০ মিটার রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসানো অংশ খোঁড়া হচ্ছে। সেই অংশটুকু জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারি সংস্থা ঠিক করে দেবে।'

থানা মোড় থেকে জলপাই মোড়ের দিকে যাওয়ার পথে হাতের ডানদিকে রাস্তার পেভার্স ব্লক তুলে ফেলে সেখানে আর্থমুভার দিয়ে রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসানো হচ্ছে। যেখানে বর্তমানে রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে সেই জায়গাটি কয়েক মাস আগেই খুঁড়ে ঢালাই করা হয়েছিল। তারপর সেখানে পেভার্স ব্লক বসানো হয়।

> রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ হওয়ার পর থেকে এসএফ রোডের পাশে থাকা বেশ কয়েকটি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। সেই কারণে নতুন করে পাইপ পাতা হচ্ছে।
> **- গৌতম দেব মেয়র**

> পেভার্স ব্লক বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়ার সময় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেখানে আবার রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে। এরপর আবার রাস্তা খোঁড়া যে হবে না, তা কেউ জোর গলায় বলতে পারে না।
> **- রাহুল আগরওয়াল বাসিন্দা**

প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে এসএফ রোডের দুই পাশে পূর্ত দপ্তর পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণ করেছে। পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার শালিনী ডালমিয়া বলেন, 'আমাদের ওয়ার্ডের পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা কয়েক বছর ধরে চলছে। অনেক পাইপ পুরোনো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। পরিকল্পনা না করে কাজ করায়, রাস্তা তৈরির পর সেটা আবার খুঁড়তে হচ্ছে। এতে টাকা অপচয় হয়।'

শহরজুড়ে রাস্তা খুঁড়ে বিদ্যুতের তারের পাশাপাশি বিভিন্ন কেবল পাতার কাজ চলছে। যার ফলে সাধারণের হয়রানি কম হচ্ছে না। এসএফ রোডের বাসিন্দা রাহুল আগরওয়ালের কথায়, 'পেভার্স ব্লক বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়ার সময় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেখানে আবার রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে। এরপর আবার রাস্তা খোঁড়া যে হবে না, তা কেউ জোর গলায় বলতে পারে না। পরিকল্পনা করে কাজ করলে শহরবাসীকে সমস্যায় পড়তে হয় না।'

গ্রেপ্তার ১২

শিলিগুড়ি, ২ জুন : সোমবার রাতে জুয়ার আসর থেকে বারোজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ঘটনাটি আইটিআই রোড এলাকার। একটি বাড়িতে জুয়ার আসর চলছে বলে ভক্তিনগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে। এরপর সেখানে অভিযান চালিয়ে বারোজনকে পাকড়াও করে। সেইসঙ্গে ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে খবর।

পাচারচক্রে ট্রাকচালক

শিলিগুড়ি, ২ জুন : গাড়িতে করে গোরু পাচারের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল। হিলি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া মৃণাল রায়কে বেশ কিছুদিন ধরে খুঁজছিল পুলিশ। মৃণাল পেশায় ট্রাকচালক হলেও সে পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি গত এপ্রিল মাসে হিলিতে গাঁজা পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পর মৃণালের নাম উঠে আসে। তারপর থেকেই মৃণালের খোঁজ করছিল হিলি থানার পুলিশ।

তীব্র যানজট

ইসলামপুর, ২ জুন : মেলার কারণে ইসলামপুর নিউটাউন রোড এলাকায় সন্ধ্যা নামতেই যানজট জটিল আকার নিচ্ছে। মেলার মুখে রবীন্দ্র মূর্তির সামনে দু'টি রাস্তার সংযোগস্থল। ফলে সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। বাইক নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে অনেকটা সময় নষ্ট হচ্ছে। ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনও খামতি নেই। প্রয়োজনে যানবাহণ নিয়ন্ত্রণে কর্মী বাড়ানো হবে।

চাঙড় খসে আহত

ইসলামপুর, ২ জুন : হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় ইসলামপুর পুরসভার মিনি মার্কেটে ছাদের চাঙড় খসে চারজন জখম হয়েছেন। জখমদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মার্কেটের ব্যবসায়ী পাণ্ডব দাস বলেন, 'জীর্ণ দশার বিষয়ে পুরসভাকে জানানো হয়েছিল। বরাত জোরে এদিন সবাই প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।' পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২ জুন : প্রেমিকাকে প্রতারণার অভিযোগে বিয়ে করতে যাওয়ার আগে ধৃত উমেশ ঠাকুরকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। সোমবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়। উমেশ এক সময় সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ করেছিল। সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে ক্যাফের ব্যবসা শুরু করে।

রিফ্লেক্টর ছাড়া ডিভাইডারই ভিলেন

দুর্ঘটনায় পুলিশের গাড়ি, জখম দুই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ জুন : ফের খবরের শিরোনামে ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের ডিভাইডার। এবার দুর্ঘটনায় পড়ল পুলিশের গাড়ি। এক এসআই সহ জখম দুই পুলিশকর্মী। গুরুতর জখম এসআইকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর শহরের আশ্রমপাড়া মোড়ে। গত মে মাসে রাজ্য সড়কে পর্যাপ্ত রিফ্লেক্টর ছাড়া ডিভাইডারের কারণে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ বিষয়টি প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিল। শহরের বিভিন্ন মহল সমস্যার কথা স্বীকার করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছিলেন। সোমবার খোদ ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ডিএসপি ট্রাফিককে পূর্ত দপ্তরের (রোডস) সঙ্গে বৈঠক করে ডিভাইডার সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভবতোষ দাসকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

দুর্ঘটনাপ্রবণ ডিভাইডারে পর্যাপ্ত রিফ্লেক্টরের দাবিতে ইতিপূর্বে ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চ এবং পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতিও সরব হয়েছিল। এই দুর্ঘটনার পর দুটি সংগঠনের পদাধিকারীরা নাগরিক স্বার্থে দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য আওয়াজ তুলেছেন।

রবিবার রাতে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অ্যান্টি ক্রাইম ইউনিটের দায়িত্বে থাকা অফিসার জয়ন্ত ঝা পুলিশলাইনে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িতে জয়ন্ত এবং গাড়িচালক ছিলেন। সেই সময় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল।

ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে আহত পুলিশকর্মী।

চাই প্রতিফলক

- ইসলামপুর রাজ্য সড়কের ডিভাইডারে এবার দুর্ঘটনায় পড়ল পুলিশের গাড়ি
- পর্যাপ্ত রিফ্লেক্টর ছাড়া ডিভাইডারের কারণে এই সড়কে দুর্ঘটনা ঘটেছে
- বিভিন্ন মহল সমস্যার কথা স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়
- এর আগে এনিয়ে নাগরিক মঞ্চ এবং পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতিও সরব হয়

বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতার অভাব ও পর্যাপ্ত রিফ্লেক্টর না থাকার কারণে গাড়িটি ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা মারে। সজোরে ধাক্কা মারার ফলে গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে যায়। ওই কাচের আঘাতে মাথা সহ মুখমণ্ডলে আঘাত পান জয়ন্ত। গাড়িচালকও জখম হন। তবে চালকের আঘাত গুরুতর নয়। ফলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে চালককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জয়ন্তকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক। পুলিশের এক কর্তার দাবি, একটি টোটোকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

রবিবারের দুর্ঘটনার আগে রাজ্য সড়কে কিছু অংশে থাকা ডিভাইডারে দুটি চার চাকা গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশের গাড়ি নিয়ে গত দুই মাসে তিনটি দুর্ঘটনা ঘটল। এই প্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছি। ডিএসপি ট্রাফিককে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের রাস্তা খুঁজতে বলা হয়েছে। দ্রুত সমস্যা মেটাতে সমস্ত পদক্ষেপ আমরা করছি।'

আজ শহরে

- শিলিগুড়ির ঋত্বিক নাট্য সংস্থার 'নাট্য নিমগ্নতার চার দশক' উদযাপন পর্বে 'নাট্যোৎসব-২৫'এর প্রথম দিন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মঞ্চস্থ হবে উত্তর দিনাজপুর অন্যজন নাট্য সংস্থার প্রযোজনা 'বেহুদা'।

মিত্র সম্মিলনীর প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ২ জুন : রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে মনে রেখে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনী। সংস্থার সুরেন্দ্র মঞ্চে আগামী ৭ ও ৮ জুন এই প্রতিযোগিতা হবে। ৯ জুন হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। কর্মকর্তারা এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে ৪ জুন সন্ধে ৭টা পর্যন্ত।

ডেঙ্গি রুখতে অর্থবরাদ্দ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জুন : ডেঙ্গি মোকাবিলায় শিলিগুড়ি পুরনিগমকে বাড়তি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ করেছে (স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি)। তাই শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রতি মাসে ২০ দিন করে বাড়তি চারজন শ্রমিক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। ফলে ওয়ার্ডগুলিতে বর্তমানে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করছেন, তাঁদের সঙ্গে এখন থেকে আরও চারজন করে বাড়তি শ্রমিক কাজ করবেন।

পাশাপাশি, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আবর্জনা, জমা জল, জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্যও বাড়তি কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। পুরনিগম এলাকায় এখনও পর্যন্ত ১৩ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় শতাংশে প্রায় অর্ধেক। তবে যেহেতু বর্ষা সবে শুরু হয়েছে, ফলে চলতি বছর সংখ্যা বাড়তে পারে ধরে নিয়েই রাজ্য সরকারও বাড়তি নজর দিচ্ছে। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায়, তার জন্যে আগাম পদক্ষেপ করা হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাফাইকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।'

গত বছর ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে সাত নম্বর ওয়ার্ডে এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডকে একহাত নিয়েছিল। চলতি বছর এ ধরনের সমস্ত পরিস্থিতি এড়াতে আগাম প্রস্তুতি বৈঠক করেছে পুরনিগম। সেই মতো চলতি মাসের ৯ তারিখ থেকে হাউস টু হাউস সার্ভে হওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ভেক্টর বর্ন ডিজিজ বাড়তে থাকায় ইতিমধ্যে সমস্ত পুরসভা এবং পুরনিগমকে সতর্ক করা হয়েছে রাজ্যের তরফে। এরই মাঝে সুডা থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় সাফাই কাজ আরও ভালোভাবে করার জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়তি সাফাইকর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। মোট ১৩টি ওয়ার্ডে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্ত মিলেছে। তাই ওই ওয়ার্ডগুলিকে ডেঙ্গিপ্রবণ চিহ্নিত করে কাজ শুরু করছে পুরনিগম। ওই ওয়ার্ডগুলিতে বেশি করে সাফাইকর্মী নিয়োগ, কোন এলাকায় জল জমে রয়েছে, তা দেখার জন্য লোক নিয়োগ করা হচ্ছে।

> শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড পরিষ্কার রাখতে মাসে ২০ দিন করে বাড়তি চারজন শ্রমিক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম।
>
> এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডে আবর্জনা, জমা জল, জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্যও বাড়তি কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে

গত বছর দেখা গিয়েছিল শহরের একাধিক ওয়ার্ডে ফাঁকা জমিতে জল জমে থাকছে। স্বচ্ছ জলে মশার লার্ভাও মিলেছে। মেয়র গৌতমের ওয়ার্ডেও গত বছর একাধিক ফাঁকা জমিতে জমা জল পাওয়া গিয়েছিল। এরপর মেয়র নিজে ওই এলাকা ঘুরে জল পরিষ্কার করানোর পাশাপাশি সচেতনতায় জোর দিয়েছিলেন। তাই এবছর আগাম শহরের বিভিন্ন জায়গার ফাঁকা জমি চিহ্নিত করে নির্মল বন্ধুরা পুরনিগমকে রিপোর্ট করছেন। সেইমতো পুরনিগম পদক্ষেপ করছে।

কালভার্টে দুর্ঘটনার শঙ্কা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২ জুন : বহুবছর ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের টি অকশন রোডে থাকা কালভার্টটি। কার্যত বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে। একাধিকবার সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা বসন্ত পাল বলেন, 'বহুদিন থেকেই কালভার্টটি খারাপ হয়ে রয়েছে। এতদিনেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই।'

কালভার্টটি সত্যজিৎ কলোনির সঙ্গে দার্জিলিং মোড়ের সংযোগস্থাপন করছে। প্রতিদিন এলাকার মানুষকে ওই কালভার্টের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কালভার্টটির বেহাল পরিস্থিতির কারণে চিন্তায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ। কারণ ভগ্নপ্রায় এই কালভার্টটি যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে। স্থানীয়রা একাধিকবার এটির সংস্কারের দাবি জানালেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা শেখর সাহার। তাঁর কথায়, 'অতি দ্রুত কালভার্টটির সংস্কার প্রয়োজন। নাহলে যখন-তখন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আগে তো শুধু কালভার্টটি বেহাল ছিল, এখন তো দেখছি পাশের দেওয়ালগুলিও বেহাল।' অনেকবার কালভার্টটির সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলেও কাজ হয়নি বলেই জানাচ্ছিলেন স্থানীয়রা। শুধু আশ্বাসই সার। স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ পাল বলেন, 'অনেকবার আমরা বলেছি যাতে সংস্কার করা হয়। কারণ এটি ভেঙে গেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনেক ঘুরপথে যাতায়াত করতে হবে।' দ্রুত কালভার্টের সংস্কার চাইছেন টি অকশন রোড সংলগ্ন বাসিন্দারা। ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন বলেন, 'ওই এলাকায় গিয়ে সমস্ত সমস্যা খতিয়ে দেখব।' তবে এবার শুধু আশ্বাস নয় বাস্তবে কাজ চাইছেন সাধারণ মানুষ।

শঙ্কা শহরে

প্রথম পাতার পর

সব মিলিয়ে অন্তত ৫০টি পানীয় জলের ট্যাংক মঙ্গলবার থেকে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘোরানো হবে।

প্রতিদিন এক লক্ষেরও বেশি পাউচ বিলি করার পরিকল্পনা নিয়েছে পুরনিগম। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'সব পুরনিগমের ভাঁওতাবাজি। আগে থেকে বিকল্প ব্যবস্থা করা থাকলে এত সমস্যাই হত না।'

সিকিমে ব্যাপক বৃষ্টি এবং ধসের জেরে তিস্তার কাদামাটিযুক্ত ঘোলা জল বইছে। এই জল উত্তোলন করে পরিশোধন করার পরেও ঘোলাটে ভাব থেকেই যাচ্ছে। যে কারণে ওই জল সাধারণ মানুষকে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই রবিবার শহরে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ ছিল। সোমবারও দিনভর পরিস্থিতি একই ছিল। তিস্তার জলে প্রচুর কাদামাটি থাকায় জল উত্তোলনই করতে পারেননি ফুলবাড়িতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কর্মীরা। এদিকে, এই পরিস্থিতি গোটা বর্ষাকালজুড়েই চলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে এদিন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পুরনিগমের পানীয় জল পরিষেবা দপ্তর সহ পদস্থ কর্তাদের নিয়ে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসেন গৌতম। সূত্রের খবর, আধিকারিকরা জানিয়ে দিয়েছেন, এত পরিমাণ পলি থাকলে আগামী দু'দিনও শহরে পানীয় জল পরিষেবা দেওয়া যাবে না। তাই বিকল্প ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। এরপরেই তড়িঘড়ি বাড়তি ১০টি ট্যাংক কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জরুরি ভিত্তিতে ওই ট্যাংক কেনার ফাইলে সই করেন মেয়র। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যাতে কয়েকটি ট্যাংক পাওয়া যায় আধিকারিকদের সেই পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে ফুলবাড়ি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এলাকায় গিয়ে তিস্তার পরিস্থিতি দেখে এসেছেন পুরনিগমের আধিকারিকরা। জল স্টোর করার জন্যে পুরনিগম একটি নতুন পুকুর তৈরি করছে। সেই পুকুরের কাজও যাতে দ্রুত করা হয় সেই দিকেও নজর দিতে বলেছেন বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে। এদিন শহরের একাধিক এলাকায় পানীয় জলের ট্যাংক ঘুরিয়েছে পুরনিগম। তবে কিছু কিছু ওয়ার্ডে জলের ট্যাংক না পৌঁছানোয় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। অনেককেই জল কিনে খেতে হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের শক্তিগড়ের একাধিক এলাকায় পানীয় জলের ট্যাংক পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা সুপর্ণা ভাদুড়ির বক্তব্য, 'জল আসবে না বলে আগাম জানানো হয়নি। জলের ট্যাংকও তো আসেনি আমাদের এলাকায়। আমার স্বামী পাঁচ লিটারের দুটি জলের জার কিনে নিয়ে এসেছেন।'

ভরসা বিজেপির

প্রথম পাতার পর

সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপির যে নেতারা রাস্তায় ছিলেন তাঁরা হিন্দু সনাতনী। গোটা রাজ্যে যেভাবে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে তার প্রতিবাদে আজ হিন্দুরা পথে নেমেছিলেন। আমিও একজন হিন্দু সনাতনী হিসেবে এই বনধকে সমর্থন করি।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, ''বিরোধীদের বক্তব্য, 'সংগঠনের এতটাই খারাপ পরিস্থিতি যে গত বিধানসভায় শিলিগুড়িতে তৃণমূল প্রার্থীকে ৬৬ হাজার ভোটে পরাজিত হতে হয়েছে। এই বনধে আমাদের মানসিক সমর্থন ছিল।''

বজরং দলের সদস্যদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সোমবার শিলিগুড়িতে ২৪ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সেইমতো বনধ সমর্থনকারীরা সকাল থেকে রাস্তায় নেমে পিকেটিং শুরু করে। এই পিকেটিংয়েই দেখা গিয়েছে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির নেতা এবং পদাধিকারীদের। জেলার কমিটির পদে থাকা রাজু সাহা, পরিচিত যুব নেতা সৌরভ সরকারকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গেই ঘুরতে দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিংকে ঝংকার মোড় এলাকায় ঝামেলার সময় পথে দেখা গিয়েছে। শিলিগুড়ি থানা বেশ কয়েকজন বনধ সমর্থনকারীকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁদের খোঁজ নিতে থানায় গিয়েছিলেন কাউন্সিলার বিবেক সিং এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন।

হঠাৎ করে বিজেপি নেতা-কর্মীদের এই সক্রিয়তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। অভিজিৎ রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পর থেকেই বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিতে অচলাবস্থা চলছে। একের পর এক জেলা সভাপতি বদল করা হলেও সেভাবে বিজেপি শিলিগুড়ি শহরে নিজেদের রাজনৈতিক ময়দান শক্ত করতে পারেনি। এমন অনেক আদি নেতা রয়েছেন যাঁরা এখন বসে গিয়েছেন। দলের কোনও কার্যক্রমেই তাঁদের দেখা যায় না। আবার দলের মধ্যে আদি এবং নব্যদের আলাদা গোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে। আদি বিজেপি কর্মীরা রয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমার এক বিধায়কের সঙ্গে। অন্যদিকে, নতুনরা ভিড়েছেন অপর এক বিধায়কের সঙ্গে। মূলত এই বিধায়কের গোষ্ঠীই বর্তমানে জেলা কমিটিতে ভালো পদে রয়েছেন। তবে, দুই বিধায়কের সম্পর্কের জেরে সামগ্রিকভাবে দলের সাংগঠনিক শক্তি অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শিলিগুড়িতে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলিকে সামনে রেখে এগোতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব।

ধান ঝাড়াই। কোচবিহারে শিমুলগুড়িতে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গে মানস

জলপাইগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২ জুন : সিকিমের অতিভারী বৃষ্টি ভাবাচ্ছে রাজ্য সেচ দপ্তরকে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে সিকিম পাহাড়ের জল তিস্তা দিয়ে নেমে সমতলে তিস্তার জলস্ফীতি বাড়িয়ে তুললে সমতলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। উত্তরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন তিনি।

শুধু সিকিম নয়, ভুটানের প্রবল বৃষ্টিপাতও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে প্রশাসনের আধিকারিকদের কপালে। ডুয়ার্সের চা বলয়ে চোখ রাঙাতে শুরু করছে ভুটান থেকে নেমে আসা নদী। এই পরিস্থিতিতে ভুটানে ঠিক কত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, সেটা জানাটা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সেচকর্তারা। বর্তমানে জলঢাকা, তোর্ষা এবং সংকোশ নদী অববাহিকায় ভুটানের অংশে চারটি রেইনগেজ স্টেশন থাকলেও তা পরিস্থিতি আগাম মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব ডিভিশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'ওই রেইনগেজ স্টেশনগুলি তৈরি হলে নদীগুলির অববাহিকাজুড়ে বৃষ্টিপাতের তথ্য আরও ভালোভাবে পাওয়া যাবে। এতে যে কোনও পরিস্থিতিতে পরিকল্পনার কাজেও গতি আসবে।'

দফায় দফায়

প্রথম পাতার পর

একদিকে চতুর্থ মহানন্দা সেতুতে সকাল থেকেই বনধ সমর্থনকারীদের ভিড় বাড়তে থাকে। দু'দিক থেকে আসা গাড়ি, টোটো আটকাতে থাকে বনধ সমর্থকরা। সেতুর মুখে বাঁশ ফেলে যাতায়াত আটকে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় বচসা বাধে বনধ সমর্থকদের। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং এলাকায় যান। ডিসিপি রাস্তা ছেড়ে রাখার জন্য বনধ সমর্থকদের নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি চলে যেতেই মাটিগাড়া থেকে বাইক মিছিলটি চতুর্থ মহানন্দা সেতুর কাছে এসে পৌঁছায়। এরপরই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। সেখানে থাকা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সেতুর উপর টায়ার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর বনধ সমর্থকদের গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ঝংকার মোড়। সেদিকে যাওয়ার পথেই বনধ সমর্থকদের নজরে আসে, একটি দোকান খোলা রয়েছে। সেই দোকানের কাচ ভাঙা হয়। বাধা দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায় ঝংকার মোড়ে বনধ সমর্থকরা পৌঁছাতেই। সেখানে তাঁরা পথ অবরোধ শুরু করতেই কুইক অ্যাকশন টিম নিয়ে হাজির হন ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। উপস্থিত হন শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। বনধ সমর্থকদের সরাতে গেলে শিলিগুড়ি থানার আইসি-র সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পাঁজাকোলা করে এক বনধ সমর্থককে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে সরানো হয় বাকি বনধ সমর্থকদের। চতুর্থ মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হওয়া বনধ সমর্থকদেরও সরানো হয়।

কার্যত একই ঘটনা ঘটে ভক্তিনগর চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি শপিং মলের দোকান বন্ধ করাকে কেন্দ্র করেও। মল থেকে বেরোনোর সময় ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারী সহ পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এমনকি এক পুলিশকর্মী এক বনধ সমর্থককে চড় মারেন বলে অভিযোগ করেছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা। ঘটনায় পাঁচজন বনধ সমর্থককে আটক করে পুলিশ। জলপাই মোড়, নৌকাঘাট এলাকা থেকেও বনধ সমর্থকরা আটক হন। বনধের সমর্থনে টায়ার জ্বালানো হয় সেবক মোড়েও। খাপরাইলের গোয়েল মোড়েও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি দার্জিলিং-মিরিক রুটের গাড়ি আটকানো হয়। বাস থেকে যাত্রী নামিয়ে দেওয়া হয় এয়ারভিউ মোড়ে।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'এই ধরনের ভ্যান্ডালিজম বহু বছর শহর শিলিগুড়ি দেখেনি। সাধারণ মানুষ আজ সবটাই দেখল, বিচার করবে।' তৃণমূলের সঙ্গে বাম-কংগ্রেস কর্মীদের কোথাও দেখাই মেলেনি।

ওঁরা গল্প বলেন

প্রথম পাতার পর

কালিকাপুর গ্রামের দীপঙ্কর মল্লিক, খিদিরপুর এলাকার কাজল দাস সহ আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে মিল একটাই- সকলেই মূক ও বধির। সাংকেতিক ভাষা তাঁদের এক সুতোয় বেঁধেছে।

কাছে যেতেই গল্পে ব্যাঘাত ঘটার ছাপ চোখেমুখে ফুটে ওঠে সকলের মুখে। গল্প থামিয়ে সংগ্রাম লিখে জানান, 'বন্ধুরা আগে কেউ সাংকেতিক ভাষা জানত না। আমি রেডক্রস সোসাইটি থেকে এই ভাষা শিখেছিলাম। পরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার ছলে এই ভাষা তারাও শিখে গিয়েছে। এখন আমাদের সন্ধেটা আর পাঁচটা মানুষের মতোই কাটে। শব্দ আর অন্তরায় নয়।'

অনিরুদ্ধ মোবাইলে লিখে দিলেন, 'ইশারার ভাষা আমাদের ভালোবাসার ভাষা। এখানে কেউ একা নয়। গল্পে শব্দের দরকার পড়ে না। হাতের ভঙ্গিমা, মুখের অভিব্যক্তি আর চোখের চাহনিই যথেষ্ট।'

এখন তাদের দেখে পথচলতি মানুষ থমকে দাঁড়ান, মুগ্ধ হন। বুঝতে পারেন— সম্পর্কের জন্য শব্দ বা কথা নয়, দরকার হয় বোঝাপড়ার। বালুরঘাটের এই নিঃশব্দ আড্ডা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে হৃদয়ের স্পর্শে।

মুখ ঢাকো লজ্জায়

প্রথম পাতার পর

পুলিশ উপরওয়ালার নির্দেশে রাতকে দিন করতে পারে এমন কত বিশেষণ তার গায়ে লেপটে রয়েছে সেই কবে থেকে। বলতে গেলে বহুদিন ধরে এসব ধারণা তৈরি অর্জন করেছে খাকি উর্দির বাহিনী। নিজেদের রোজকার যাপন দিয়ে এমন একটা ধারণা তৈরি করেছে ছাপোষা সাধারণ মানুষও। তাঁরা জানেন, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন পাঁচ পাবলিক।

পুলিশের 'দলদাস' তকমাটা অবশ্য এই আমলের নয়। কথাটা চালু হয়েছিল বাম আমলেই। পরিবর্তনের সরকার আসার পর অনেক কিছু বদলালেও, লাল থেকে নীল সাদা হলেও পুলিশ সেই দলদাসই থেকে গিয়েছে। থানা এলাকায় কোনও অঘটন ঘটলে বড়বাবুকে অপেক্ষা করতে হয়, এলাকার নেতারা কী নির্দেশ দেবেন তার জন্য। আগে ছিল লোকাল কমিটির কমরেডদের দাপট, এ আমলে ছোটবড় নানা সাইজের দাদাদের আদেশের জন্য। এই যেমন ধরুন না, বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করার পরেও বীরভূমের বাঘের গায়ে আঁচড় দেওয়ার ক্ষমতা হল না পুলিশের। তিনি হুমকি দিয়েছেন, থানার মধ্যে ঢুকে টেনে বের করে নিয়ে আসবেন আইসিকে। তাঁরও এককাঠি সরেস শাসক দলের ছাত্রনেতা। রীতিমতো তুইতোকারি করে তিনি শাসিয়েছেন আইসিকে, ছিলি তো সিআইডিতে গ্যারাজ হয়ে। দল, সরকার দয়া করে এই জায়গায় এনেছে। তাঁর খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ, পারলে টিএমসিপির কারও বিরুদ্ধে এফআইআর করে দেখাক। সেই দম আছে?

সেই আধপোয়া নেতাকে দল সাসপেন্ড করেছে বটে, কিন্তু তাঁর মুখনিঃসৃত কথাগুলো পুলিশের গায়ে চাবুকের মতো এসে লাগবে না? এমন নেতাই তো সব দলের সম্পদ। বাম আমলের তপন-সুকুর থেকে এই আমলের কেষ্ট। সবাই দলের সম্পদ। তাই পুলিশকে বোমা মারব থেকে শুরু করে ঘাড় ধরে সবাইকে মারব বলে পুলিশকর্তাকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার পরেও তাঁর কিছু হয় না। বরং উলটে পুলিশই ভয়ে ভয়ে থাকে, এই বুঝি চাকরি গেল, এই বুঝি সুন্দরবনে বদলির অর্ডার আসে। এই বুঝি ঠেলে দেওয়া হয় কম্পালসরি ওয়েটিংয়ে। তাই থানা জ্বালিয়ে দেওয়া হলেও প্রাণ বাঁচাতে পুলিশকে নিজেদের মাথা বাঁচানোর জন্য ছোটাছুটি করতে হয়। হামলাকারীরা কোন দলের কোন নেতার চ্যালা আগে তা বুঝে সেইমতো ব্যবস্থা। নিজে থেকে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে সচরাচর এমনটা দেখা যায় না।

তাই দর কমেছে পুলিশের। বড় ক্রিমিনালদের বাদ দিন, পাড়ার ছেঁদো মস্তানরাও থানাকে পাত্তা দেয় না। পুলিশই বরং নেতাদের পিছনে পিছনে ঘোরে এমনটাই দেখা যায়। ফলে পুলিশকে কে আর কোনও গুরুত্ব দেবে! পুলিশের থেকে নেতা ধরলে তাদের কাজ হয়ে যায় মাখনের মতো মসৃণভাবে। অনেক আগে পুলিশের এক কর্তা বড় দুঃখে বলেছিলেন, পুলিশ হল হিজ মাস্টার্স ডগ। যখন যে তার মালিক তখন সে তার। আজ যে অবস্থা তাতে তাই কেউই অবাক হয় না। আর এই অবস্থা নিজেরাই তৈরি করেছে পুলিশ। নিজেরা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকলে অন্যের দুর্নীতি তারা দেখতে যাবে কেন। বরং মুখ বুজে কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম করলে তাদের লাভ।

এমনটা নয় যে এসব নবান্ন জানে না। খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজে ভরা সভায় বলেছেন, পুলিশের কেউ কেউ ঘুষ নিচ্ছে। আলু থেকে বালি, কয়লা, সিমেন্ট পাচার করছে। এতে রাজ্যের বদনাম হচ্ছে। পুলিশের নীচুতলার দুর্নীতির দায় সরকারকে বা দলকে নিতে হচ্ছে। এরপরই পুলিশে বেশ কিছু রদবদল করেছিলেন মমতা, ঘটনাচক্রে তিনিই পুলিশের মন্ত্রী। তাই যে কোনও ঘটনার জন্য বিরোধীরা সরাসরি দায়ী করে তাঁকেই। রদবদলের কতটা বদল হল কে জানে! তবে তারই সঙ্গে তাঁর দলের নেতাদের সামলানোর কাজটা সমান জরুরি। তাতে দলের বদনাম হচ্ছে বহুগুণ বেশি।

২০২১-এর কালিয়াচকের ঘটনার ছায়া এবার তপনে। বাবা, মা, বোন ও ঠাকুমাকে খুন করে বাড়িতে পুঁতে রেখেছিল কালিয়াচকের আসিফ মহম্মদ। সোমবার তপনে কাকিমা মৌমিতা হাসানের বাপের বাড়িতে চিলেকোঠার ঘরের দেওয়াল ভেঙে ৩১ বছরের ভাইপো সাদ্দাম নাদাপের দেহ উদ্ধার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

দেওয়ালে পোঁতা দেহ

কাকিমার হাতে খুন ভাশুরপো

অরিন্দম বাগ ও মণিশংকর ঠাকুর

মালদা ও তপন, ২ জুন : ব্ল্যাকমেল করছিল ভাশুরপো। আর তার জেরেই ভাশুরপোকে খুন করে বাপের বাড়িতে চিলেকোঠার দেওয়ালে পুঁতে রাখে কাকিমা। ঠিকাদার নিখোঁজ রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে এমনই তথ্য সামনে এসেছে। এ যেন কালিয়াচকের ছায়া তপনে। বাবা, মা, বোন ও ঠাকুমাকে খুন করে বাড়িতে পুঁতে রেখেছিল কালিয়াচকের আসিফ মহম্মদ। সোমবার তপনে কাকিমা মৌমিতা হাসানের বাপের বাড়িতে চিলেকোঠার ঘরের দেওয়াল ভেঙে ৩১ বছরের ভাশুরপো সাদ্দাম নাদাপের দেহ উদ্ধার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ১৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর সাদ্দামের দেহ উদ্ধার হয়। সাদ্দাম ভিনরাজ্যে শ্রমিক সরবরাহে ঠিকাদারের কাজ করতেন। মালদা শহরের মৌমিতাদের বাড়িতে অফিসঘর ছিল সাদ্দামের। এই ঘটনায় জড়িত সম্পর্কে তার কাকিমা মৌমিতা হাসানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

সোমবার সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তপন থানা এলাকায় মৌমিতার বাপের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরের দেওয়াল ভেঙে উদ্ধার হয় সাদ্দামের পচাগলা দেহ। উদ্ধার হয়েছে মৃত ঠিকাদারের পরণের কাপড় সহ খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রও। প্রাথমিকভাবে খুনের কারণ হিসেবে মালদা জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাদ্দাম ও মৌমিতার মধ্যে কিছু সম্পর্ক ছিল। সাদ্দাম মৌমিতাকে ব্ল্যাকমেল করত বলে অভিযোগ। তা থেকেই বিবাদের সূত্রপাত।

গতকালই আদালতে যাওয়ার পথে মৌমিতা নিজের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেছিল। তার ওপর শারীরিক নির্যাতন ও পরিবারের লোকেদের খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও জানিয়েছিল। হুমকি দেওয়ার কথা উঠে এসেছে মৌমিতার স্কুল শিক্ষক স্বামী রহমান নাদাপের গলাতেও। তাঁর বক্তব্য, 'গত ১৭ মে স্ত্রী বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। ২০ তারিখ স্ত্রীকে বাড়িতে আনি। তারপর থেকে স্ত্রীকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখাত। কিন্তু বারবার জিজ্ঞাসা করার পরেও ও কিছু জানায়নি। অবশেষে রবিবার পুলিশের সামনে সাদ্দামকে খুনের কথা স্বীকার করে নেয়। সেই সময়ই স্ত্রী আমাকে জানায়, সাদ্দাম তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাত। কিন্তু ও সেসব আমাকে আগে বলেনি। আমাদেরও প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল সাদ্দাম। আমাকে মারার জন্য মোথাবাড়িতে নাকি দেড় লক্ষ টাকা সুপারি দিয়েছিল সাদ্দাম। সেই কারণেই স্ত্রী সাদ্দামকে মেরেছে।'

সোমবার সকালে মৃতদেহ উদ্ধারের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত আমজাদ সরকার বলেন, 'চিলেকোঠার ঘর ইট, সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা ছিল। সেই দেওয়াল ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। দেখি মৃতদেহ দড়ি দিয়ে বেঁধে লুঙ্গিতে মুড়ে বস্তায় ভরা ছিল। মৃত ব্যক্তির পরনে ছিল একটি গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট। অভিযুক্ত মহিলা পুলিশকে জানায়, মাথায় ধারালো অস্ত্র আঘাত করার পর গলা কেটে দেয় সে। তারপর মৃতদেহ দড়ি দিয়ে বেঁধে বস্তাবন্দি করে চিলেকোঠায় ভরে সিল করে দেয় সে।'

জেলা পুলিশের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নাসরিন খাতুন এক দম্পতির বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় স্বামীকে অপহরণের অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদে মৌমিতা হাসান নিজের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করে নেয়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সোমবার ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্তে এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে অভিযুক্তের কিছু বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে কিছু বিবাদের জেরে সাদ্দাম মৌমিতাকে ব্ল্যাকমেল করতেন। সেই কারণ থেকেই এই ঘটনা।

সাদ্দামের ছোট ভাই লাদেন নাদাপ বলেন, 'কয়েক মাস আগে রহমানদের পরিবারের সঙ্গে দাদা কাশ্মীরে ঘুরতে যায়। সেখান থেকে ফেরার পরই দাদার সঙ্গে ওদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। এপ্রিল মাসে দাদা ওদের বাড়ি থেকে অফিস সরিয়ে নেয়। টাকা পয়সা সংক্রান্ত লেনদেনের বিবাদও চলছিল। গত ১৮ মে রাত দশটা নাগাদ দাদা কলকাতা থেকে মালদায় আসে। অফিস থেকে স্কুটার নিয়ে দাদা বেরিয়ে যান। তারপর থেকে আর দাদার খোঁজ মেলেনি।'

পুলিশের অনুমান, পরিকল্পনা করেই এই খুন করা হয়েছে। একজন মহিলার পক্ষে এতকিছু একা কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে সাদ্দামের স্কুটার এখনও উদ্ধার না হওয়ায় পুলিশের অনুমান, এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত থাকতেও পারে।

চিলেকোঠার দেওয়াল ভেঙে দেহ উদ্ধার করছে পুলিশ। -সংবাদচিত্র

> আমাদেরও প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল সাদ্দাম। আমাকে মারার জন্য মোথাবাড়িতে নাকি দেড় লক্ষ টাকা সুপারি দিয়েছিল সাদ্দাম। সেই কারণেই স্ত্রী সাদ্দামকে মেরেছে।
>
> **রহমান নাদাপ, মৌমিতার স্বামী**

দুশ্চিন্তায় আকুল বাবা

শেখ পান্না

রতুয়া, ২ জুন : সাদ্দামরা সাত ভাইবোন। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সাদ্দাম নাদাপের কাঁধেই ছিল গোটা সংসারের ভার। ৩১ বছরের তরতাজা ছেলে সাদ্দাম এভাবে খুন হয়ে যাবে, তা এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না বাবার। সাদ্দামের মৃত্যুতে রতুয়া-২ ব্লকের কোকলামারি নাদাপপাড়া গ্রামে এখন শোকের ছায়া। টানা ১৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর তপন থেকে সাদ্দামের দেহ উদ্ধার হয়। সোমবার বিকেলে মৃতদেহ নাদাপপাড়ায় গ্রামের বাড়িতে ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়-পরিজনরা।

সাদ্দাম বাড়ির মেজো ছেলে। বাড়িতে রয়েছে বাবা হাবিব নাদাপ, মা আরেফা বিবি ও স্ত্রী নাসরিন বিবি। রয়েছে তাঁদের পাঁচ বছরের এক পুত্রসন্তানও। সংসারের ভার ছিল সাদ্দামের কাঁধেই। অন্য ভাইরা সেরকম কিছু করেন না। তাঁরা সাদ্দামের কাজে সহযোগিতা করতেন।

সাদ্দামের বাবা হাবিব নাদাপ বলেন, 'প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ধরে আমার ছেলে ভিনরাজ্যে শ্রমিক সরবরাহের কাজ করত। মালদা শহরে আমার এক কাকাতো ভাই রহমান নাদাপের বাড়িতে অফিসঘর ভাড়া নিয়েছিল। তার সঙ্গে জমি কেনাবেচার ব্যবসাও করত। রহমান আমার ছেলের প্রায় দেড় কোটি টাকার হিসাব গোলমাল করেছে। ছেলে নিখোঁজ হওয়ার পর ইংরেজবাজার থানায় রহমান এবং তার স্ত্রী মৌমিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ প্রথমে আমাদের কোনও সহযোগিতা করেনি। গতকাল রাতে জানতে পারলাম মৌমিতার বাপের বাড়ি থেকে আমার ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ছেলেকে অপহরণ করে ওরা খুন করেছে। ছেলে বাইরে থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছিল। সেই টাকার কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের সংসারের উপার্জনকারী ছিল আমার মেজো ছেলে সাদ্দামই। এখন এত বড় পরিবার কীভাবে চলবে, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা ওদের উপযুক্ত শাস্তি চাই।'

গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

কিশনগঞ্জ, ২ জুন : কোচাধামন থানার ভবানীগঞ্জ গ্রাম সংলগ্ন এলাকা থেকে রবিবার কুখ্যাত দুষ্কৃতী মহম্মদ পাপ্পুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার তাকে কিশনগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বুড়িমারি গ্রামে একটি ভয়ংকর ডাকাতি ঘটেছিল। ডাকাতির পর পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাও ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনায় মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। আগেই একজনকে এনকাউন্টার ও ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মৃত ৩ জওয়ান

প্রথম পাতার পর

এখানকার সেনাছাউনির উপর বড় ধরনের ধস নামায় মৃত্যু হয় লখবিন্দর সিং (হাবিলদার), মুনিশ ঠাকুর (ল্যান্সনায়েক) ও অভিষেক লাখাদারের (পোর্টার)। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই ঘটনার পর উদ্ধারকাজ শুরু করে সেনাবাহিনীর ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম। উদ্ধার হয় তিনটি মৃতদেহ। জখম অবস্থায় উদ্ধার চারজনের চিকিৎসা শুরু হয় দ্রুত। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধসের মাটি-পাথর সরানোর কাজ চললেও নিখোঁজ ছয় জওয়ানের খোঁজ মেলেনি সোম-সন্ধ্যাতেও। এদিকে, আবহাওয়া কিছুটা ভালো থাকায় দু'দিন বন্ধ থাকার পর ২৯ মে মুন্সিথাংয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় রাস্তা থেকে এক হাজার ফুট নীচে লাচেনচু নদীতে তলিয়ে যাওয়া আট পর্যটকের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েও এদিন খোঁজ মেলেনি। লাচেনচুর পাশাপাশি সংলগ্ন তিস্তাতে তল্লাশি চলে।

রবিবার রাতে মংগনে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে তিস্তার জলস্ফীতিতে তিস্তাবাজার বা সেবক ক্ষতির মুখে না পড়লেও, আতঙ্কে রাত কাটিয়েছে। তিস্তাবাজারের গোবিন্দ ছেত্রী বলছেন, 'বর্ষা শুরু হতেই যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বর্ষার ভরা মরশুমে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' তিস্তার জলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গজলডোবার টাকিমারির সবজি চাষ।

অন্যদিকে, সোমবার সকালে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় লাচুংয়ে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, উদ্ধার ১৬৭৮ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয় লাচুং-চুংথাং-সিপগিয়া-ফিডিং হয়ে। তবে দীর্ঘপথ হাঁটতে হয়েছে পর্যটকদের। উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৩৮০। উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের সঙ্গে ফিডিংয়ে কথা বলেন সিকিম পুলিশের ডিজি অক্ষয় সচদেব। মঙ্গলবার লাচেনে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে বলে জানান মংগনের পুলিশ সুপার সোনম টিকচু ভুটিয়া। মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন বলেন, 'লাচেনের রাস্তাও মেরামতি করা হচ্ছে। দ্রুত সেখানকার পর্যটকদের উদ্ধার করা হবে। তবে সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে আবহাওয়ার উপর।' এমন পরিস্থিতিতে যাতে কেউ খোঁজখবর ছাড়া উত্তর সিকিমে বেড়াতে না যান, কার্যত সেই বার্তাও দিয়েছে সিকিমের পর্যটন দপ্তর।

ছবি : এআই

শিক্ষা দিতে লুট

বালুরঘাট, ২ জুন : স্ত্রী মজে থাকেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। দিনভর রিলস ভিডিও আপলোড করেন। বাকি সময় ফোনে কারও সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত থাকাই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে শাসন করতে শুরু করেছিলেন স্বামী। আর সেটাই কাল হল তাঁর! স্বামীকে জব্দ করতে নিজেই আলমারির লকার খুলে সোনাদানা, নগদ টাকাপয়সা, ব্যাংকের যাবতীয় নথিপত্র সর্বস্ব লুট করে চম্পট দিয়েছেন স্ত্রী।

নিজের 'খুশিতে' বাধা হওয়ায় চরম শিক্ষা দিতে স্বামীকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছেন ওই গৃহবধূ। শুধু তাই নয়, তাঁদের চার বছরের এক কন্যাসন্তানকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন ওই গৃহবধূ।

গত শনিবার দুপুরে বালুরঘাটে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। তারপর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। এদিকে, কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে স্ত্রী, সন্তান সহ সম্পত্তি খুইয়ে কার্যত মাথায় হাত পড়েছে স্বামীর। দু'দিন ধরে সর্বত্র খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সোমবার বালুরঘাট থানায় গৃহবধূর নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন পেশায় কৃষক ওই ব্যক্তি। এমনই ঘটনা ঘটেছে বালুরঘাটের চিংগিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমরাইল গ্রামে। অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'অভিযোগ পেয়েই ওই গৃহবধূর খোঁজ শুরু হয়েছে। ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বছর ১৪ আগে ওই দম্পতির বিয়ে হয়েছে। নিজে কমদামি ফোন ব্যবহার করলেও স্ত্রীকে খুশি রাখতে তাঁকে দামি অ্যানড্রয়েড ফোন কিনে দিয়েছিলেন ওই কৃষক। তারপর থেকে ওই মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকতেন ওই গৃহবধূ বলে পরিবারের দাবি। শুধু দামি মোবাইল ফোন কিনে দেওয়াই নয়, নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বদলে স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই সমস্ত সঞ্চয় জমা রাখতেন ওই কৃষক। শনিবার চিকিৎসকের কাছে যাবেন বলে সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ওই গৃহবধূ। যাওয়ার আগে আলমারির লকার খুলে যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে যান বলে অভিযোগ। ওই গৃহবধূ স্বেচ্ছায় পালিয়েছে বলে মনে করছে পরিবার।

স্ত্রীকে হারিয়ে মুষড়ে পড়েছেন ওই কৃষক।

ভোল বদল হুমায়ুনের

বহরমপুর, ২ জুন : রবিবার বহরমপুরের কালেক্টরেট ক্লাব হলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুলিশকে 'শায়েস্তা' করার নিদান দিয়েছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। অনুব্রত মণ্ডলের পর তাঁর এমন মন্তব্যে বিতর্ক ছড়িয়েছিল। সোমবার যদিও হুমায়ুন নিজের অবস্থান থেকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন। এদিন তিনি পুলিশ সুপারের দপ্তরে গিয়ে দেখা করেন।

রবিবার হুমায়ুন বলেছিলেন, 'লালগোলা, বড়ঞা, সামশেরগঞ্জ, ভরতপুর থানায় এমন কিছু কর্মকাণ্ড ঘটে, যাতে সাধারণ মানুষের হয়রানি হয়। যদি বিরোধী আসনে থাকতাম ২৪ ঘণ্টা সময় লাগত না এদের শায়েস্তা করতে।' মন্তব্যের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সোমবার মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক। বলেন, 'আমি যে কথা বলেছিলাম, সেটা ওপেন ফোরামে বলা উচিত হয়নি।'

হাত ছাড়ছেন

প্রথম পাতার পর

তবে, দলের শহরের প্রথম সারির এক নেতার বক্তব্য, 'ওটা কারও ব্যক্তিগত অফিস নয়। পার্টির অফিস। শংকরবাবু তৃণমূলে গেলে সেই দলের পার্টি অফিসে বসবেন। এটা কংগ্রেসের অফিস, কংগ্রেসেরই থাকবে।'

তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের একটি সূত্রও শংকরের যোগদানের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করছে। সব ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহেই হাত ছেড়ে ঘাসফুলের বাগানে ফুটতে পারেন তিনি।

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে শিলিগুড়ির শংকর মালাকারের নাম কয়েক দশক জুড়ে রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধি থেকে রাজীব হয়ে সোনিয়া, মনমোহন সিং এমনকি হালের রাহুল গান্ধি- প্রত্যেকের সঙ্গেই কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে শংকরের। ২০১১, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বামেদের সহযোগিতা নিয়ে নতুন বিধানসভা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে বিধায়ক হন। তবে, ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি বিজেপির কাছে শুধু পরাস্তই হননি, তিন নম্বরে চলে যান। ২০১১ সালের পর থেকে বেশ কয়েকবার তৃণমূলের আমন্ত্রণ পেয়েও শংকর দলবদল করেননি। বরং তাঁর কাছেপিঠের অনেকে দলবদল করলেও শংকর একা কুম্ভের মতো কংগ্রেসে থেকে গিয়েছেন। সেই শংকরই এবার কংগ্রেসের 'হাত' ছেড়ে তৃণমূলের 'ঘাসফুলে' যাওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা করে ফেলেছেন। শংকরের দলবদলের পিছনে দুটি মূল স্বার্থ দেখছে রাজনৈতিক মহল। প্রথমত, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়া, দ্বিতীয়ত, তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতির পদ। রবিবার দলের নেতাদের নিয়ে শংকর যে বৈঠক করেন সেখানে নাকি প্রথমেই বলেন, 'দীর্ঘদিন কংগ্রেস করলাম। এবার তৃণমূলে যেতে চাইছি। ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে কাজ করার সুযোগ দেবেন বলেছেন। আমি চাই, আপনারাও আমার সঙ্গে আসুন।' শংকরের এই বক্তব্য শুনে একে অপরের দিকে তাকাতাকি শুরু করেন নেতা-নেত্রীরা। শংকর-ঘনিষ্ঠ গ্রামের এক নেতা বলেন, 'শংকরদা তৃণমূলে যাচ্ছেন এটা উনি নিজেই বলেছেন। দলের অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন না।'

বিরাট স্কিল বনাম শ্রেয়স ছন্দ

আহমেদাবাদ, ২ জুন : অপেক্ষার আজ শেষবেলা!

২২ মার্চ যখন অষ্টাদশ আইপিএলের বোধন হয়েছিল ইডেন গার্ডেন্সে, কেউ ভাবতেও পারেননি পরের কয়েক মাসে ক্রিকেট দুনিয়ায় কী কী চমক অপেক্ষা করে রয়েছে।

বাইশ গজে নানা ক্রিকেটীয় চমকের পাশে দুই প্রতিবেশী ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রভাবে আইপিএলই স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। সেই স্থগিত আইপিএল শুরুর পরও চমক। আগাগোড়া দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা দেখানো শুভমান গিলের গুজরাট টাইটান্স ব্যর্থ। হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও এখন ইতিহাস।

বদলে অষ্টাদশ আইপিএলে এখন রইল বাকি দুই। আর সেই দুই দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস আগামীকাল সন্ধ্যায় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে খেতাব জয়ের লক্ষ্যে নামছে। বেঙ্গালুরু বনাম পাঞ্জাব ম্যাচের রিংটোন হিসেবে ক্রিকেটমহলে বাজছে 'নয়া' চ্যাম্পিয়ন। মঙ্গলবার রাতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রজত পাতিদার বা শ্রেয়স আইয়ার, যাঁর হাতেই কাপ উঠবে তিনিই তাঁর সংশ্লিষ্ট দলের হয়ে প্রথমবার আইপিএল জয়ের নজির গড়বেন। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, আরসিবি অতীতে তিনবার আইপিএল ফাইনাল খেলেছে। ট্রফি জয়ের সুযোগ হয়নি। আগামীকাল চতুর্থ ফাইনালে কি বিরাট কোহলির ভাগ্য বদল হবে? অধরা মাধুরী আইপিএল ট্রফির সঙ্গে কোহলির নাম কি চিরকালীন হবে? আরসিবি সমর্থকরা যখন বিরাট আবেগে ডুবে। তখন পাঞ্জাব কিংস চলতি আইপিএলে বারবার প্রমাণ করেছে, তারা যথার্থ অর্থেই 'পাঞ্জাব কা পুত্তর'।

লড়াই তাঁদের রক্তে। প্রথম কোয়ালিফায়ারে আরসিবি-র বিরুদ্ধে ম্যাচে যাই হয়ে থাকুক না কেন, গতরাতে শ্রেয়স আইয়াররা প্রমাণ করে দিয়েছেন, মরুভূমিতে মরীচিকার মতোই প্রথম কোয়ালিফায়ার ছিল নেহাতই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সেদিন শ্রেয়সরা ব্যর্থ হলেও ম্যাচ হারের পর পাঞ্জাব অধিনায়ক বলেছিলেন, তাঁরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন। বাস্তবে গতকাল রাতে হার্দিকদের হারিয়ে সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছেন শ্রেয়সরা। পাঞ্জাব অধিনায়ক একার হাতে যেভাবে দলকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছেন, তারপর মনে করা হচ্ছে, আগামীকাল ফাইনালের আসরেও শ্রেয়স আরও বেশি মরিয়া হয়ে নামবেন মাঠে। দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে ফাইনাল খেলেছেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে ফাইনাল খেলার পাশে ট্রফি জয়ের নজিরও রয়েছে শ্রেয়সের। মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টানা দুইটি ভিন্ন দলের হয়ে খেতাব জয়ের নজির গড়বেন তিনি। যে নজির রোহিত শর্মা, মহেন্দ্র সিং ধোনি, কারও নেই।

গতকাল রাতে মুম্বই বনাম পাঞ্জাব ম্যাচের আসরে ভিলেন হিসেবে হাজির হয়েছিল বৃষ্টি। যা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। আগামীকাল ফাইনালের মঞ্চে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। বদলে রয়েছে বিরাটের স্কিল বনাম শ্রেয়সের ছন্দ দেখার নিখাদ ক্রিকেটীয় যুদ্ধ। আরসিবি-র হয়ে টানা ১৮ বছর ধরে আইপিএল খেলে কখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি বিরাট। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর কোহলির সামনে তাই অতীতের খরা কাটানোর পাশে আইপিএলের ইতিহাসে চিরকালীন হয়ে যাওয়ার দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে। পাঞ্জাবের জন্যও ছবিটা অনেকটা একইরকম। ২০১৪ সালে শেষবার ফাইনাল খেলেছিল পাঞ্জাব। ফাইনালে ঋদ্ধিমান সাহার শতরানের পরও কেকেআরের বিরুদ্ধে হেরে যায় কিংসরা। অতীতের ভুল যেন এবার তাঁর দল না করে, তা নিশ্চিত করতে অধিনায়ক শ্রেয়সের চেয়েও বেশি মরিয়া হয়ে রয়েছেন পাঞ্জাবের কোচ রিকি পন্টিং। ক্রিকেটার ও কোচ, দুই ভূমিকাতেই আইপিএলে দুর্দান্ত সব পরিসংখ্যান রয়েছে পন্টিংয়ের। কিন্তু ট্রফি জয়ের নজির নেই। তাই অধিনায়ক শ্রেয়স যদি ইংল্যান্ড সফরের দলে সুযোগ না পাওয়ার জ্বালা মেটানোর মঞ্চ হিসেবে আইপিএল ফাইনালকে বেছে নেন, তাহলে বিরাটের জন্যও কোচ গৌতম গম্ভীরকে নীরব বার্তা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

আইপিএল ট্রফি জিততে পারলে নিশ্চিতভাবেই কোহলি প্রমাণ করে দেবেন, তাঁর মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। টেস্টে অবসরের সিদ্ধান্তটা আর একটু পরে নিলেও চলত।

INDIAN PREMIER LEAGUE **আইপিএলে আজ**

ফাইনাল

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম পাঞ্জাব কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সম্মুখসমরে

মোট ম্যাচ ৩৬
আরসিবির জয় ১৮
পাঞ্জাবের জয় ১৮

অষ্টাদশ আইপিএলে তিন ম্যাচে আরসিবি জিতেছে দুইবার। পাঞ্জাব একবার।

আবহাওয়া

ফাইনালের মঞ্চে মঙ্গলবার বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

মেগা ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে রজত পাতিদার ও শ্রেয়স আইয়ার।

দলকে ফাইনালে তুলে ফিরছেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

বুমরাহর ইয়র্কারে শ্রেয়সের বাউন্ডারিই সেরা!

আহমেদাবাদ, ২ জুন : কথা দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, যে সম্মান দিয়ে দল তাকে দায়িত্ব দিয়েছে, তা রাখতে চান। পাঞ্জাব কিংসকে প্রথম আইপিএল ট্রফি উপহার দেওয়াই টার্গেট। লক্ষ্যের শেষ ধাপে শ্রেয়স আইয়ার।

মুখে বলা শুধু নয়, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে কঠিন পরিস্থিতিতে দলের বৈতরণী পাড়ের মূল কান্ডারি স্বয়ং শ্রেয়সই। ২০৪ রানের জয়লক্ষ্যে ৪১ বলে অপরাজিত ৮৭ রানের ইনিংসে মুম্বইয়ের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেন।

৫টি চার ও ৮টি ছক্কা-শ্রেয়স দাপটে প্রথমবার আইপিএলে দুইশোর বেশি রান করে হার পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। সবকিছু ছাপিয়ে চর্চায় জসপ্রীত বুমরাহকে হাঁকানো শ্রেয়সের বাউন্ডারি। এলিমিনেটরে ঠিক আগের ম্যাচেই ঘাতক ইয়র্কারে গুজরাট টাইটান্সের ছুটি করে দিয়েছিলেন বুমরাহ।

বিস্ফোরক মেজাজে ব্যাট ঘোরাতে থাকা ওয়াশিংটন সুন্দরের উইকেট ছিটকে দিয়েছিলেন। যাকে এবারের মেগা লিগের সেরা বল বলা হচ্ছে। বুমরাহর প্রায় একইরকম ঘাতক ইয়র্কারেই কিনা শ্রেয়সের বাউন্ডারি! শেষ মুহূর্তে ব্যাট নামালেন এবং ব্যাটের মুখ খুলে চারও আদায় করে নিলেন! জোর বিতর্ক এটাই চলতি আসরের সেরা শট কিনা।

> রাত ২টার সময় ম্যাচ শেষ। মঙ্গলবারই আবার ফাইনাল। তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে তাজা হয়ে নামার চ্যালেঞ্জ। হাউসফুল গ্যালারি থাকবে, যেখানে বিরাট কোহলির সমর্থকদের সংখ্যাও অনেক হবে।
>
> **জেমস হোপস**
> পাঞ্জাব কিংসের বোলিং কোচ

এবি ডিভিলিয়ার্স তো বলেও দিলেন, 'আমার কাছে আইপিএলের সেরা শট। মিডলস্টাম্পে পারফেক্ট ইয়র্কার। ব্যাট-প্যাডের রক্ষণ চুরমার করে স্টাম্পে লাগার কথা। সেই বলেই বাউন্ডারি! বুমরাহর ইয়র্কারের নিখুঁত জবাব। ওর ছক্কার শটগুলিও উপভোগ্য। মাথা, শরীর একেবারে সঠিক জায়গায়। ঠান্ডা মাথায় বোলারদের খুন করার দুরন্ত স্টাইল। এরকম আরও অনেক ইনিংস দেখব ওর থেকে।'

অশ্বনী কুমারকে ছক্কা হাঁকিয়ে ১৯তম ওভারে ম্যাচে ইতি টানেন। প্রথম অধিনায়ক হিসেবে তিনটি আলাদা দলকে নিয়ে খেতাবি যুদ্ধে পা রাখার বিরল নজির। পরপর দুইটি লিগে শ্রেয়সের নেতৃত্বে দুইটি পৃথক দল ফাইনালে, যে রেকর্ডও কারও নেই। ১১ বছর অপেক্ষার পর ফাইনালে ওঠা পাঞ্জাব শিবিরের মধ্যমণি স্বভাবতই শ্রেয়স।

ম্যাচ শেষে নায়ককে জড়িয়ে ধরলেন মালকিন প্রীতি জিন্টা। বলেও দিলেন, এমন অধিনায়ক পাওয়া দলের ভাগ্য। সাজঘরে চলল কেক কাটার পর্ব। আরেক কর্ণধার নেস ওয়াদিয়া কেক খাইয়ে দিলেন শ্রেয়সকে। সঙ্গে আদর।

শ্রেয়সের অবশ্য সাফ কথা, কাজ অর্ধেক হয়েছে। ফাইনাল বাকি। মঙ্গলবার যে মহারণে প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রথম কোয়ালিফায়ারে যাদের কাছে হেরে শ্রেয়স বলেছিলেন, একটা লড়াইয়ে হেরেছেন, পুরো যুদ্ধে নয়। আগামীকাল সেই যুদ্ধের পালা।

মুম্বইকে ছুটি করে দেওয়ার রেশ নিয়ে আগামীকাল যে যুদ্ধে নামবে পাঞ্জাব। খুশির মধ্যেই কিছুটা বেসুরো ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের জরিমানা। দ্বিতীয়বার মন্থর রেটের কারণে ২৪ লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানা শ্রেয়সের। বাকিদের ৬ লক্ষ করে।

পন্টিং-শ্রেয়স আবার টার্নিং পয়েন্ট ধরছেন জোশ ইনগ্লিসের সামনে বুমরাহর ২০ রানের ওভারকে। বুমরাহর ওভারে ১২-১৩ রানই অনেক। সেখানে ২০। ম্যাচের মোমেন্টাম বদলে যায়। বাড়িয়ে দেয় সাজঘরে বসে থাকা বাকি সতীর্থদের আত্মবিশ্বাস। শ্রেয়সের কথায়, প্রত্যেকে বুঝে গিয়েছিল, বুমরাহদের বিরুদ্ধেও এই রান তাড়া করা সম্ভব।

এবার ফাইনাল যুদ্ধ। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বোলিং কোচ জেমস হোপস বলেও দেন, 'রাত ২টার সময় ম্যাচ শেষ। মঙ্গলবারই আবার ফাইনাল। তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে তাজা হয়ে নামার চ্যালেঞ্জ। হাউসফুল গ্যালারি থাকবে, যেখানে বিরাট কোহলির সমর্থকদের সংখ্যাও অনেক হবে।'

রিকি পন্টিং আবার মনে করেন ইংল্যান্ডগামী টেস্ট দলে জায়গা না পাওয়া তাঁতাচ্ছে শ্রেয়সকে। যার প্রতিফলন ঘটছে ব্যাটিংয়ে। পাঞ্জাব কোচ বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেট, আইপিএলে সাফল্যের সুবাদে দল নির্বাচন হয়েছে। শ্রেয়সও দুই মঞ্চেই সফল। সবকিছুর পরও টেস্ট দলে ডাক না পেয়ে হতাশা প্রত্যাশিত। যা ওকে আরও বেশি করে সাফল্যের জন্য তাঁতিয়ে বেড়াচ্ছে।'

কোহলির জন্য ট্রফি জিততে চান পাতিদার

টানা ম্যাচ নিয়ে চিন্তায় শ্রেয়স

আহমেদাবাদ, ২ জুন : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা।

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার মহারণ। অষ্টাদশ আইপিএলের খেতাবি যুদ্ধ। ৭৪ ম্যাচের ম্যারাথন লিগ শেষে মিলতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন। নতুন চ্যাম্পিয়ন। মুখোমুখি গত সতেরো আসরে কখনও আইপিএলের স্বাদ না পাওয়া দুই দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস।

মেগা দ্বৈরথের আগে দুই শিবির স্বপ্নে বিভোর। শেষ ধাপে আর পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। টিম বেঙ্গালুরুকে আবার তাতাচ্ছেন বিরাট কোহলি। তিন-তিনবার ফাইনালে উঠেও ট্রফি অধরা। আরসিবির জার্সি গায়ে ২০০৯, ২০১১, ২০১৬ সালের ফাইনাল যুদ্ধে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে বিরাটকে।

> ভারত এবং আরসিবি-র জার্সিতে বছরের পর বছর অবদান রেখেছে বিরাট। দলের প্রত্যেকে মরিয়া বিরাটের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে।
>
> **রজত পাতিদার**

এবার বিরাটের জন্যই বেশি করে ট্রফি জিততে বদ্ধপরিকর সতীর্থরা। মহারণের আগের সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক রজত পাতিদার জানিয়ে দিলেন, বিরাটের জন্য আইপিএল জিততে চান। কোহলির হাতে তুলে দিতে চান ট্রফি। পুরো দলকে যা উদ্দীপ্ত করছে।

অনিল কুম্বলে, ড্যানিয়েল ভেত্তোরি, বিরাট কোহলির পর চতুর্থ অধিনায়ক হিসেবে আরসিবিকে ফাইনালে তোলা রজত পাতিদারের কথায়, ভারত এবং আরসিবি-র জার্সিতে বছরের পর বছর অবদান রেখেছে বিরাট। দলের প্রত্যেকে মরিয়া বিরাটের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে।

মিডল অর্ডার ব্যাটার টিম ডেভিডকে ফাইনালে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও দূর হয়নি। এক প্রশ্নের উত্তরে অধিনায়ক পাতিদার জানান, চিকিৎসকদের নজরদারিতে রয়েছে। যে রিপোর্টের ওপরই সবকিছু নির্ভর করবে। আশাবাদী, এদিন রাতের মধ্যেই ইতিবাচক রিপোর্ট মিলবে ডেভিডের।

প্রথমবার আরসিবি-র মতো দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ফাইনালে পা। নিজের যে জার্নি সম্পর্কে পাতিদার বলেছেন, 'নতুন অনেক কিছু শিখলাম, যা নেতৃত্বের চলতি সফরে বড় প্রাপ্তি। পাশে পেয়েছি দুর্দান্ত একঝাঁক লিডার, বিদেশি তারকাকেও। যাদের সাহচর্য আমাকে সাহায্য করেছে।' খেতাবি যুদ্ধে প্রতিপক্ষ শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব। প্রথম কোয়ালিফায়ারে যাদের হারিয়ে ফাইনালের টিকিট পাওয়া। পাতিদারের কথায়, ফের ফাইনালে শ্রেয়সের মুখোমুখি হওয়া, একদিক থেকে দারুণ। তবে আগামীকালের চ্যালেঞ্জ নতুন। নতুন করে প্রস্তুতি, শুরুর পরীক্ষা।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয়ের রেশ গায়ে মেখেই ফাইনালে নামছে টিম পাঞ্জাব। উদ্দীপনার আকাশচুম্বী পারদের মধ্যে ভাবাচ্ছে টানা খেলার ক্লান্তি। বিরাট কোহলিরা শেষ ম্যাচ খেলেছে ২৯ মে। মাঝে চারদিনের বিশ্রাম। সেখানে রবিবার মাঝরাতে শেষ হওয়া মুম্বই ম্যাচ খেলে মঙ্গলবার ফাইনাল। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রেয়সের গলাতেও পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পাওয়ার কথা। জানান, সেভাবে ঘুমোতে পারেননি, মেরেকেটে ঘণ্টা চারেক হয়েছে। এখনও ফাইনালের প্রস্তুতি নিয়ে আলাদা কোনও কথা হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলন সেরেই বসবেন ফাইনাল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে।

মুম্বই ম্যাচে নিজের ইনিংসের খুশিটা আড়াল করেননি প্রাক্তন কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক। শ্রেয়সের কথায়, আইপিএলের মঞ্চে তাঁর সেরা ইনিংস। দল, সমর্থকদের বিশ্বাস, খেতাবি যুদ্ধেও জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমারদের বিরুদ্ধেও অধিনায়কোচিত ইনিংস বেরিয়ে আসবে শ্রেয়সের ব্যাট থেকে।

সমর্থকদের আশ্বস্ত করে শ্রেয়স গতকালই বলেছিলেন, বিগ মঞ্চ তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগায়। পাশাপাশি সতীর্থদের উদ্দেশে বার্তা-বড় ম্যাচ, চাপ নয়, নিজেদের শান্ত রাখতে হবে। সেরাটা বের করে আনতে যা জরুরি। আশাবাদী, ফাইনাল দ্বৈরথেও যে লক্ষ্যে সফল হবে তাঁর দল।

মেগা ফাইনালের আগে ব্যাটে শান দিতে চলেছেন বিরাট কোহলি।

ব্যর্থতার দায় নিলেন কান্নায় ভেঙে পড়া হার্দিক

আহমেদাবাদ, ২ জুন : ম্যাচ সবে শেষ।

শ্রেয়স আইয়ারকে ঘিরে উৎসবে মেতে পাঞ্জাব শিবির। কিছুটা দূরে তখন হতাশার অন্ধকার। বৃষ্টিবিঘ্নিত মাঝরাতে শেষ হওয়া ম্যাচে বিদায়ের করুণ সুর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে। শ্রেয়স আইয়ার শেষ বলটা গ্যালারিতে ফেলার পর হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়লেন হার্দিক পান্ডিয়া।

চোখে জল। গত আইপিএলে যন্ত্রণার মধ্যে যেতে হয়েছে। বিদ্রুপ, কটাক্ষ ছাড়া কিছু মেলেনি। শুরুটা এবার খারাপ করলেও দল ক্রমশ ডানা মেলছিল। ষষ্ঠ খেতাবের স্বপ্নটা উসকে দিচ্ছিল। শ্রেয়সের একটা ইনিংস, পাঞ্জাবের মিলিত প্রয়াসের সামনে সেই স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে খানখান।

নিজেকে আটকাতে পারছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক। হার্দিকের পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন জসপ্রীত বুমরাহ। এগিয়ে এলেন সূর্যকুমার যাদবও। আসলে হতাশা কুরে-কুরে খাচ্ছে বুমরাহকেও। এরকম পরিস্থিতিতে বারবার ভরসা জুগিয়েছেন। এদিন হয়নি। প্রতিফলন বুমরাহর চোখেমুখেও। তার মধ্যেই হার্দিককে শান্ত করার চেষ্টা।

রোহিত শর্মা, তিলক ভার্মা, নবাগত সদস্য জনি বেয়ারস্টোদের হালও প্রায় এক। ২০৪ রানের লক্ষ্য

কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা বুমরাহর

দেওয়ার পর পাঞ্জাবকে ৭২/৩ করে দেওয়ার পর মনে হয়েছিল ম্যাচ বের করতে সমস্যা হবে না। কিন্তু শ্রেয়স প্রাচীরে ধাক্কা। যে ধাক্কাটা মানতে পারছিলেন না ডাগআউটের ধারে সারাক্ষণ বসে থাকা সপুত্র নীতা আম্বানি।

হতাশার সঙ্গে চোখেমুখে অবিশ্বাসের প্রতিফলন। দুশোর বেশি রান করে কখনও না হারাও তার দলকেই কিনা বাস্তবের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে প্রীতি জিন্টার ব্রিগেড। দলের যে ব্যর্থতার দায় অধিনায়ক হিসেবে নিজের কাঁধেই তুলে নেন হার্দিক।

> সব দায় আমার। পাশাপাশি শ্রেয়সের কথাও বলতে হবে। যেভাবে ব্যাটিং করল, এককথায় অসাধারণ। প্রয়োজনে ঝুঁকি নিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। আমাদের আরও কিছুটা রান করা দরকার ছিল। এই মাঠে ২০৩ স্কোর খুব বেশি নয়। বোলারদের কাজ তাই সহজ ছিল না।
>
> **হার্দিক পান্ডিয়া**

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'সব দায় আমার। পাশাপাশি শ্রেয়সের কথাও বলতে হবে। যেভাবে ব্যাটিং করল, এককথায় অসাধারণ। প্রয়োজনে ঝুঁকি নিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। আমাদের আরও কিছুটা রান করা দরকার ছিল। এই মাঠে ২০৩ স্কোর খুব বেশি নয়। বোলারদের কাজ তাই সহজ ছিল না। আর পাঞ্জাবের ব্যাটাররা প্রথম থেকেই চাপে রেখেছিল আমাদের। বোলাররা আরও বেশি করে খেই হারিয়ে ফেলে।'

বিদায়ের হতাশার মধ্যেই হার্দিকের পাশে থাকার বার্তা ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে। আবেগঘন পোস্টে লেখা হয়েছে, 'মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তোমার এবং তোমার দলের লড়াকু মানসিকতায় গর্বিত। তোমরা গোটা মরশুমে যে চেষ্টা করেছে, তা গর্বিত করেছে দলকে। হারজিত, ফলাফল যাই হোক সবাই একসঙ্গে আছি, থাকব।'

হার্দিক ব্যর্থতার দায় নিলেও অনেকে আঙুল তুলছেন হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনে, বোলিং কোচ লাসিথ মালিঙ্গার দিকে। হরভজন সিংয়ের অভিযোগ, জয়বর্ধনে-মালিঙ্গাদের অতিসক্রিয়তা, প্লেয়ারদের স্বাধীনতা দেওয়ার বদলে সবসময় নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ক্ষতি করছে দলের।

ম্যাচ শেষে সেই জয়বর্ধনের দাবি, ট্রফির লক্ষ্য পূরণ না হলেও সামগ্রিকভাবে দলের পারফরমেন্স সন্তোষজনক। গতবারের ব্যর্থতা এবং এবার শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন তারা। ভালো ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। এদিনও শুরুটা দারুণ হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাব আরও ভালো ক্রিকেট উপহার দিয়ে তাঁদের টেক্কা দিয়েছে।

পাঞ্জাব কিংসের কাছে হেরে মাথায় হাত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মালকিন নীতা আম্বানির। রবিবার আহমেদাবাদে।

মেজাজ হারালেন কার্লসেন

অবিশ্বাস্য জয় গুকেশের

অসলো, ২ জুন : ম্যাচের সিংহভাগ সময় চাপে ছিলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। রাশ ছিল ম্যাগনাস কার্লসেনের দখলেই। তা সত্ত্বেও বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ুকে শেষবেলায় মাত দিলেন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার।

হারের পর হতাশা গোপন রাখতে পারেননি কার্লসেন। টেবিলে সজোরে ঘুসি মেরে বসেন। পরে অবশ্য গুকেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেন। উলটোদিকে শেষ চালটা দেওয়ার পর গুকেশ নিজেও বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, ম্যাচটা জিতেছেন। পারবেনই বা কী করে। প্রথমত ক্লাসিকাল দাবায় ম্যাগনাসের বিরুদ্ধে এটাই তাঁর প্রথম জয়। আর তার চেয়েও বড় কথা, একটা সময় গুকেশ নিজেও যে হাল ছাড়তে বসেছিলেন।

ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে ডোম্মারাজু গুকেশ।

রবিবার নরওয়ে দাবার ষষ্ঠ রাউন্ডে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলে দাপট দেখান কার্লসেন। ৪০ চাল পর্যন্ত ঘর সামলাতেই হিমসিম খেতে হয় গুকেশকে। শেষবেলায় ম্যাগনাসের একটা ভুল। সেটা কাজে লাগিয়েই দীর্ঘ চার ঘণ্টার লড়াই জিতে নেন গুকেশ। ম্যাচের পর বলেন, 'ওই জায়গা থেকে ১০০-র মধ্যে ৯৯ বার হারাটাই স্বাভাবিক। আমিও ম্যাচ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম। তবে ভাগ্য সঙ্গ দিয়েছে।' আসলে শেষদিকে প্রতিআক্রমণাত্মক মেজাজে খেলে কার্লসেনকে ফাঁদে ফেলেন ডোম্মারাজু। ভারতীয় দাবাড়ুর মা পদ্মাকুমারী বলেছেন, 'আমার ধারণা, কার্লসেনকে ভুল করতে দেখে গুকেশও অবাক হয়েছে।'

নরওয়ে দাবায় গুকেশের শুরুটা হয়েছিল কার্লসেনের কাছে হার দিয়ে। শনিবার চিনের উই ই-র কাছে পরাজয়ে প্রতিযোগিতার ক্রমতালিকায় পাঁচ নম্বরে নেমে গিয়েছিলেন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু। পরদিনই ষষ্ঠ রাউন্ডে কার্লসেনের বিরুদ্ধে জয় তাঁকে তিন নম্বরে তুলে আনল।

অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হচ্ছেন রাজীব

বিসিসিআই থেকে সরছেন বিনি

মুম্বই, ২ জুন : ভারতীয় ক্রিকেট দলের মতো ক্রিকেট প্রশাসনের অন্দরেও পালাবদল হতে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির পদ থেকে সরতে চলেছেন রজার বিনি। তাঁর জায়গায় পরবর্তী তিন মাসের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে আসতে চলেছেন রাজীব শুক্লা।

লোধা সুপারিশ ও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে যেমন বলা রয়েছে এক ব্যক্তি এক পদের কথা। তেমনই উল্লেখ করা রয়েছে, ৭০ বা তার বেশি বয়স হয়ে গেলে বিসিসিআইয়ের কোনও পদে থাকতে পারবেন না কেউই। সেই নিয়ম মেনে ১৯ জুলাই বর্তমান বোর্ড সচিব বিনি ৭০ বছরে পা দিচ্ছেন। ফলে সেদিনই তাঁকে তাঁর সভাপতির পদ থেকে সরতে হবে। বদলে বিসিসিআইয়ের বর্তমান সহ সভাপতি রাজীব বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব পেতে চলেছেন। আজ বিসিসিআই সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। জুলাই থেকে অন্তর্বর্তীকালীন পদের দায়িত্ব বেশিদিন সামলাতে হবে না রাজীবকে। অন্তত তিন মাসের মধ্যেই বোর্ডের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা হবে। যেখানে নতুন সচিব, সভাপতি সব পদেই নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চোটে কাবু কুর্তোয়া

ব্রাসেলস, ২ জুন : দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে গত মার্চেই বেলজিয়াম জাতীয় দলে ফিরেছিলেন থিবো কুর্তোয়া। তবে জুনে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের দুই ম্যাচে তাঁর খেলা হচ্ছে না। একই সঙ্গে আসন্ন ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপেও তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

রিয়াল মাদ্রিদ এবং বেলজিয়াম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন উভয় পক্ষই বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, পিঠের চোটে কাবু কুর্তোয়া। ফলত এই আন্তর্জাতিক বিরতিতে উত্তর ম্যাসিডোনিয়া এবং ওয়েলশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দুইটি ম্যাচেই খেলতে পারবেন না। অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। বেলজিয়াম জাতীয় দলের চিকিৎসকের পাশাপাশি রিয়ালের মেডিকেল টিমও তাঁর চোটের ওপর নজর রাখছে। কুর্তোয়ার এই চোট নিঃসন্দেহে রিয়ালের কাছেও বড় ধাক্কা। ১৮ জুন ক্লাব বিশ্বকাপে সৌদির ক্লাব আল হিলালের বিরুদ্ধে ক্লাব বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ মাদ্রিদ জায়েন্টদের। ওই ম্যাচেও অনিশ্চিত থিবো।

ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর ম্যাক্সওয়েলের

মেলবোর্ন, ২ জুন : ২০২৩ সালে ভারতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের ট্রফি জয়ের নেপথ্যে বিরাট ভূমিকা ছিল গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের। এহেন ম্যাক্সওয়েল আজ আচমকাই একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে তাঁর ১৩ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ার শেষ হয়ে গেল আজ।

মাস খানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর স্টিভেন স্মিথ ও মার্কাস স্টোয়িনিসরা অবসর নিয়েছিলেন একদিনের ক্রিকেট থেকে। আজ আচমকাই সেই পথে হাঁটলেন ম্যাক্সওয়েল। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাঝেই তিনি অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন আজ। প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়া অষ্টাদশ আইপিএলে পাঞ্জাব কিংস দলেই ছিলেন ম্যাক্সওয়েল। মরশুমের মাঝপথে চোটের কারণে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি২০ চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৪৯টি একদিনের ম্যাচে ৩৯৯০ রান রয়েছে তাঁর।

নজরে ম্যাক্সওয়েল

ম্যাচ ১৪৯
রান ৩৯৯০
গড় ৩৩.৮১
অর্ধশতরান ২৩
শতরান ৪

সর্বাধিক ২০১* (বনাম আফগানিস্তান, ২০২৩)
উইকেট ৭৭
সেরা বোলিং ৪০/৪ (বনাম ভারত, ২০২৩)
প্রথম ম্যাচ : ২৫ অগাস্ট, ২০১২
প্রতিপক্ষ : আফগানিস্তান
শেষ ম্যাচ : ৪ মার্চ, ২০২৫
প্রতিপক্ষ : ভারত

রেকর্ড
বিশ্বকাপে দ্রুততম দ্বিশতরান
অষ্টম উইকেটে সর্বাধিক পার্টনারশিপ ২০২* (প্যাট কামিন্সের সঙ্গে)
দ্বিতীয় সর্বাধিক স্ট্রাইক রেট (১২৬.৭০)

নজরে ক্লাসেন

টেস্ট	ওডিআই	টি২০
ম্যাচ ৪ | রান ১০৪ | গড় ১৩.০০	ম্যাচ ৬০ | রান ২১৪১ | গড় ৪৩.৬৯	ম্যাচ ৫৮ | রান ১০০০ | গড় ২৩.২৫
অর্ধশতরান ০ | শতরান ০ | সর্বাধিক ৩৫	অর্ধশতরান ১১ | শতরান ৪ | সর্বাধিক ১৭৪	অর্ধশতরান ৫ | শতরান ০ | সর্বাধিক ৮১
প্রথম ম্যাচ : ১৯ অক্টোবর, ২০১৯	**প্রথম ম্যাচ :** ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	**প্রথম ম্যাচ :** ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
প্রতিপক্ষ : ভারত	**প্রতিপক্ষ :** ভারত	**প্রতিপক্ষ :** ভারত
শেষ ম্যাচ : ৮ মার্চ, ২০২৩	**শেষ ম্যাচ :** ৫ মার্চ, ২০২৫	**শেষ ম্যাচ :** ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪
প্রতিপক্ষ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ	**প্রতিপক্ষ :** নিউজিল্যান্ড	**প্রতিপক্ষ :** পাকিস্তান

দিনটা আমার কাছে দুঃখের। ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। সবদিক বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে, অবসরের এটাই সেরা সময়। -হেনরিচ ক্লাসেন

আন্তর্জাতিক মঞ্চকে বিদায় ক্লাসেনের

জোহানেসবার্গ, ২ জুন : টেস্ট ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছিলেন তিনি। আজ আচমকাই ক্রিকেটের বাকি দুই ফরম্যাট থেকেও অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার হেনরিচ ক্লাসেন। ৩২ বছরের ক্লাসেনের সাদা বলের ক্রিকেট থেকে আচমকা অবসরের সিদ্ধান্ত বিস্ময় তৈরি করেছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। আজ নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ক্লাসেন বলেছেন, 'দিনটা আমার কাছে দুঃখের। ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। সবদিক বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে, অবসরের এটাই সেরা সময়।'

দিন কয়েক আগেই আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিস্ফোরক শতরান করেছিলেন ক্লাসেন। সেই শতরানের রেশ কাটার আগেই তিনি সাদা বলের ক্রিকেটকে অলবিদা জানিয়ে দিলেন। যদিও হায়দরাবাদের হয়ে আগামী মরশুমে তাঁকে আইপিএলের আসরে খেলতে দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করে দিলেও দুনিয়ার নানা প্রান্তে পেশাদার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ক্লাসেন।

ড্র ম্যাচে বড় রান অভিমন্যুর

ওডিআই মেজাজে যশস্বী

অর্ধশতরানের পথে অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ক্যান্টারবেরিতে।

ভারত 'এ'-৫৫৭ ও ২৪১/২
ইংল্যান্ড লায়ন্স-৫৮৭

ক্যান্টারবেরি, ২ জুন : ফয়সালার সম্ভাবনা তৃতীয় দিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সোমবার ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্টে ব্যাটিং অনুশীলনে মন দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল, অভিমন্যু ঈশ্বরণরা।

এদিন ৫২৭/৭ স্কোর থেকে শুরু করে লায়ন্স প্রথম ইনিংসে ৫৮৭ রানে থামে। শেষদিকে জামান আখতার (৪১), অজিত সিং ডালে (২৭), এডি জ্যাকদের (২৫) কার্যকরী ইনিংসের সুবাদে ভারতীয় 'এ' দলের ৫৫৭ স্কোর টপকে ৩০ রানের লিড নেয় লায়ন্স। দ্বিতীয় ইনিংসে শুরু থেকে ওডিআই ক্রিকেটের মেজাজে ব্যাটিং শুরু করেন যশস্বী (৬০ বলে ৬৪)। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের অধিনায়ক অভিমন্যু (৬৮)। ওপেনিং জুটিতে ওঠে ১২৯ রান। যশস্বীর পথ অনুসরণ করে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পথে হেঁটেছেন ধ্রুব জুরেল (অপরাজিত ৫৩) ও নীতীশ কুমার রেড্ডি (অপরাজিত ৫২)। ভারতীয় 'এ' দলের স্কোর দ্বিতীয় ইনিংসে ৪১ ওভারে ২ উইকেটে ২৪১ রানে পৌঁছানোর পর ম্যাচে দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়। জোড়া উইকেট পেয়েছেন রেহান আহমেদ।

সদ্য জেতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি প্যারিস সাঁ জাঁ-র ওসমানে ডেম্বেলে নিয়ে এসেছিলেন রোলাঁ গারোয়। ট্রফির সামনে চলছে নোভাক জকোভিচের ম্যাচ।

পেগুলাকে হারিয়ে অঘটন বয়সঁর

সেঞ্চুরি করে ভেরেভের সামনে জকোভিচ

প্যারিস, ২ জুন : ফরাসি ওপেনে চতুর্থ রাউন্ডে জিতে সেঞ্চুরি হয়ে গেল নোভাক জকোভিচের। সোমবার চতুর্থ রাউন্ডে ইংল্যান্ডের ক্যামেরন নুরির বিরুদ্ধে ৬-২, ৬-৩, ৬-২ গেমে তিনি জিতেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর সামনে জার্মানির আলেকজান্ডার ভেরেভ।

রোলাঁ গারোয় এবার প্রথম বড় অঘটন ঘটালেন লোয়িস বয়সঁ। বিশ্বের ৩৬১ নম্বর বয়সঁ চতুর্থ রাউন্ডে মহিলাদের সিঙ্গলসে তিন নম্বর জেসিকা পেগুলাকে হারালেন ৩-৬, ৬-৪, ৬-৪ গেমে। গত বছর এসিএল চোটের কারণে নামতে পারেননি ২২ বছরের তরুণী। চোট সারিয়ে ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে নেমেই ছুটি করে দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগুলার। একই সঙ্গে ২০০৭ ইউএস ওপেনের পর প্রথমবার সর্বাধিক র‍্যাংকিংযুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে কোনও গ্ল্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন বয়সঁ। নজির গড়ে অভিভূত বয়সঁর মন্তব্য, 'দর্শকদের ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আর কী বলব বুঝতে পারছি না। ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্টে এমন পরিবেশে খেলার অভিজ্ঞতা অপূর্ব। জানতাম সুযোগ পাব, তাই নিজের সর্বস্ব দিয়েছি।'

সোমবার ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্টে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপ সেরা প্যারিস সাঁ জাঁ-র গোলমেশিন ওসমানে ডেম্বেলে। সঙ্গে ছিল একদিন আগে জেতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা ট্রফি।

অন্যদিকে, পুরুষদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন জার্মানির ভেরেভ। চতুর্থ রাউন্ডে তিনি ওয়াকওভারে পেলেন নেদারল্যান্ডসের ট্যালন গ্রিয়েকস্পোরের বিরুদ্ধে। যদিও শুরুটা ভালোই করেছিলেন ডাচ খেলোয়াড়। প্রথম ৩ গেম তিনি জিতেও নেন। কিন্তু মাত্র ৫১ মিনিট পর ম্যাচ ভেরেভের পক্ষে ৬-৪, ৩-০ থাকাকালীন ওয়াকওভার দিয়ে দেন গ্রিয়েকস্পোর।

আইপিএল ফাইনাল দেখাবে ক্রীড়া পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জুন : সিএবি-র নির্দেশ মেনে জায়েন্ট স্ক্রিনে আইপিএল ফাইনাল দেখাবে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। যার পোশাকি নাম রাখা হয়েছে ক্রিকেট কার্নিভাল। সচিব কুন্তল গোস্বামী এই খবর দিয়ে বলেছেন, 'বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের ইনডোর হলে সন্ধে ৭টা থেকে ফাইনাল দেখানো হবে। এজন্য ক্লাব ও কোচিং সেন্টারের খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ক্রীড়া পরিষদকে বোলিং মেশিন ও জিমের সরঞ্জাম দিয়েছেন। এজন্য সিএবি সভাপতি ও তাঁর টিমকে ধন্যবাদ।'

ব্যর্থতার দায় নিলেন কান্নায় ভেঙে পড়া হার্দিক
-খবর এগারোর পাতায়

সুনীল-অমরিন্দারদের বল বয় থেকে সতীর্থ

স্বপ্নপূরণ কাশ্মীরের সুহেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুন : স্বপ্নপূরণ বোধহয় একেই বলে!

সময়টা ২০১৯ সাল। ভারতীয় একাদশ বনাম কাশ্মীর একাদশের ম্যাচ। অমরিন্দার সিংয়ের পিছনে দাঁড়ানো বল বয় ছেলেটি চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে গিলছে দেশের জার্সি গায়ে মাঠে থাকা এগারোজনকে। পাথুম থানিতে আজ সেই অমরিন্দারকে গোলে দাঁড় করিয়ে অনুশীলন করে চলেছে সেদিনের সেই ছেলেটি। সুহেল আহমেদ বাট এআইএফএফ ওয়েবসাইটকে বলতে গিয়ে আপ্লুত, 'অমরিন্দার পাজির পিছনে গোলপোস্টে দাঁড়িয়েছিলাম বল বয় হিসাবে। আর আজ দেখুন ওঁর সঙ্গেই অনুশীলন করছি! ভাবতেই কেমন লাগে!' এবারের জাতীয় দলে তিনিই সবথেকে নতুন সদস্য। শুধু অমরিন্দার কেন, সুনীল ছেত্রীর মতো তারকার পাশে খেলার সুযোগ পাওয়াও তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো। সুনীল যেদিন প্রথম জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপান তখন সুহেলের বয়স মাত্র দুই মাস। বড় হওয়ার পথে প্রতিদিন স্বপ্ন দেখেছেন সুনীলের মতো স্ট্রাইকার হবেন। তাঁর পাশে খেলতে গিয়ে সুহেলের উপলব্ধি, 'ছেত্রীভাইয়ের পাশে খেলার সময়ে ভাবি উনি কীভাবে ২০ বছর ধরে খেলে চলেছেন! ওঁর মানসিকতাই আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে।' তবে আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর পছন্দ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাই পর্তুগিজ তারকার ঢংয়েই গোলের উৎসব করতে দেখা যায় সুহেলকে। তাঁর বক্তব্যে, 'রোনাল্ডো আমার কাছে আদর্শ। এই ৪১ বছর বয়সেও খেলে চলেছে। কিন্তু ওঁকে তো শুধুই টিভিতে দেখার সুযোগ পাই। সেখানে ছেত্রীভাই আমাকে প্রতিদিন শেখান। কী করতে হবে, মাঠের বাইরে কী করা যাবে না এসব শেখান। ওঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা আমার পছন্দের। উনি ১০ মিনিট আগে জিমে গেলে আমি পরদিন ১৫ মিনিট আগে যাওয়ার চেষ্টা করি।'

কাশ্মীরের পঞ্চম ফুটবলার হিসাবে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপালেন সুহেল। এর আগে আবদুল মাজিদ, মুসের আহমেদ, মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু ও দানিশ ফারুখ খেলেছেন কাশ্মীর থেকে। আর এখন সুহেলকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন উপত্যকার মানুষ। ২০২২ সালে দ্য গার্ডিয়ানের বিচারে প্রথম ৬০ জন প্রতিভাবান ফুটবলারের তালিকায় থাকা সুহেল কৃতজ্ঞ তাঁর কোচেদের কাছে, 'জুনিয়ার দলে থাকার সময়ে বিবিয়ানো স্যর (ফার্নান্ডেজ), শুভেন্দু স্যর (পান্ডা), ক্লিফোর্ড স্যরদের (মিরান্ডা) কাছে বিভিন্ন বয়সে যে সাহায্য পেয়েছি সেটাই আমাকে তৈরি হতে সাহায্য করেছে। শুধু খেলা নয় শৃঙ্খলাও শিখেছি ওঁদের কাছে।' আপাতত তাঁর লক্ষ্য, সিনিয়ার দলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

শতরানের পর জো রুট।

সাত হাজারের ক্লাবে রুট

কার্ডিফ, ২ জুন : ৩০৮ রান করেও ইংল্যান্ডের কাছে ৩ উইকেটে হার স্বীকার করতে হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। সৌজন্যে জো রুটের অপরাজিত ১৬৬ রানের ইনিংস।

কার্ডিফে একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে টস হেরে প্রথম ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিসি কার্টির ১০৩ রানের ওপর ভর করে ৪৭.৪ ওভারে ৩০৮ রান তোলে ক্যারিবিয়ানরা। এছাড়া শাই হোপ ৭৮ ও ব্র্যান্ডন কিং ৫৯ রান করেন। জবাবে ৭ উইকেট হারিয়ে ৭ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় ইংরেজরা। সঙ্গে সিরিজও। অর্থাৎ ১ ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিজেদের করে নিল ইংল্যান্ড। অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক (৪৭) ও উইল জ্যাকস (৪৯) রান পেলেও জয়ের নায়ক রুট। ১৩৯ বলে ১৬৬ করে অপরাজিত থাকেন তিনি। একইসঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে সাত হাজার রানের গণ্ডি পার করলেন রুট।

এই ফরম্যাটে দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের নজির এতদিন ছিল প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়োন মরগ্যানের দখলে। এক দিনের আন্তর্জাতিকে ৬৯৫৭ রান তাঁর ঝুলিতে। তাঁকে টপকালেন রুট। নজির গড়ে ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার বলছেন, 'এই রেকর্ড বলে দিচ্ছে আমার বয়স বাড়ছে। তবে যতদিন সম্ভব এভাবেই ইংল্যান্ডের হয়ে সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখনও অনেক কিছু পাওয়ার, অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে। এই ইনিংসটাও বোধহয় সেকথাই বলছে।'

পাঁচ ঘণ্টা খেলা বন্ধ ভবানীপুর-ইস্টবেঙ্গলের!

সৌরভের হস্তক্ষেপে ফের চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুন : আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্ত। আর সেই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তুলকালাম ইডেন গার্ডেন্সে। সিএবি-র প্রথম ডিভিশন লিগ ফাইনালের (গোলাপি বলে) আজ দ্বিতীয় দিনের খেলার শুরুতেই সাকির হাবিব গান্ধির আউট নিয়ে বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের জেরে ইস্টবেঙ্গল বনাম ভবানীপুরের ম্যাচ স্থগিত রইল পাঁচ ঘণ্টা। দুই দলই খেলতে রাজি ছিল না। মাঝের সময়ে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ইডেনে হাজির হয়ে দুই শিবিরকে বোঝালেন। কিন্তু তারপরও খেলা শুরু হল না। ব্যর্থ হল স্নেহাশিসের প্রচেষ্টা।

শেষ পর্যন্ত আসরে নামতে হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে শেষ বিকেলে ইডেনে হাজির হয়ে ভবানীপুর ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আলোচনা করতে হল। আলাদাভাবে তিনি কথা বলেন আম্পায়ারদের সঙ্গেও। শেষ পর্যন্ত সৌরভের হস্তক্ষেপের পরই ফের পাঁচ ঘণ্টা স্থগিত থাকার পর শুরু হল ভবানীপুর বনাম ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ। এমন ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, প্রথম ডিভিশন লিগ ফাইনাল ম্যাচে আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারি থাকার পরও কেন সিএবি সভাপতিকে দুই দলের অনড় মনোভাব ভাঙাতে আসরে নামতে হবে? কেন সৌরভের মতো কিংবদন্তিকে সব কাজ ফেলে ভবানীপুর বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ শুরু করতে ইডেনে হাজির হতে হবে?

প্রশ্ন বিস্তর। আপাতত জবাব নেই। তাই বিতর্কও চলছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা সমরেশ নন্দি - কে 13.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68G 32300 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অবিশ্বাস্যভাবে নিজেকে ভাগ্যবান অনুভব করছি, এই বড়ো জয় কেবলমাত্র আমার জীবনকে পরিবর্তন করবে না আমার পুরো পরিবারকে আর্থিকভাবে উজ্জীবিত করবে। এই সমস্ত কিছুর কৃতিত্ব ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির, তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ইউনাইটেড ক্লাবের জয়

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন দীপক ওরাওঁ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার গ্রুপ 'বি'-তে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ৩-২ গোলে হারিয়েছে নবোদয় সংঘকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ইউনাইটেডের দীপক ওরাওঁ, কুলদীপ মিনজ ও যমুনা ওরাওঁ গোল করেন। পেনাল্টি থেকে একটি গোল ফেরান নবোদয়ের মণীশ গোয়ালা। তাদের অন্য গোলস্কোরার বাপ্পি লোহার। ম্যাচের সেরা হয়ে দীপক পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। মঙ্গলবার গ্রুপ 'বি'-তে নবীন সংঘ খেলবে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে।

প্রফুল্ল-প্রমীলা ট্রফি ব্রিজ শুরু

বাগডোগরা, ২ জুন : বাগডোগরা ইয়ং মেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রফুল্লকুমার রায় ও প্রমীলা রায় ট্রফি অকশন ব্রিজ সোমবার শুরু হল। ফাইনাল ২০ জুন। ক্লাব সভাপতি প্রবীর রায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছেন, '২২ জুন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে অকশন ব্রিজ টুর্নামেন্ট শুরু হল।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সচিব সৌভিক ঘোষ, আন্তঃ ক্রীড়া সচিব দীপঙ্কর ঘোষ প্রমুখ।

ভূমিপুত্র ইস্যুতে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুন : ক্রীড়ামন্ত্রীর অনুরোধে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ভাবনা আইএফএ-র।

কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে ভূমিপুত্রের সংখ্যা আরও বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন খোদ ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেই মর্মে আইএফএ-কে চিঠিও পাঠায় রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রক। ওই চিঠি হাতে পাওয়ার পর রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তারাও নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। সূত্রের খবর, এই সপ্তাহের মধ্যেই প্রিমিয়ারের ক্লাবগুলিকে নিয়ে ফের আলোচনায় বসছে আইএফএ। যদিও লিগ শুরু ২৫ জুন। অধিকাংশ ক্লাব প্রস্তুতিতেও নেমে পড়েছে। এখন এই মরশুমেই ক্রীড়ামন্ত্রীর অনুরোধ রাখা সম্ভব কি না তা অবশ্য সময়ই বলবে।

এদিকে, গত কলকাতা লিগের প্রিমিয়ারে চ্যাম্পিয়নের নাম এখনও ঘোষণা হয়নি। তা উল্লেখ করে অবনমন বাঁচাতে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থাকে চিঠি পাঠিয়েছিল পূর্ব রেল ও টালিগঞ্জ অগ্রগামী। সোমবারই সেই চিঠির উত্তর দিল আইএফএ। সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আদালত কেবল ইস্টবেঙ্গলকে লিগে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। অবনমন ঘোষণায় কোনও বাধা নেই।' এবার প্রথম ডিভিশনেই খেলতে হবে ওই দুই ক্লাবকে।